মজাহিদশা।

প্রথম অধ্যায়।

মজাহিদের বাল্যস্বভাব বর্ণন,—শিকারোপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক রাজকোষ অপহরণ,—তজ্জনক মহম্মদশা কর্ত্তৃক ঐ রাজপুত্রের কারাবাস,—রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার কথোপকথন,—রাজভৃত্য মবারকের প্রতি যুবরাজের বিদ্বেষ ভাব এবং তদ্দ্বারা তাহার নিধন।

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মহম্মদ-শা নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মজাহিদ। মজাহিদ অপরিসীম শক্তি, এবং সাহসবিশিষ্ট হওয়াতে সর্ব্বত্র মহাবীর বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে দীর্ঘাকার এবং হৃষ্ট পুষ্ট ছিলেন, তাঁহার মাংসপেশী এবং শিরা সকল দেখিয়া মহা বলবান্ পুরুষেরাও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইত। মজাহিদ এইরূপ বলিষ্ঠ হইয়াও শিষ্টাচারের বহির্ভূত কোন কর্ম্মই করিতেন না সকল লোকের প্রতি তিনি বদান্যভাব প্রকাশ করি কালযাপন করিতেন। যে যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ সমাদর করিতেন। আপনার বল বীর্য

সেহেতু অভিমানী হইয়া হঠাৎ কাহারও অবমানন করিতেন না। তাঁহার সুশীলতা এবং গাম্ভীর্য্য ভাব দেখিয়া অপর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত। তৎকালে রাজপুত্রদিগের মধ্যে বল বুদ্ধি সাহস বিক্রম সকল বিষয়েই তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন, কোন বিষয়ে কোন রাজপুত্র তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-তর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন নাই।

[illegible] [illegible]শ্রমের প্রসাদে মজাহিদ এমন সুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, [illegible] ঋতু [illegible] [illegible] পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র [illegible] হইত না। কি পীড়াকর কি স্বাস্থ্যকর, কি আর্দ্র, কি শুষ্ক, কি উষ্ণ কি শীতল, প্রাকৃতিক বলিষ্ঠ দেহ হেতুক তিনি সকল ঋতুতেই সমভাবে স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেন, কিছুতেই তাঁহার অসুখ জন্মিত না। তুরুষ্ক এবং পারস্যদেশীয় লোকদিগের সহিত তাঁহার সতত সংসর্গ ছিল, এজন্য তিনি স্বদেশীয় ভাষার ন্যায় তুরুষ্ক ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতেন। তাঁহার পিতা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নানা বিদ্যা অভ্যাস করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাল্যকালাবধি সকল বিদ্যা অপেক্ষা তিনি ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, অবকাশ পাইলেই যুবরাজ ধনুঃশর হস্তে লইয়া অরণ্য এবং প্রান্তর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি সমবয়স্ক বন্ধুদিগের সহিত যুদ্ধ বিষয়ক কথা ব্যতীত আর কোন কথাই কহিতেন না। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার এমন নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, যে মহা বলবান্ পুরুষ-দিগেরও যাহা ভয়ের বিষয় হইত, তাহাতে তিনি

ভ্রূক্ষেপও করিতেন না; রাজকুমার একান্তচিত্তে দুঃসাধ্য সাধনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

শৈশব কালে বালকেরা সতত ক্রীড়ায় আসক্ত হয়, সরলচিত্ত প্রযুক্ত তাহারা মানাপমান সমান জ্ঞান করে, আমি রাজার পুত্র, উনি ধনাঢ্য লোকের সন্তান, অপর ব্যক্তি দরিদ্র লোকের তনয়, এতাদৃশ অভিমান তাহাদের অন্তঃকরণে থাকে না। বাল্যক্রীড়াতে যাহার বল তাহারই জয়, সামান্য এক মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান অতিশয় বলিষ্ঠ হইলে, সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের বলহীন কুমারেরা তাহাকে বড়ই ভয় করে, খেলার সময় তাহার কথা লঙ্ঘন করিতে সহসা কেহই প্রবৃত্ত হয় না। রাজনন্দন মজাহিদ শিশুকালে সামান্য ভৃত্যদের পুত্রদিগকে শক্তিমন্ত দেখিলে নিতান্তানুরাগ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন, কিন্তু কি ছোট কি বড়, কি ভদ্র কি অভদ্র, কোন বালকেই তাঁহার সহিত ব্যায়াম করিতে পারিত না, মল্লক্রীড়াতে সকলেই তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিত। বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে পরাভূত হইলে অতীব ক্ষুণ্ণচিত্ত হয়, এবং কখন কখন রোদন করত বিপক্ষ বালকের নিন্দাও করিয়া থাকে। পরন্তু দণ্ড পাইবার ভয়ে কোন বালকই মহা বলবান্ রাজনন্দনের প্রতি সহসা অনিষ্টাচার করিতে পারিত না। তাহারা এক এক বার সকলে সংমিলিত হইয়া পরামর্শ করিত, মজাহিদ নিত্য নিত্য আমাদিগকে ক্রীড়ায় পরাভব করেন, আমরা তাঁহার সহিত খেলা করিতে আর যাইব না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাহাদের সমুদায় কল্পনাই

বৃথা হইত, পাছে তাহাদিগকে তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইতে হয়, এই আশঙ্কায় বিরুদ্ধভাব গোপন করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সংমিলিত হইত। দুঃসাহসী রাজকুমার একাকী মল্ল যুদ্ধ করিয়া কত-বার শতাধিক সমবয়স্ক বালকদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন। যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার ক্রো... কর্ম্ম করিত, তিনি বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়া তাহা-দিগকে সমুচিত দণ্ড দিতেন।

বাল্যকালে ক্রীড়া এবং ব্যায়াম বিষয়ে মজাহিদকে অন্যান্য সঙ্গিগণে সকলেই ভয় করিত বটে, কিন্তু তাঁহার করুণস্বভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রায় সকলেই ভাল বাসিত। তিনি সাধ্যমতে নিজ বন্ধুদিগের উপকার করণে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। যাহারা তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করিত, তিনি প্রাণপণে তাহা-দিগের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কদাপি তাঁহার বাসনা হইত না। পরন্তু প্রাকৃতিক মহাবল এবং মহাতেজ-হেতু তিনি সর্ব্বদাই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেন। এজন্য তাঁহার পিতা মাতা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কতই নিষেধ করিতেন। নিষেধ করিলে কি হইবে, দুঃসাধ্য সাধন বিষয়ে রাজকুমারের এমনি অনুরাগ ছিল, যে, তিনি কোনমতেই তাদৃশ কর্ম্মে বিরত থাকিতে পারিতেন না। কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে দুশ্চরিত্র বালক মনে করিতেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব, কেন না তিনি প্রাণপণ যত্নে অপর বালকদিগের হিতান্বেষণ করিতেন। কাহারও পীড়া

হইলে তিনি দিনের মধ্যে দুই তিন বার দেখিতে যাইতেন। এবং দরিদ্র বালকদিগকে আপনার পঠিত পুস্তক দ্বারা সাহায্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন।

এক দিন মজাহিদ আপন সমবয়স্ক বন্ধু দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভ্রাতৃগণ! নগরবাসি লোকদিগের মুখে শুনিলাম রাজধানীর অনতিদূরস্থিত অরণ্যমধ্যে একটা অতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়াছে। আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই ভয়ানক জন্তুটাকে শিকার করিতে যাই"। যুবরাজের এই কথা শুনিয়া বালকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, আমাদিগের ঘোটক নাই. ঘোটক ব্যতীত এতাদৃশ সুকঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। মজাহিদ রাজার সন্তান, পিতার নিকট যখন যাহা চান, তখনই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের জনকের তো এত বিভব নাই যে শিকার করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অশ্ব প্রদান করেন। অরণ্যস্থিত ব্যাঘ্র; বধ করিবার নিমিত্ত রাজকুমার যদি একান্তই আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তবে তিনি আমাদিগের প্রত্যেককে এক একটি অশ্ব এবং শিকারোপযুক্ত আর ২ সামগ্রী প্রদান করুন, নতুবা আমরা রাজতনয়ের সঙ্গে কিরূপে গমন করিতে পারি।

বালকেরা একমত হইয়া মজাহিদকে এই কথা জানাইলে, রাজনন্দন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বন্ধুগণ! আমি যে কথা কহিয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, অবশ্যই তোমাদিগকে ব্যাঘ্রবধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তোমরা ঘোটকের জন্য চিন্তা করিও

না, যে কোন প্রকারে হউক আমি তোমাদিগকে এক একটি অশ্ব এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করিব। তাহাতে একজন বালক মজাহিদকে কহিল "রাজনন্দন! শিকারযোগ্য প্রযোজনীয় বস্তু কি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তুমি কি প্রকারে আমাদিগকে এক একটি অশ্ব দিতে পারিবে? এ সকল বিষয় সমাধা করিতে হইলে অর্থ আবশ্যক করে, সংসারে অর্থ ব্যতীত কোন প্রকারে মনোরথ সিদ্ধ হয় না।"

মজাহিদ প্রত্যুত্তর করিলেন "বয়সা! টাকার জন্য তোমরা এত ভাবনা করিতেছ কেন? আমার পিতার ধনাগারে টাকা থাকিতে তোমাদিগকে বিনা অশ্বে অরণ্যমধ্যে কখনই যাইতে হইবে না, যে প্রকারে হউক আমি ধনাগার হইতে ধন লইয়া তোমাদিগকে এক একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া দিব।" মজাহিদ দিবারাত্র দিন কয়েক কেবল অর্থের চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিন এক বিষয় মনেং উদ্ভাবন করেন, পর দিনই তাহা অন্যথা করিয়া আর এক বিষয় করিতে চান। একে বালক চঞ্চলবুদ্ধি, তাহাতে আবার অত্যন্ত দুঃসাহসী, টাকার জন্য যাহা করিতে নাই, যে কর্ম্ম করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার অ[illegible] অপবাদ-সম্ভাবনা, এমন বিষয়ে তাঁহার মন হই[illegible]। অতএব রাজকুমার পূর্ব্বাপর ভাল মন্দ বিবেচনা [illegible] করিয়া রাজার রাজকোষ অপহরণে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এক দিন রাজকুমার আপন অনুরক্ত বয়স্যদিগকে

ডাকিয়া কহিলেন, বয়স্যগণ! আমার মনোভিলাষ ব্যর্থ হইবে না, তোমরা আমার অনুবর্ত্তি হইয়া ধনাগার পর্য্যন্ত চল, সেখানে যাহাং করিতে হয় আমি সকলই করিব, তোমরা কেবল গোপনভাবে আমার সঙ্গে থাকিবে। রাজকোষের রক্ষক একজন সৈনিক-পুরুষ ছিল। বীর্য্যবন্ত ভূপালতনয়, তাহার নিকটে গমন করত ছলনা করিয়া কহিলেন "দ্বারপাল! তোমাকে আমার একটি কর্ম্ম করিতে হইবে, বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আমার এই পত্রখানি লইয়া তুমি অমুক স্থানে যাও, যদবধি তুমি প্রত্যাবৃত্ত না হও, তদবধি আমি স্বয়ং তোমার দ্বার রক্ষা করিব। আমি থাকিতে কাহার সাধ্য এখানে আসিতে পারে, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না।

এইরূপে ধনাগাররক্ষক সিপাহী রাজপুত্রের কথায় স্থানান্তর গমন করিলে, মহাবীর মজাহিদ বলপূর্ব্বক উপর্য্যুপরি গোটাকতক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ধনাগারের দ্বারদেশের কুলুপাদি একেবারে ভগ্ন করিলেন। তদ্দ্বারা রাজতনয় নির্বিঘ্নে ধনাগারে প্রবেশ করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে বিস্তর অন্বেষণ করিতে হইল না, রাজভাণ্ডারের মধ্যভাগে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ গোটাকতক থলিয়া রহিয়াছিল, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে ঐ থলিয়াগুলিন গ্রহণ করত সে স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সমবয়স্ক সঙ্গিগণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের নিকটে আসিয়া তিনি ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা বিভাগ করিয়া দিলেন। মুদ্রা পাইয়া তাহারাও হট্টে যাইয়া মনোমত এক একটি অশ্ব এবং শিকারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিল।

অনন্তর রাজকোষ রক্ষক সিপাহী প্রত্যাগত হইয়া দেখিল, যে, রাজনন্দন সে স্থানে নাই, ধনাগারের দ্বার ভগ্ন, যুবরাজ তাহাকে প্রতারণা করিয়া কোষস্থিত বহু অর্থ অপহরণ পূর্ব্বক পলাইয়াছেন। তদ্দর্শনে দুর্ভাগ্য রাজভৃত্য সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, এক দুরন্ত বালকের কথায় ভ্রান্ত হইয়া আমি নিজ গুরুতর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে এই বিপত্তি ঘটিয়াছে, ভূপাল মহাশয় এখনই আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে প্রাণ বধ হইলেও হইতে পারে। অতএব কেহ না জানিতে জানিতে এই সময় পলায়ন দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া প্রতিহারী সে স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক দূর দেশে গমন করিল, রাজকোষ পূর্ব্ববৎ রক্ষকশূন্য হইয়া রহিল।

রাজকোষাধ্যক্ষ দেওয়ানজী মহাশয় নিজ কর্ম্মস্থানে আসিয়া পূর্ব্বাবস্থার সকলই বিপর্য্যয় দেখিতে পাইলেন। কোষরক্ষাকারী সৈনিক পুরুষ তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, রাজভাণ্ডারের দ্বার ভগ্ন, এবং তত্রস্থ অমূল্য স্বর্ণমুদ্রা সকল অপহৃত হইয়াছে। তদবলোকনে তাঁহার ভয়ের আর ইয়ত্তা রহিল না, স্থিরবুদ্ধি প্রযুক্ত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াও তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ভূপতির অধীনস্থ প্রজাদের দ্বারা এ কর্ম্ম কখনই হইতে পারে না, প্রাণ নাশের সম্ভাবনা জানিয়াও রাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহারা কি জন্য এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত

হইবে? রাজধানীস্থ অপর ভৃত্যবর্গ যে ষড়্যন্ত্র করিয়া রাজকোষ অপহরণ করিয়াছে, কোনমতেই আমার এমন অনুভব হয় না, কেন করিবে, তাহাদের কি প্রাণের ভয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া সুবুদ্ধি দেওয়ান অবশেষে স্থির করিলেন, রাজনন্দন মজাহিদকে সকলেই দুঃশীল ও দুরন্ত কহিয়া থাকে, বোধ হয় কোন আন্তরিক কু বাসনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যুবরাজই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। আমি বিশেষ জানি, তিনি দুঃসাধ্য সাধনে বড়ই তৎপর, নিয়ম বাধাকেও বাধা জ্ঞান করেন না। কোন ভয়ানক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মুদ্রার অভাব হইয়াছিল, এজন্য সেই দুর্দ্দান্ত যুবা পুরুষ এই রাজকোষ লুঠ করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোষাধ্যক্ষ সংশয়ারূঢ় হইয়া একেবারে ঐ বীরপুরুষের নিকট গমন পূর্ব্বক ধনাগার অপহরণের কথা জানাইলেন। রাজকুমার তৎশ্রবণে কিছুমাত্র গোপন করিলেন না, নিঃশঙ্কচিত্তে সত্য কথা কহিলেন, "আমা হইতেই ধনাগারের অর্থাপহরণ হইয়াছে।"

অল্পবয়স্ক মজাহিদের প্রমুখাৎ এই ভয়ানক কথা শুনিয়া কোষাধ্যক্ষ কম্পান্বিতকলেবর হইলেন, তাঁহার রসনা হইতে কিয়ৎকাল বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, গুরুতর অপরাধী বলিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিবেন কি? আপনার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। অতএব একটি মাত্র কথা তাঁহাকে না কহিয়া, তৎপিতা ভূপতি মহাশয়ের নিকট গমন করত রাজপুত্রের অসদাচারের কথা কহিলেন। রাজা

নিজ পুত্রের কুব্যবহারের বিষয় শ্রবণ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার সমস্ত শরীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল, অবশম্বদ আত্মজকে কিরূপে বশীভূত করিবেন, তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতএব মবারক্ নামে তাঁহার এক জন প্রিয় ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "মবারক্! বড় বিপদ দেখিতেছি, মজাহিদ আমার অবাধ্য সন্তান, উহার দোষে উত্তরকালে আমার রাজ্যপাট কিছুই থাকিবে না। আমি বর্ত্তমান থাকিতেই দুর্বৃত্ত রাজকুমার যখন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজকোষ লুঠ করিল, তখন ইহার পর আরও কি দুর্ঘটনা ঘটাইবে তাহা বলিয়া উঠা যায় না, তুমি শীঘ্রং গমন করিয়া মজাহিদকে আমার নিকট আনয়ন কর"।

রাজার আজ্ঞায় মবারক্ অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজতনয়কে রাজার সমীপে আনিল। মজাহিদ পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার রক্তবর্ণ লোচন এবং কুপিতভাব অবলোকন পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন যে, ধনাগার লুঠ করণ বিষয়ক সংবাদ অবশ্যই ভূপাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সভাসদগণের বদনভঙ্গিমা দর্শন করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে রাজার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, ভয়ে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। নৃপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস মজাহিদ! আমি কিজন্য তোমাকে এই রাজসভাতে আহ্বান করিয়াছি, তাহা তুমি জান" ইহাতে লজ্জা এবং ভয়প্রযুক্ত রাজকুমার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না, শুদ্ধ অধোবদনে

মৌনাবলম্বনে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে অধীশ্বর মহাশয় অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন "অরে দুর্ব্বৃত্ত অবোধ বালক! উত্তর করিস্ না কেন? আমি তোর পিতা, সমুদয় দক্ষিণখণ্ডের একমাত্র অধিপতি, কি কারণে তুই আমার ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া ধনাগারের অর্থ সকল অপহরণ করিয়াছিস? এমত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে কে তোকে পরামর্শ দিল? তুই কি জানিস না যে পিতৃকর্ত্তৃত্ব অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়? তাহাতে আমি দুষ্ট লোকদিগের দমনকারী রাজা, এক্ষণে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, তুই কোন্ শাস্তি পাইতে ইচ্ছা করিস।

মজাহিদ তখনও মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃশব্দে রহিলেন, তিনি মনেং বিবেচনা করিলেন, পিতা যে সকল কথা কহিতেছেন তাহার একটিও মিথ্যা নহে, আমি যথার্থ অপরাধী, ন্যায় বিচার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন বোধ হইতেছে।

অনন্তর ভূপাল নিজ পুত্রকে উপদেশ দিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! ক্রন্দন করিও না, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তাহা মার্জ্জনা করিতে নাই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে প্রকাশ্য রাজনীতির অতিক্রান্ত কর্ম্ম করে, ন্যায় বিচারে তাহাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে হয়। রাজকীয় ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই সমান, তাহা প্রজার পক্ষে একরূপ এবং রাজাত্মীয়গণের পক্ষে অন্যরূপ নহে, যেব্যক্তি তাহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহা-

কেই দণ্ডার্হ হইতে হইবে। আমি প্রাকৃতিক অপত্য-স্নেহের অনুরোধে তোমার এতাদৃশ হীন অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিব না, তাহা করিলে আমার অন্যায় কর্ম্ম করা হইবে। প্রজাবর্গ আমাকে স্বার্থপর রাজা বলিয়া আর পূর্ব্ববৎ মান্য করিবে না। এক্ষণে বৎস মজাহিদ! শাস্তি দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে আর একটি উপদেশ প্রদান করি প্রণিধান কর, তুমি আমার একমাত্র পুত্র. আমার অবিদ্যমানে তুমিই এই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। অত্যধম অসভ্য লোকে যে সকল নীচ ব্যবহার না করে, তুমি এখন পর্য্যন্ত যদি সেই সকল গর্হিত আচারে রত থাক, তবে উত্তর কালে কে তোমাকে ন্যায়পরায়ণ রাজা বলিয়া যথাবিহিত মর্য্যাদা করিবে! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতে সাধারণ প্রজাবর্গ দ্বারা যে সম্মানিত হইবে তোমার কি এমন প্রত্যাশা নাই? রাজকুমার-দিগের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম নিতান্ত অকর্ত্তব্য, আমি নিরন্তর তোমাকে সেই সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এক্ষণে সেই সকল দোষের প্রতিবিধান করাই আমার প্রয়োজন হইয়াছে।

এইকথা বলিয়া রাজা প্রিয়ভৃত্য মবারককে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি রাজনন্দনের অঙ্গাচ্ছাদিত বস্ত্র সকল বিমোচন কর"। ভূপতির অনুমত্যনুসারে রাজ-পরিপরিচারক মজাহিদের গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিল। দক্ষিণদেশাধিপ স্বহস্তে বেত্র ধারণ করিয়া নিজ পুত্রের পৃষ্ঠদেশে গুরুতর আঘাত করিতে লাগিলেন, যাবধি তাঁহার সমস্ত শরীর শোণিতাক্ত না হইল,

তদবধি ভূপাল আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। পরে তিনি প্রতিহারীকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, “প্রতিহারী! আমার রাজবাটীর মধ্যে যে গৃহটি অতি নিভৃত স্থান, সেই স্থানে এই দুর্দান্তস্বভাব রাজপুত্রকে লইয়া তুমি রুদ্ধ করিয়া রাখ, আমার পুত্র বলিয়া স্নেহ প্রকাশ করত উঁহাকে ছাড়িয়া দিও না”। রাজভৃত্য যথাজ্ঞা মহারাজ বলিয়া মজাহিদকে এক নিভৃতস্থানে বদ্ধ করিল।

রাজকুমার নিদারুণ বেত্রের আঘাত পাইয়া যত না দুঃখিত হইয়াছিলেন, কারাবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার ততোধিক দুঃখ হইল। বেত্রাঘাতের বেদনা শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু প্রগল্‌ভিত-স্বভাব প্রযুক্ত একাকী নিভৃতালয়ে রুদ্ধ থাকিতে হইল বলিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। বিশেষ, ব্যাঘ্র বধ করিবার জন্য তিনি যে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন, তাহা কখনো সিদ্ধ হইল না, একেবারে সে আশায় তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল বলিয়া তিনি মনেং কতই দুঃখ করিলেন। মজাহিদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বালক স্বভাব প্রযুক্ত মনে২ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজভৃত্য মবারক-হইতেই আমার সমুদায় বিপদ ঘটিয়াছে, ঐ ব্যক্তি রাজাকে কহিয়া আমাকে এতাদৃশ শাস্তি প্রদান করাইয়াছে। সেই পর্য্যন্ত মবারকের প্রতি যুবরাজের আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রহিলনা, পরম শত্রুবোধে তিনি যাহাতে তাহার অনিষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে তৎপ্রতি দ্বেষানল প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সন্তান সন্ততির দুঃখে মাতা যেরূপ দুঃখিতা হয়েন, জগতের মধ্যে সেরূপ দুঃখিত আর কেহই হয় না। অন্তঃপুর হইতে রাজ্ঞী মজাহিদের অবরোধের কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে দেখিতে আইলেন। জননীকে অবলোকন করিবামাত্র রাজপুত্র অশ্রান্ত অশ্রুধারায় রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, মাতঃ! রাজভৃত্য মবারক আমার এই দুরবস্থার মূলকারণ, ঐ দুরাত্মা হইতেই আমার এত কষ্ট হইল। রাজ্ঞী কহিলেন, বৎস! তুমি কর্ম্মদোষে কষ্ট ভোগ করিতেছ, ইহাতে মবারকের কোন দোষ দেখিতে পাই না; তাহার যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সে তাহা করিয়াছে, তুমি অনর্থক তাহার প্রতি কেন দোষারোপ করিতেছ। আমি বিশেষ জানি ঐ রাজভৃত্য তোমার অবিবেচনার কথা ভূপাল মহাশয়কে জ্ঞাত করে নাই, কোষাধ্যক্ষ নিজে আসিয়া তাঁহাকে তোমার দৌরাত্ম্যের কথা বলিয়াছে।

মজাহিদ।—মাতঃ! মবারক রাজাকে আমার দোষের বার্ত্তা জানায় নাই, একথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ পাপাত্মা যখন অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে পিতার নিকট লইয়া গেল, তখন সে কেন কহিল না যে তোমা কর্ত্তৃক রাজকোষ অপহরণের সংবাদ ভূপতি অবগত হইয়াছেন, আর সেই তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। এ সংবাদ শুনিলে আমি জনকের নিকট কখন যাইতাম না, বরং যাহাতে তাঁহার ক্রোধ শান্তি হয়, এমত সদুপায় চেষ্টা করিতাম। আমি বিশেষ জানি, কোন বিষয়ে পিতা আপনকার কথা

অবহেলন করেন না, দোষ ক্ষমা করিবার জন্য আমি আপনকার দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করাইলে, তিনি আমাকে কদাপি এতাদৃশ নিদারুণ শাস্তি দিতেন না।

রাজ্ঞী।—বৎস! যা হবার তা হইয়াছে, অতীত বিষয়ের অনুসূচনায় কোন ফলোদয় নাই। এক্ষণে আমি রাজাকে সাধ্য সাধনা করিয়া যাহাতে তোমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ শান্তি হয়, এমত বিহিত চেষ্টা করিব।

মজাহিদ।—জননি! আপনকার উপাসনাতে রাজা আমাকে ক্ষমা করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শাস্তি আমি পাইয়াছি, তাহা বলিয়া কি জানাইব: পিতা স্বয়ং আমাকে বেত্রাঘাত করিলেন, এখন পর্য্যন্ত বেত্রাঘাতের চিহ্ন আমার পৃষ্ঠদেশে রহিয়াছে। কালে ঐ সকল আঘাতের দাগ আমার শরীরের চর্ম্ম হইতে বিলুপ্ত হইবে, পরন্তু অন্তঃকরণে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি, তাহা কখনই আমার স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

রাজ্ঞী।—তবে কি তুমি তোমার পিতা মহাশয়কে ইহার প্রতিফল দিতে ইচ্ছা কর?

মজাহিদ।—না, মা, আমি কি এত অজ্ঞান যে পিতা আমাকে দণ্ড দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিফল দিতে চাহিব। পিতা পরমারাধ্য ব্যক্তি, তিনি সহস্র যন্ত্রণা দিলেও তাঁহার প্রতি বিরাগ করা পুত্রের কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি আমার এই যন্ত্রণার মূল কারণ, যাহার কুপরামর্শে পিতা আমাকে নিদারুণ শাস্তি দিলেন, তাহার প্রতি বিদ্বেষ আমার কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

যে প্রকারে ঐ দুরাত্মার অনিষ্ট হয়, আমি কৃতসাধ্যে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।

রাজ্ঞী।—বৎস মজাহিদ! সকল বিষয়ে ক্রোধ সম্বরণ করা জ্ঞানবান বালকদিগের কর্ত্তব্য, তুমি নিজ অন্তঃকরণ হইতে এই কুপ্রবৃত্তির বীজ উন্মূলন কর। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ক্ষণকাল মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি জানিতে পারিবে, যে রাজভৃত্য মবারক তোমার নিকটে কোন বিষয়ে অপরাধী নহে; তদ্দ্বারা তাহাকে দণ্ড দিতে তোমার ইচ্ছা হইবে না, এবং ক্রোধ রিপুরও শান্তি হইবে।

রাজমহিষীর এই হিতকারক উপদেশ শ্রবণ করিয়া মজাহিদ কোন উত্তর করিলেন না. শুদ্ধ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া অধোবদনে রহিলেন। তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইল, যে তাঁহার অন্তঃকরণে দ্বেষানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়াই রহিল, মবারকের প্রতি তাঁহার বৈরভাব কোন মতেই বিলুপ্ত হইবার নহে, যুবরাজ ভয়ানক অদম্য ক্রোধ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া ঐ রাজভৃত্যের অনিষ্ট সাধনে কৃত নিশ্চয় হইয়াছেন।

অনন্তর রাজমহিষীর অনুরোধে বাদশাহ মজাহিদকে কেবল এক সপ্তাহ মাত্র কারাগৃহে রাখিয়া শেষে মুক্ত করিলেন। কুমার অন্তঃপুরে আইলে তাঁহার জননী বিশেষানুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন, "প্রাণাধিক মজাহিদ! তুমি সামান্য ভৃত্য মবারকের প্রতি বিদ্বেষাচার করিও না, ওব্যক্তি নিরন্তর তোমার পিতার কাছে থাকিয়া শুদ্ধ তাম্বূল যোগাইয়া দেয়, এজন্য করুণস্বভাব বাদসাহ তাহাকে কিছু ভালবাসেন, তুমি

রাজার সন্তান, ও হীন দাস কোন বিষয়ে তোমার সমতুল্য নহে, তবে উহার প্রতি শত্রুস্বভাব প্রকাশে তোমার পুরুষত্ব কি।"

মাতৃবাক্যে রাজকুমার ছলনা করিয়া এমনি প্রফুল্ল বদনে কথা কহিতে লাগিলেন, যে, তদ্দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণের দ্বেষভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। দিবাবসান সময়ে রাজকুমার আপন সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে ডাকিয়া ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, পূর্ব্বে যেরূপ তাহাদের সহিত তিনি আমোদ আহ্লাদ করিতেন, সে দিনও সেইরূপ করিলেন, কোনমতেই ঐ সঙ্গিগণ তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভ উপলব্ধ করিতে পারিল না। বিড়াল যেরূপ মূষিককে বধ করিবার প্রত্যাশায় কেবল সুযোগ অন্বেষণ করে, রাজকুমার নিজ শত্রুকে প্রতিফল দিবার জন্য সেইরূপ সুসময়ের প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, রাজসদনে দণ্ডনীয় হইবার ভয়ে সহসা তিনি কোন অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। মবারকের পুত্র সর্ব্বদা রাজকুমারের সহিত থাকিয়া বাল্যক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ করিত। রাজনন্দন পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার প্রতি এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে লোকে আপনাদিগের সহোদরকেও তদ্রূপ স্নেহ করে না। এই বাহ্যিক অনুরাগে অনুরাগী হইয়া ভৃত্যপুত্র মজাহিদের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না, বরং মনে২ অভিমান করিতে লাগিল, আমার পিতা, রাজা মহাশয়ের এক জন প্রিয় ভৃত্য, সেইজন্য রাজকুমার আমাকে বুঝি অন্যান্য বালকাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন। পরন্তু

সুচতুর মজাহিদের সে তাৎপর্য্য ছিল না, পরম শত্রু মবারককে দণ্ড দিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিতেছিলেন। তৎপ্রতি তাঁহার প্রজ্বলিত দ্বেষানল যেন কোনমতে প্রকাশ না হয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ ভৃত্য-সন্তানের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে একদিন প্রকাশ্য মল্লক্রীড়ার ভূমিতে মহাবলপরাক্রান্ত মল্ল-যোদ্ধারা যুদ্ধ করিয়াছিল, ভূপাল, অমাত্যবর্গ, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। বীরপুরুষ রাজকুমার আপনার সঙ্গিগণের সাক্ষাতে সেই কথার উত্থাপন করিলেন। বালকেরা ঐ মল্লযোদ্ধাদিগের যুদ্ধ-বিষয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। একসঙ্গী ক্রীড়াকারীদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া মবারকের পুত্র মসাউদও বলিল "মল্লক্রীড়ায় আমার পিতা সর্ব্বপ্রধানরূপে পরিগণিত হন, তিনি কতবার কত বীরপুরুষকে পরাজিত করিয়াছেন। বোধ হয় এই পৃথিবীতলে এক্ষণে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি নাই। শুনিলাম সে দিন প্রকাশ্য মল্লভূমিতে অনেক সুবিখ্যাত কুস্তিগীর লোক আগমন করিয়াছিল, পিতা একে একে তাহাদের সকলকেই বাহুযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ সহাস্যবদনে কহিলেন, "মসাউদ! তোমার পিতা কি এতই শক্তিমান, যে মল্লযুদ্ধ বিষয়ে সকলেই তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া থাকে! ভাল, আমি এক দিন তাহার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহার নৈপুণ্য এবং শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহি, তুমি কি বোধ কর? চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক

বালকের সহিত মল্লক্রীড়া করিতে তিনি তো ভীত হইবেন না?।

রাজকুমারের এই আস্পর্দ্ধার কথাতে মসাউদ কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিল না, বরং মধুরবচনে হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তর করিল, "মজাহিদ! তুমি রাজার সন্তান, পিতা তোমার নিকট আপন শক্তির পরীক্ষা দিতে ভয় করিবেন কেন! তুমি স্বয়ং যাইয়া মল্লক্রীড়ার প্রস্তাব করিলে, তিনি যে সে বিষয়ে আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, কোনমতেই আমি এমন বিবেচনা করি না"।

রাজনন্দন কহিলেন, অর্দ্ধবয়স্ক মনুষ্যের সহিত অল্পবয়স্ক বালকের যুদ্ধ অতিশয় অসমতুল্য বটে, কিন্তু নিজ শক্তি বিষয়ে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, তোমার পিতা মবারক হঠাৎ আমাকে মল্লক্রীড়ায় পরাভূত করিতে পারিবেন না।

রাজপুত্রের এই বাসনাতে তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুগণ অতিশয় আমোদিত হইল, কেহ২ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপও করিল। তাহারা সকলেই বিবেচনা করিল, মবারক ভীমের ন্যায় পরাক্রমশালী, এতাদৃশ শক্তিমান ব্যক্তির হস্তে রাজকুমার আবদ্ধ হইলে তাঁহার মাংস অস্থি এক এক স্থানে জড়ীভূত হইবে, তাহাতে তিনি আর দর্প করিয়া লোকসমাজে মস্তক তুলিতে পারিবেন না। আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ঐ রাজভৃত্য এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, শুদ্ধ ভূপাল তাহার অসীম শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে এই বর্ত্তমান উচ্চপদে

অভিষিক্ত করেন, বাহুবল না থাকিলে মবারক কখনই রাজার এত প্রিয় হইত না।

যাহাহউক, মজাহিদ অনুসঙ্গী বালকদিগের বিদ্রূপ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাম্বূলপ্রদাতা রাজভৃত্যের নিকটে গমন করিলেন, আর বিহিত বিধানে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া হাসামুখে তাহার নিকটে জানাইলেন। মবারক! অদ্য ক্রীড়ার সময় তোমার পুত্র আমাকে বলিতেছিল, তুমি না কি মল্লযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ, এই পৃথ্বীতলে কোন ব্যক্তিই নাকি তোমার সমকক্ষ নাই, সে দিন প্রকাশ্যরঙ্গভূমিতে তুমি নাকি মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-দিগকেও একে একে পরাজিত করিয়াছ? আমি তোমার নৈপুণ্য এবং শক্তি পরীক্ষা করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, তুমি একবার বাহুযুদ্ধ করিলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইব।

মবারক।—রাজনন্দন! আমার পুত্র মিথ্যা কথা বলে নাই, আমি কতবার ভূপতি মহাশয়ের অতি তেজস্বী সৈন্যদিগকে ভূমিতলশায়ী করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমি কোন অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত পাই নাই, পূর্ব্বে আমার বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী সকল যেরূপ বলিষ্ঠ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। মল্লভূমিতে সকলেই আমার নিকট পরাজিত হইয়া থাকে।

মজাহিদ।—জগতের তাবল্লোকেই প্রায় আপনা আপনি প্রধান জ্ঞান করে, কিন্তু উত্তম পরীক্ষা না করিলে তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য কিছুই জানা যায় না। তুমি এক্ষণে নিজ শক্তি নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিতে সম্মত হও কি না, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।

মবারক।—যুবরাজ! এদেশে যাহারা আমার সমতুল্য ভদ্র লোক আছেন, মল্লযুদ্ধে তাহাদের কেহই আমার উপযুক্ত ব্যক্তি নয়, তবে কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি নিজ সামর্থ্যের পরীক্ষা দিতে পারি; যদি বল, রাজামহাশয় বেতন দিয়া অনেক কুস্তীগীর লোক রাখিয়াছেন, তুমি তাহাদিগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু রাজকুমার! একর্ম্ম আমি কখনই করিব না, কারণ তদ্দ্বারা সম্ভ্রান্তলোকদিগের নিকটে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে।

মজাহিদ।—উচ্চপদস্থ প্রতিযোগি লোকের অভাবে তুমি এত চিন্তা করিও না। মল্লক্রীড়ায় আমার কত শক্তি এবং নৈপুণ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকসমাজে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমি স্বয়ং তোমার প্রতিযোদ্ধা হইব, কিন্তু ইহাতে তুমি জয় লাভ করিবে কি না তাহা সন্দেহ স্থল।

মবারক।—রাজকুমার! তুমি আমার ভরণ পোষণ কর্ত্তা প্রভুর সন্তান, তোমার সহিত আত্মীয়-ভাবে বাহুযুদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাতে একটি কথা আছে, মল্লক্রীডাতে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের অস্থি চর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। কোমলাঙ্গ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় যাহারা সুখপ্রিয়, তাহাদিগের পক্ষে এতদ্রূপ ক্রীড়া কোনমতেই বিধেয় নহে। অতএব আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া কষ্ট পাইলে তুমি তো বিরক্ত হইবে না?

মজাহিদ।—আমি স্বেচ্ছানুসারে যখন তোমার

সহিত মল্লক্রীড়াতে প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আবার অসন্তুষ্ট হইব কেন? শেষে যাহবার তাই হবে, তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ কর।

মবারক।—যুবরাজ! তুমি চৌদ্দ বৎসরের বালক, মল্লভূমিতে তোমায় পরাভব করিলে আমার কিছুমাত্র মান বাড়িবে না, বরং লোকে আমার অপযশ করিবে, শুদ্ধ এই ভয় করিতেছি।

মজাহিদ।—আমি বালক বটি, তাহার সন্দেহ কি, কিন্তু ধনাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া স্বর্ণমুদ্রাপহরণ করাতে, আমার ক্ষমতা লোকসমাজে অবিদিত নাই, অতএব বালক বলিয়া তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা করিওনা, বাহুযুদ্ধে আমার কতদূর পর্য্যন্ত নৈপুণ্য তাহা তুমি শেষে জানিতে পারিবে।

এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর, উভয়ে একবাক্য হইয়া স্থির করিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে আমরা প্রকাশ্য রাজসভাতে গমন করিয়া ভূপতির সমীপে বাহুযুদ্ধ করিব। মবারক রাজাজ্ঞার প্রত্যাশায় রাজসভায় ঐ কথা নিবেদন করিলে, রাজা সন্তোষ, পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করিলেন। সভাসদগণ মল্ল-ক্রীড়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আহরণ করিতে লাগি-লেন। রাজাট্টালিকার মধ্যে যে দালানটি সাতিশয় সুপ্রশস্ত, বাদসাহ মহাশয় সেই দালানে রঙ্গভূমি করিতে কহিলেন। প্রস্তরময় মেঝিয়াতে পতিত হইলে, পাছে ঐ বীরদ্বয়ের গাত্রবেদনা হয়, এজন্য রাজভৃত্যেরা রাশি রাশি বালুকাদ্বারা সংগ্রামস্থল

পরিপূর্ণ করিয়া দিল। রজনী প্রভাত হইলে ভূপাল এবং প্রধান প্রধান আমীর লোকেরা অতি মনোহর বেশ ভূষা করিয়া ঐ দালানের চারিদিকে উপবেশন করিলেন।

রাজকুমার ও মবারক দুই জনে অঙ্গাচ্ছাদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুইটি অন্তর্কক্ষা কাচ্ পরিধান করিয়া দর্শকদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব মাংসপেশী এবং শিরাসকল দেখিয়া দর্শকগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দুই জনেরই প্রায় সমান শক্তি, মবারক কেবল রাজসুত অপেক্ষা কিছু দীর্ঘাকার ছিল, কিন্তু রাজনন্দন একে হৃষ্টপুষ্ট ও গৌরাঙ্গ, তাহাতে আবার তাঁহার চিক্কণ চর্ম্মের স্থানে২ গোলাপীরঙ্গের আভা প্রকাশিতেছিল, অতএব তাঁহার লাবণ্য এবং সুগঠন দেখিয়া দর্শকগণ চক্ষুঃ সার্থক করিলেন। প্রথম আক্রমণে মবারক রাজতনয়ের স্কন্ধদেশ ধরিয়া একেবারে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, আর ভূমিতে আছাড় মারিবারও উপক্রম করিতেছিল, এমত সময়ে সুচতুর রাজকুমার বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া দুই পদদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ জাপ্টিয়া ধরিলেন, এবং বলপূর্ব্বক অঙ্গ-সঞ্চালন করত নিজ বিপক্ষের কেশাকর্ষণ করিয়া হঠাৎ তাহাকে ভূমিতলশায়ী করিলেন। মবারক মেঝিযাতে পড়িয়া তাঁহাকে উল্টিয়া ফেলিবার নিমিত্ত কতই বল প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু রাজনন্দন তাহার বক্ষঃস্থলে জানুদেশ পাতিয়া এমনি চাপিয়া রহিলেন, যে, সে কিছুই করিতে পারিল না। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক বালকের শৌর্য্য বীর্য্য

অবলোকন করিয়া পরিবেষ্টিত দর্শকগণ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পরন্তু রাজপুত্রের যে, জয়লাভ হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করিলেন না। সভাসদ্‌দিগের মধ্যে কেহ কেহ ভূপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! রাজতনয় নিয়মাতিক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মবারককে ভূমিতে পাতিত করিয়াছেন, রাজযুদ্ধের যথারীত্যনুসারে সংগ্রাম করিলে, বোধ হয় মবারক উঁহার নিকট পরাজিত হইত না। এই কথাতে মহাবীর মজাহিদ কম্পিত-কলেবর হইয়া, রাজসমীপে নিবেদন করিলেন. "তাত! আজ্ঞা হয় তো আমি পুনর্ব্বার মবারকের সহিত মল্লযুদ্ধ করি"। তাহাতে বাদশাহ এবং আর আর অমাত্যবর্গ সম্মতি প্রদান করিলে, যুবরাজ এবং মবারক গাত্রোত্থান করিয়া পুনঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় সমরে ঐ বীরদ্বয়কে বড় একটা হস্ত পদাদির আস্ফালন করিতে হয় নাই, মুহূর্ত্তেকের মধ্যে জয় নিশ্চিত হইয়াছিল। যুবরাজ ক্ষণমাত্র মল্লভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া একেবারে বিপক্ষের পশ্চাতে গমন করত তাহার কটিদেশস্থ কাচের প্রান্তভাগ ধরিলেন। তাহাতে হতভাগ্য মবারক যেমন কনুইয়ের গুতা মারিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিতে চাহিল, অমনি ঐ রাজসুত তাহার গ্রীবা জাপ্‌টিয়া ধরিলেন, এবং বলপূর্ব্বক গোটা কতক হেঁচ্‌কা মারিয়া প্রকম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় একেবারে মবারককে ভূমিতে পাতিত করিলেন। রাজভৃত্য জ্ঞানশূন্য হইয়া বালুকারাশির

উপরিভাগে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, ভূপাল এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ শীতল বারি আনাইয়া তাহার বদনমণ্ডলে প্রদান করিতে লাগিলেন। আর্দ্রক মরীচ প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু দ্বারা তাঁহারা তাহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই চেতনা না হওয়াতে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে মবারকের গ্রীবা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মবারকের পুত্রের সহিত যুবরাজের সখ্য ও তাহার কন্যার সহিত মিথ্যা প্রণয়সঞ্চারে রাজপুত্রের নিয়োজিত হওন।—মসাউদের পরামর্শে যুবরাজের অরণ্য যাত্রা এবং উন্মত্ত করি বিনাশ।—মজাহিদ কর্তৃক তোগলোকদেগের নিধন।—কৃষ্ণ রায়ের পরাজয়।

মহম্মদ-শা বাদসাহ মহাশয়ের রাজসভাতে কিয়দ্দিন কেবল মবারকের অপমৃত্যু বিষয়ক কথোপকথন হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ তাবল্লোকেই এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। অল্পবয়স্ক বালকের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া কিরূপে ঐ মহাবীর পরাজিত এবং প্রাণে নিহত হইয়াছে, তাহারা কেহই হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। প্রিয় ভৃত্যের অচিন্তনীয় পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিহেতু ভূপালও শোকাকুলচিত্ত হইয়া কিয়দ্দিন রাজকর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেন না। আবাল বৃদ্ধ বনিতাদির নিকট তদবধি

রাজকুমার এক অদ্ভুত বীরপুরুষ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার কথা শুনিলে তাহাদের শরীর লোমাঞ্চিত হইত। পিতৃহন্তার উপরে কাহারও কখনই শ্রদ্ধা হয় না, এতাদৃশ শত্রুর প্রতি সকলেই যাবজ্জীবন বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করে। যুবরাজ কর্ত্তৃক মবারেকের প্রাণ বিনষ্ট হইলে তাহার পুত্র মসাউদ খাঁ রাজ-নন্দনের এক বিশেষ শত্রু হইয়া উঠিল, কিন্তু মহারাজের পুত্র বলিয়া বাহ্যে ঐ দ্বেষভাব সে প্রকাশ করিতে পারিল না, সুতরাং তাহার মনের দুঃখ মনেই সাতিশয় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। কিরূপে বৈরনির্যাতন করিবে মসাউদ অহর্নিশি এই চিন্তায় অভিভূত থাকে, সাহস করিয়া সে রাজনন্দনের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিতে পারে না, এ কারণ সে, আন্তরিক অনির্ব্বাণ হিংসানল দ্বারা একেবারে জর্জ্জরীভূত হইয়া জন্মেরমত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিল। মজাহিদকে দুঃসাহসী এবং মহাবীর বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তাহার বক্ষঃস্থলে যেন শেল বিদ্ধ হইত, বাহুযুদ্ধের কথা শুনিলে সে লজ্জাতে অধোবদন হইয়া মনে করিত, পিতৃশত্রুকে প্রতিফল দিতে না পারিলে আমার জীবন ধারণ বৃথা। কখনও বা বলিত, মাতঃ পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণা হও, আমি তোমার গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া মনোদুঃখ নিবারণ করি। কিন্তু মসাউদের বুদ্ধিকৌশলে কোন ব্যক্তি তাহার মনের এরূপ ভাব উপলব্ধ করিতে পারে নাই, কারণ সে আন্তরিক দ্বেষভাব লুক্কায়িত করিয়া যথাবিধানে নম্রতাপূর্ব্বক সকলের সহিত কথোপকথনাদি করিত।

যুবরাজ মজাহিদ পূর্ব্বে ঐ মসাউদকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। ও ব্যক্তি যে তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে এমন বিবেচনা এক দিনও তাঁহার মনে হইল না। কিরূপেই বা হইবে, বালককালের সঙ্গীদিগের সহিত তাঁহার নিষ্কপট সরল সৌহার্দ্দ ছিল, সুতরাং তিনি ভৃত্যপুত্রের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ করিলেন না। বরং পিতৃহীন বালক বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা কহেন বাহ্যিক চিহ্নদ্বারা মনুষ্যের মনের ভাব বুঝা যায়, কিন্তু সুচতুর মবারক-তনয়ের পক্ষে সে নিয়ম এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছিল। যেহেতু সে কদাচ কাহারও সাক্ষাতে জনকের অপ-মৃত্যু জন্য ক্রোধ বা মনস্তাপ প্রকাশ করিত না, বরং সদানীং রাজকুমারের সহিত প্রতিদিন এক একবার সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় বিশেষ আত্মীয়তা জানাইত।

মজাহিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্বাধীন রাজাদিগকে সাতিশয় দুঃখ দিতে লাগিলেন। এমনি তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইয়াছিল, যে, মহাবল-পরা-ক্রান্ত ভূপতিরাও ভীত হইয়া তাঁহার সহিত বিবাদে অগ্রসর হইতেন না। দক্ষিণ-দেশাধিপ মহম্মদ-শা আ-পনার তাবৎ সৈন্য যুবরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া-ছিলেন। বিপুল পরাক্রমশালী রাজসুত ঐ সৈন্যদি-গের সহকারে সর্ব্বত্র জয় লাভ করিতেন। মবারকের পুত্র মসাউদ প্রতিদিন রাজতনয়ের গৌরব এবং জয়ের সংবাদ শুনিয়া২ অতীব কাতর হইল, সে কি

করিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অনিবার্য্য হিংসানল দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের তাবৎ সুখ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া উঠিল।

পুত্র অপেক্ষা কন্যারা জনক জননীকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে। পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা এবং সুখ সাধনের নিমিত্ত কন্যা সন্ততি যেমন আগ্রহ প্রকাশ করে, পুত্রেরা বাহ্যে তত প্রকাশ করিতে পারে না। স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সকলে বিশেষ বিদিত আছে যে পুত্র অপেক্ষা দুহিতারাই নিজ জনক জননীদিগের বিপত্তি বা মৃত্যু হেতু অত্যন্ত শোকাকুলা হয়।

মবারকপুত্র মসাউদের এক পরম সুন্দরী ভগ্নী ছিল, বয়সে ষোড়শী, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার পাণি গ্রহণ হয় নাই। ঐ অবলা, যুবরাজ কর্ত্তৃক পিতার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দিবারাত্রি মনোদুঃখে কালযাপন করিত। মজাহিদের নাম শুনিলে তাহার অন্তঃকরণে কত ঘৃণা ও বৈরভাব জন্মিত, তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। অভিমানিনী বালিকা কিরূপে ঐ রাজপুত্রকে প্রতিফল প্রদান করিবে, নিরন্তর মনেং এই চিন্তাই করে, কিন্তু লোকলজ্জা এবং ভয় প্রযুক্ত কাহারও সাক্ষাতে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, নিজ ভ্রাতা মসাউদের ন্যায় দ্বেষভাব গোপন করিয়া সে পূর্ব্বাপেক্ষা রাজপরিবারদিগের সহিত অধিক আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুত্র মজাহিদ তাহাদের বাটীতে গমন করিলে ঐ চতুরা কামিনী এমনি শঠতা করিয়া সস্মিতবদনে তাঁহার সহিত কথোপকথনাদি করিত, যে তিনি এক দিনের

নিমিত্তেও তাহার বিগতানুরাগ বুঝিতে পারেন নাই, বরং তাহার হাব ভাব লাবণ্য এবং মিষ্টালাপে বিমোহিত হইয়া তৎপ্রতি বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যুবতী কামিনীদিগের সস্মিতবদন এবং মধুরবাক্যে যে কখন২ হলাহল উৎপন্ন হয়, অল্পবয়স্ক মহম্মদশার পুত্র তাহা জানিতেন না। যুবরাজ ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া একেবারে ঐ শঠপ্রধানার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সুন্দরীও প্রতিদিন নয়ন-ভঙ্গী এবং মধুরবাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রেমপাশে পরিবদ্ধ করিয়া ফেলিল। রাজকুমার কোনমতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি দক্ষিণ দেশের একাধিপতির পুত্র, আমার মনোহারিণী এই রমণী এক জন সামান্য ভৃত্যের কন্যা। ইহার প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহাকে বিবাহ না করিলে কোন মতেই আমার মনঃস্থির হইবেক না। কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে ভৃত্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব, পিতা মাতা কখনই ইহাতে সম্মত হইবেন না। যদি তাঁহাদের অমতেও এ কর্ম্ম করি তবে লোকনিন্দায় জনসমাজে মুখ তুলিতে পারিব না। অতএব এক্ষণে কি করি। পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধবকে না জানাইয়া উহাকে বিবাহ করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প হইয়াছে।

রাজকুমার মনে২ এই বিবেচনা করিয়া এক দিন নির্জ্জন স্থানে তাহাকে আপনার মনের অভিলাষ জানাইলেন। সুচতুরা কামিনী তাহাতে কোন উত্তর

করিল না, কেবল মৃদু২ হাস্য করিয়া ঐ প্রেমানুরাগী যুবকের মনে সাতিশয় উৎসাহ প্রদান করিল। ধূর্ত্তা মনে২ বিবেচনা করিল, আমরা ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে যে সুযোগের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেছিলাম, বিধি বুঝি সদয় হইয়া এতদ্দিনে তাহার উপায় করিয়া দিলেন। রাজপুত্র আমার প্রতি বিশেষ প্রণয়ভাব প্রদর্শন করিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। আমি যদি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করি, তবে তিনি আমার কেবল মৌখিক প্রেম এবং শঠতা জানিতে পারিবেন। তাহা হইলে আমরা পিতৃহত্যার প্রতিফল দিতে পারিব না। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া সুন্দরী প্রথমতঃ মজাহিদের বিবাহ-প্রস্তাবে সাতিশয় লজ্জিতা হইল, পরে হাস্যামোদ দ্বারা যুবরাজের পাণিগ্রহণে বাহ্যিক সম্মতি প্রকাশ করিল।

অতঃপর বিমুগ্ধচিত্ত যুবরাজ একেবারে ভ্রান্ত হইয়া নিত্য নিত্য মবারিকের বাটীতে গমন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্তা নারীও প্রতিদিন তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়া বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহের কথা কহিলে, সে নানা প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিত, কখন বা চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিত "যুবরাজ! এত উতলা হও কেন? পরিণয়বন্ধে বদ্ধ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে, ইহারই উপর দম্পতিদিগের চিরকাল সুখ অসুখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল নির্ভর করে। তুমি রাজার পুত্র, আমি ভৃত্যের কন্যা, তুমি আমাকে গোপনভাবে বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এ কথা আমার মনে বড় ভাল লাগি-

তেছে না। কি জানি কোন্ দিন বিরক্ত হইয়া বলি-লেও বলিতে পারিবে, যে আমাকে তুমি বিবাহ কর নাই। অতএব আর কিছুকাল বিবেচনা করিতে দাও, পরে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করা যাইবে।” পরন্তু মবারকের কন্যা এমনি কপট সারল্য প্রকাশ করিয়া রাজনন্দনের সমক্ষে আপন মনোগত ভাব জানাইত, যে, নৃপকুমার তাহা সত্যই বোধ করিতেন, ইহাতে যে প্রবঞ্চনা বা শঠতা আছে, একবারও তাঁহার এমন বিবেচনা হইত না।

এদিকে মসাউদ দেখিল যে ভগিনী-কর্ত্তৃক রাজতনয় এক প্রকার আবদ্ধ হইয়াছেন, আর কিয়দ্দিন পরে তাঁ-হাকে অনায়াসেই পিতৃহত্যার প্রতিফল দেওয়া যাইতে পারিবে। অতএব সে প্রফুল্লচিত্তে যদ্দ্বারা মজাহি-দের বিনাশ হয়, তাহারই সদুপায় করিতে লাগিল। সরলস্বভাব নবানুরাগী রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে ভ্রমান্ধ হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, আমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মবারককে প্রাণে নিহত করিয়াছি, ইহা তাহার অপ-ত্যগণ বুঝি অনুভব করিতে পারে নাই। অবশ্যই তাহারা বিবেচনা করিয়া থাকিবে যে দৈবাধীন রাজ-ভৃত্য অপহত হইয়াছে, নতুবা তাহার দুহিতা আমাকে এত স্নেহ করে কেন। এই ভয়ঙ্কর দোষে আমি দোষী আছি এমন বিবেচনা করিলে, মবারকের পরিবারেরা আমার সহিত আলাপ পরিচয়াদি কদাচ করিত না। বরং শত্রুভাব প্রকাশ করিয়া তাহারা আমার অনিষ্ট-সাধনেই বিশেষ যত্ন করিত। যাহা হউক, মসাউদের কপট সদ্ব্যবহারে দ্বারা বাধ্য হইয়া রাজনন্দন তাহার

প্রতি সারল্য এবং সততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একে সে ব্যক্তি তাঁহার বালক-কালের বন্ধু, তাহাতে তাহার ভগিনীর অনুরোধে সে ব্যক্তি রাজনন্দনের সাতিশয় প্রণয়ভাজন হইয়াছে, এই উভয় কারণবশতঃ ক্রমে ক্রমে মসাউদ তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি সমুদায় গোপন কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরমাত্মীয় বন্ধুর ন্যায় সে ব্যক্তিও তাঁহার মনোভীষ্ট সম্পাদনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি যখন যাহা বলিতেন সে তখনই তাহা করিত, প্রণয়ভাজন হইবার নিমিত্ত সে, যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এমন কর্ম্মে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল।

একদিন সায়ংকালে মজাহিদ মসাউদকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার ঐ প্রিয়তম বন্ধু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবরাজ! বহু দিন তুমি অরণ্যমধ্যে মৃগয়া করিতে যাও নাই, কারণ কি, স্বাধীন রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি কি হীনবল হইয়াছ? বাল্যকালে যে ব্যক্তি সিংহ এবং ব্যাঘ্রবধে সাতিশয় আমোদ প্রকাশ করিয়াছেন, যুবকালে তিনি যে তাহাতে বিরাগ প্রকাশ করেন ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! মৃগয়া, ব্যায়াম, এবং অন্যান্য নির্দ্দোষ ক্রীড়া দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, বনপুষ্পের সদ্গন্ধ এবং সুশীতল বায়ুদ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল হয়, এবং কায়িক দুর্ব্বলতাও দূর হয়। অতএব চলুন, কিছু দিনের নিমিত্ত আমরা বনমধ্যে মৃগয়া করিতে যাই।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মনের মত কথা হইয়াছে, অতএব শেখ মবারকের কন্যার জন্য তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ রহিল না, একান্ত চিত্তে অরণ্য-যাত্রায় তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মসাউদ বিবেচনা করিল, এত দিন যে সুযোগের নিমিত্ত আমি কল্পনা করিতেছিলাম, তাহা বুঝি সম্পন্ন হইল। নিবিড় কাননে গমন করিলে আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে, তথায় কোন না কোন উপায়দ্বারা আমি দুর্বৃত্ত রাজনন্দনকে পিতৃহত্যার প্রতিফল দিব। যুবরাজ মসাদের শঠতা বুঝিতে না পারিয়া, প্রফুল্লচিত্তে তাহার সঙ্গে অরণ্য প্রবেশ করিলেন, এবং অস্ত্র ও বাহুবলে তত্রস্থ অনেকানেক ভয়ানক পশুর প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে রাজকুমার গাত্রোত্থান করিয়া অরণ্যস্থিত শিবির-সন্নিধানে দন্তধাবন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কয়েকজন অরণ্যবাসী অসভ্যলোক তৎপার্শ্বে উপনীত হইয়া কহিল, যুবরাজ! এই বনের প্রান্তভাগে একটা বৃহদাকার হস্তী আসিয়াছে, তাহার দৌরাত্ম্যে কেহই আমরা তথায় যাইতে পারি না। উন্মত্ত পশুটা যাহাকে পায় তাহাকেই নষ্ট করে, তদ্দ্বারা কত লোকের যে প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। ঐ স্থানের অদূরবর্ত্তী একটি পথ দিয়া বণিক লোকদিগকে নগরমধ্যে বাণিজ্য করিতে যাইতে হয়, এক্ষণে দুরন্ত হস্তীর ভয়ে কোন পথিকই আর

সেই পথ দিয়া চলে না। ইহাতে বাণিজ্য এবং রাজ-কার্য্যাদির বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি বিপদ্‌কে বিপদ্ জ্ঞান করিতেন না; বিষম দুরবস্থা ঘটিবার ভয়ে বীর্য্যবন্ত লোকেরা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তিনি তাহাতে আহ্লাদপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিতেন। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া যেখানে ঐ ভয়ানক পশুটা অবস্থিতি করিতেছিল অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়া তিনি সত্বর তথায় চলিলেন। গিয়া দেখেন, যে যথার্থ সেটা বন্যহস্তী, কোন কারণ-বশতঃ যূথ হইতে তাড়িত হওয়াতে তাহার এতাদৃশ ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছে।

রাজনন্দন উন্মত্ত করিবরের নিকট পর্য্যন্ত গেলেন. তথায় যাইয়া তাঁহার অনুভব হইল যে যেস্থানে ঐ প্রকাণ্ড জন্তুটা অবস্থিতি করিতেছে, সেস্থান পূর্ব্বে বৃক্ষলতাদি-দ্বারা উত্তমরূপ সুশোভিত ছিল। ক্রোধে সে শাখা পল্লব পত্র প্রভৃতি বৃক্ষপর্য্যন্ত সকলই উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তৎকর্ত্তৃক বৃহৎ২ বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হওয়াতে, এক্ষণে কেবল সেইস্থানে তাহা গুঁড়িসার হইয়া রহিয়াছে। রাজকুমারকে দেখিবা মাত্র দুর্দ্দান্ত গজরাজের কোপের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে ভয়ঙ্কর ভাব প্রদর্শন করত কিয়ৎকাল স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান হইল, এবং শুণ্ডোত্তোলন করত সাতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সে পূর্ব্বে যেরূপ বহুলোকের প্রাণবধ করিয়াছিল, এক্ষণেও সেই-রূপ করিবার আশয়ে দ্রুততর বেগে রাজতনয়কে

আক্রমণ করিতে চলিল। তদ্দর্শনে যুবরাজ প্রথমতঃ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি আকর্ণ-পর্য্যন্ত শরাসনে শর যোজনা করিয়া একেবারে ঐ উন্মত্ত হস্তীর প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। রাজকুমারের অব্যর্থ তীর আগ্নেয় অস্ত্রের ন্যায় করীর কুক্ষিদেশে লাগিয়া পালকশুদ্ধ এবং লৌহময় ফলাটা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। স্রোতের ন্যায় রুধির তাহার ক্ষতস্থানে বহির্গত হইতে লাগিল, যাতনাতে অস্থির হইয়া দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গ ঘোরতর চীৎকার শব্দ করিতেং ভূমিতলে পড়িল, এবং কণকাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আস্ফালন করিয়া একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এক তীরে প্রকাণ্ড শরীরী উন্মত্ত গজরাজ যে শমন-সদনে যাইবে, রাজকুমারের সঙ্গী-লোকদিগের এমন বিবেচনা হয় নাই। তাহারা তাঁহার শর নিক্ষেপের ভয়ঙ্করতা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। মজাহিদের আদেশানুসারে অন্যান্য শিকারীগণ হস্তীর চর্ম্ম খুলিয়া দেখে, যে, তীরের ফলাটা তাহার কুক্ষিদেশ অবধি সমুদায় উদর বিদীর্ণ করিয়া একেবারে হৃদয়-স্থানের রক্তাশয় পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছে। তদ্দর্শনে যুবরাজ, ধনুর্বিদ্যাতে যে আপনার বিশেষ নৈপুণ্য আছে ইহা উপলব্ধ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী লোকেরাও সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর প্রশংসা করিল। ভয়ঙ্কর শত্রুর নিপাতন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সকল তথায় আগমন করিয়া বহু কলরব করিতে লাগিল।

চারি দিকে ভূপালতনয়ের জয়ধ্বনি হওয়াতে মসাউ-দের হিংসার আর ইয়ত্তা রহিল না, সে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইল।

সেই সময়ে তোগলোকবেগ নামে এক জন তাতার-জাতীয় মুসলমান তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। মৃত রাজভৃত্য মবারকের কন্যার সহিত প্রথমে তাহার পরিণয় প্রস্তাব হয়। সে ব্যক্তি ঐ পরম সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু ঐ সুচতুরা কামিনী অন্তরে যদিও তৎপ্রতি অত্যল্পানুরক্ত ছিল, তথাপি নিজ সঙ্কল্প সাধন হেতু বাহ্যে প্রেম-নায়কের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করে নাই, তাহাকে মৌখিক অশ্রদ্ধা করিয়া সে রাজনন্দনের প্রণয়িণী হই-য়াছিল। ভাল বাসা স্ত্রীলোকের ভালবাসা না দে-খিলে, স্বভাবতঃ নায়কের মনে অতীব দুঃখসঞ্চার হয়। সেই স্ত্রী যদি আবার অন্য পুরুষের প্রণয়িনী হইয়া তাহাকে ভাল বাসে, তবে ঐ হতপ্রেমী নায়ক যে কত ক্ষুব্ধ হয় তাহা কেবল সেই জানিতে পারে, অন্য লোকে কোনমতেই তাহা উপলব্ধ করিতে পারে না। এতাদৃশ ঘটনা দ্বারা এ সংসারে যে কত অনি-ষ্টোৎপত্তি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা লেখনে লেখনীর লজ্জা আইসে। ইহাতে বিগতপ্রেমী পুরু-ষেরা নবানুরাগীদিগের বিশেষ শত্রু হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা কখনং পরস্পরের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যাহা হউক তোগলোকবেগ মজাহিদের সহিত প্রাণ-তুল্য নিজ প্রণয়িনীর প্রণয়-সঞ্চার দেখিয়া অতীব

বনে উপস্থিত হইলে সামান্য ভৃত্যেরা তাঁবু ফেলিয়া খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। রাজনন্দন, মহমুদ, এবং মসাউদ তিন জনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বনপুষ্পের সুমধুর গন্ধে সমুদায় অরণ্য আমোদিত হইয়াছিল, তত্রস্থ পক্ষিগণের মনোহর মিষ্টরব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীব সুখ জন্মিল। প্রাকৃতিক অরণ্যসৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে উদারস্বভাব রাজতনয় সঙ্গিগণের সহিত বনের মধ্যভাগ ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গেলেন। এমত সময়ে শূন্যমার্গ মেঘজাল সমাচ্ছন্ন হইল। রাজকুমার অগ্রে কিছুই দেখিতে পান নাই, মনের আনন্দে গমন করিতেছিলেন, পূর্ব্বদিকে হঠাৎ একখান কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে, তিনি একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সূর্য্যাস্ত হইলে প্রদোষ-কাল যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হয়, সমুদয় বন ক্রমে সেইরূপ অন্ধকারে আবৃত হইল, বিশেষতঃ শোঁ শোঁ শব্দে অবনত বৃক্ষসকলের শাখা পল্লব চারিদিকে দোলায়মান হইতে লাগিল।

বারিবর্ষণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বনচর জন্তুগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এক একবার বিদ্যুতের আভা যেমন পরিদৃশ্যমান হয়, অমনি ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের শব্দ হইতে থাকে। ক্রমে চড় চড় শব্দ করিয়া বৃক্ষপত্রে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, পক্ষিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ নীড় আশ্রয় করত শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্পসকল রবিকিরণোত্তাপে বিনষ্ট

হইতেছিল, অচিন্তনীয় মেঘের আড়ম্বর দেখিয়া তাহারা ক্ষণমাত্র আর নিরাবৃত স্থানে তিষ্ঠিতে পারিল না, কেহ বৃক্ষকোটরে, কেহ গর্ত্তে, কেহবা হরিততৃণমধ্যে, যে যাহার নিজ২ স্থানে পলায়নপর হইল। বনমধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর দৈব দুর্যোগ উপস্থিত হওয়াতে, রাজকুমারের সঙ্গী লোকেরা ভীত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল, কি দুর্ব্বিপাক! বনে আসিয়া বুঝি আমাদিগের প্রাণ নষ্ট হইল, শূন্যমার্গের যেরূপ ভাব দেখিতেছি অদ্য ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ স্থানে আশ্রয় লই, কোথায় যাইয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করি। এই চিন্তায় তাহারা সকলে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অল্পকাল বিলম্বে ঘোরতর শব্দ করিয়া এমনি ভয়ঙ্কর ঝটিকা উঠিল, যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ-শাখা-সকল ভাঙ্গিয়া একেবারে ভূমিতে নিপতিত হইল। তদ্দ্বারা পক্ষিগণের নীড় সকল পড়িয়া যাওয়াতে কত শত অণ্ড, পক্ষী এবং তৎশাবকগণ প্রাণে বিনষ্ট হইল, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। তখন পর্য্যন্ত রাজকুমার এবং তাঁহার অনুচরগণ সাশঙ্কচিত্তে আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত শঠপ্রধান মসাউদ তাহাদের পথদর্শক হইয়া, তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিল। সে দুরাত্মা পূর্ব্বেই বনের কোন্২ ভাগ সঙ্কটজনক, কোন্ স্থানে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুরা অবস্থিতি করে, ইহার উত্তমরূপ অনুসন্ধান লইয়াছিল। যেদিকে গেলে অধিক বিপদের সম্ভাবনা আছে, যুবরাজের

বিদ্বেষী বন্ধু তাঁহাকে সেই দিকেই লইয়া যাইতে লাগিল। সরলচিত্ত মজাহিদ তাহার মনের ভাব তো কিছুই জানিতেন না, বন্ধু বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। অতএব আশ্রয় পাইবার আশয়ে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি তাহার সঙ্গে২ চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা একটা অত্যুচ্চ পাহাড়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খলস্বভাব এলাউদ্দ তথায় রাজপুত্রকে কহিল যুবরাজ! এই পর্ব্বতের উপরিভাগ অতি নিরাপদস্থান, কিঞ্চিৎ ক্লেশ সইয়া আমরা যদি ইহার উপরিভাগে আরোহণ করিতে পারি, তবে অনায়াসে আশ্রয় স্থান পাইয়া বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইব। রাজনন্দন এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন। এবং যদিও ঐ পর্ব্বতটা অতি গড়ানিয়া স্থান ছিল, যদিও ইহাতে আরোহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, তথাপি তিনি সাবধান হইয়া অতিকষ্টে তদুপরি উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

পাহাড়ে উঠিবার সময় যুবরাজ অনুষঙ্গিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ! যেরূপ গড়ানিয়া স্থান দেখিতেছি, ঘোটকগুলি ইহাতে উঠা অতীব দুঃসাধ্য কর্ম্ম হইবে, উহারা কোন মতেই ইহাতে আরোহণ করিতে পারিবে না; অতএব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা উচিত। রাজতনয়ের আদেশানুসারে তাহারা সকলেই নিজ নিজ অশ্ব এক একখান প্রস্তরে বন্ধন করিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করণানন্তর শৈলের উপরিভাগে উঠিল। তথায় উপনীত হইলে,

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় একটী গোপনীয় স্থান তাহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে রাজকুমার সহর্ষচিত্ত হইয়া তাহার সন্নিকটে গমন করিয়া দেখেন, যে, তাহা বাস্তবিক প্রকোষ্ঠ নহে, একটা প্রস্তরের ঢিবিমাত্র। কিন্তু তন্নিম্নভাগে অতি গভীর একটা গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্বার বড়ই সঙ্কীর্ণ, দুইজন মানুষ কখনই তন্মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না, উচ্চে দুই হস্তের অধিক নয়, এবং প্রস্থে দেড় হস্ত অপেক্ষাও ন্যূন হইবে। এদিকে ঘোর সঙ্কট, বাহিরে থাকিলে পাছে সমীরণের ভয়ঙ্কর বেগে এবং ঘনঘন বজ্রাঘাতে তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয়, এজন্য যুবরাজ প্রাণপণ যত্ন করিয়া বিশ্বস্তভৃত্য মহম্মুদের সহিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে এমনি অন্ধকার যে প্রবেশ করিয়া কিছুই তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন না, কেবল গোঁ গোঁ গর্জ্জন-শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

যুবরাজের জ্যেষ্ঠ, মজাহিদ ঐ গহ্বরের ভয়ঙ্করতা বিষয়ক নিগূঢ় বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিল, এজন্য সে স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করিল না। দুরাত্মা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজতনয়ের প্রাণ নাশ করিবার আশায় অগ্রে মজাহিদ এবং তদ্ভৃত্যকে তাহার ভিতর প্রবেশিত করিয়া দিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইলে আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া মৌখিক সরলতা প্রকাশ করত এই কথা বলিতে লাগিল, "রাজনন্দন! আপনি আমাদিগের ভূস্বামির পুত্র, আপনকার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, আপনকার অমঙ্গলে

আমাদিগের অমঙ্গল, আপনকার প্রাণ রক্ষা হইলে সর্ব্বার যত উপকার হইবে, আমাদিগের ন্যায় শত শত ব্যক্তির জীবন রক্ষণে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হইবে না। অতএব আপনি যে এই দারুণ বিপত্তিতে আশ্রয়-স্থান পাইলেন, এই আমার পরম লাভ। আপনারা দুই জন এই সঙ্কীর্ণ গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি যদি ইহাতে প্রবেশ করি, তবে আর তিলমাত্র স্থান থাকিবে না। আপনি সুখী পুরুষ, ঐশ্বর্য্যে ... কম্পাক্ত শরীর হইয়া বড় দুঃখ পাইবেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই, আমি প্রস্তরটির নিকটে দাঁড়াইয়া থাকি, মহাশয়! স্বচ্ছন্দে গহ্বরমধ্যে অবস্থান করুন। প্রস্তর-স্তম্ভের অধোভাগে বসিলে আমাকে বড় বৃষ্টি কিছুই লাগিবে না।" এইরূপ প্রকারে, ভাই নসাউদ্দিন রাজকুমারকে বিষম সঙ্কটে দেখিয়া, তাঁর প্রাণ রক্ষাহেতু যত্ন করিতে লাগিল।

রাজকুমার এবং মহমুদ দুইজনে পাহাড়-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঝড় এবং বৃষ্টির সবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কররূপে পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে শত শতবার বজ্রাঘাত, আর শত শতবার বিদ্যুতের আভা হওয়াতে মেঘাচ্ছন্ন শূন্যমার্গের তিমির যেন দূরীভূত হইতে লাগিল। তাহা দর্শন করিলে দৃষ্টি রোধ হয়, এবং শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়া পড়ে। বৃষ্টির প্রাবল্যের কথা কি বলিব, পর্ব্বতের উপরিভাগে এত বৃষ্টি বর্ষণ হইয়াছিল যে তাহা নদী-স্রোতের ন্যায় কল কল শব্দ করিয়া পাহাড়ের নিম্নভাগে পড়িল। ভয়ঙ্কর

ঝটিকার গোঁ গোঁ শব্দে এবং নিপতিত বৃষ্টির কল কল ধ্বনিতে এমনি আশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর ভাব উপস্থিত হইল, যে তাহাতে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুদিগের ত্রাসের আর পরিসীমা রহিল না। বিশেষ, গিরির সন্নিহিত পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল, দারুণ ঝড়ের প্রভাবে ঐ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া হুড় মুড় শব্দে ভূমিতে পড়িয়াগেল। ইহাতে তৎ-কোটরস্থিত সর্পগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতা-শ্রয় করত ঐ গহ্বরে লুক্কাইতে গেল। রাজপুত্রের শরী-রে তাহাদের শরীর সংস্রব হইল, তথাপি তাহারা তাঁহার কিছু হিংসা করিল না। অধিক কি! মানব-জাতির পরম শত্রু গোখুরা সাপও ফণা নিম্ন করিয়া যুবরাজের পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল, মনুষ্যের সহিত ভুজঙ্গজাতির এত যে নাশ্যনাশক সম্বন্ধ তথাপি একবার ফোঁশও করিল না।

পরমেশ্বর স্বসৃষ্ট জীবদিগের নিরন্তর রক্ষণ করি-য়া থাকেন, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তি শ্রদ্ধা রাখিলে বিপত্তি দ্বারা তদাশ্রিত লোকদের কখনই সর্ব্বনাশ হয় না। বিশেষ, নির্দ্দোষি অকপট এবং সরল লোকদিগের উপরে ছায়ারূপে তাঁহার হস্ত সতত বিদ্য-মান থাকে, হঠাৎ কোন বিপদে তাহাদিগকে অবসন্ন করিতে পারে না। তিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইয়া সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ মানবদিগকে বিপদের অগ্রে সাব-ধান করেন। ইহাতেও যদি তাহারা অন্ধ হইয়া নিবৃত্তির আজ্ঞা লঙ্ঘন করত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হয়, বা বিপদর্ণবে পড়ে, তবে তাঁহার দোষ কি, মনুষ্যের

কর্ম্মদোষই সকল দুঃখের মূল কারণ। যাহা হউক পরমেশ্বরের প্রসাদে সে যাত্রা মজাহিদ ভয়ঙ্কর কাল-সর্পের করাল কবল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর দুই ঘণ্টার পরে সৌদামিনীর প্রখর প্রভা ক্রমে২ স্থানন্তর হইতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রতি-নিমিষে বজ্রাঘাতের শব্দ যেরূপ উপর্য্যুপরি হইতে ছিল এখন আর সেরূপ হইল না, এক এক দণ্ডে এক একবারমাত্র শুনা যাইতে লাগিল। নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য-দেবের কিরণ অল্প২ পরিদৃশ্যমান হইল। দিনকর-করপ্রভাবেই যেন শূন্যমার্গে পয়োধর সকল আর তিষ্ঠিতে পারিল না, উহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইলে, আকাশমণ্ডল প্রাকৃতিক নীলবর্ণে পরিভূষিত হইল। ঝটিকা স্থগিত হইল। তরুগণ অল্প২ সূর্য্যরশ্মিতে সতেজ হইয়া, ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, ঠিক যেন এমনি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বনচর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গগণ পুলকিত হইয়া যে যাহার নিজ নিজ আহ্লাদ সূচক শব্দ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে পর্ব্বত-গহ্বর যেরূপ ঘোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, এখন আর সেরূপ রহিল না, উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু সকল অল্প২ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

অচিন্তনীয় মহাবিপদ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল, এই বিবেচনা করিয়া যুবরাজ এবং তাঁহার ভৃত্য করযোড় পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিতেছেন, এমত সময়ে গহ্বরের শেষভাগে সমর-প্রবৃত্ত বিড়াল শব্দের ন্যায় এক প্রকার অব্যক্ত নীরস শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। ইহাতে যুবরাজ সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত

হইয়া সবিশেষ অবগত হইবার আশয়ে আস্তে আস্তে গহ্বরের শেষভাগ পর্য্যন্ত গেলেন। তথায় যাইবামাত্র কুক্কুরের ন্যায় দুইটা জন্তু তাঁহার পদদেশ জড়াইয়া ধরিল। অমনি তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া একটা জন্তুর গলদেশ ধারণ করত পর্ব্বত-গহ্বরের দ্বারদেশে আনয়ন করিলেন। আলোকে নিরীক্ষণ করিবার পর তাঁহাদের উপলব্ধি হইল যে উহা কুক্কুর নহে, প্রকৃত সিংহশাবক। তৎক্ষণে তাঁহারা মনেং বিবেচনা করিলেন, অরণ্যবাসী পশুরাজ এই নির্জ্জন গহ্বরে বৎসদিগকে রাখিয়া কোন নিবিড়ারণ্যে শীকার অন্বেষণার্থ গিয়াছে। ঝড়ের নিমিত্ত এতক্ষণ আসিতে পারে নাই, এক্ষণে ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত এবং বৃষ্টি নিবারণ হইয়াছে, অনতিবিলম্বেই সিংহ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ঘোর বিপদে ফেলিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মহমুদ রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজতনয়! পর্ব্বতগহ্বর পরিত্যাগ করিয়া এইবেলা আমাদিগের স্থানান্তরে গমন করা উচিত, নতুবা প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইবে। ঝড়ের শান্তি হইয়াছে, সিংহ ও সিংহী শাবকদিগের উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অবশ্যই দৌড়া দৌড়ি আসিতেছে, তাহারা এখানে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলে আমরা কোনমতেই পলায়ন করিতে পারিব না।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মজাহিদ বিনয়বচনে কহিলেন, বন্ধো মহমুদ! তুমি এত ভয় করিতেছ কেন? সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার

প্রতীক্ষায় আমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছি, শীকার করা যদি আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য হয়, তবে এখন নিঃশঙ্ক হওয়াই বিধেয়, নতুবা কাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইবে, এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ জন্য লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতগহ্বরে থাকিয়া আমরা কোনমতেই দুরন্ত পশুরাজকে পরাভব করিতে পারিব না। ভয়ানক শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, এক সুবিস্তীর্ণ নিরাবৃত স্থান পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, নচেৎ অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চালনের পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিবে। অতএব এক্ষণে এই পর্ব্বতগহ্বর পরিত্যাগ করা উচিত বোধ হইতেছে। কিন্তু কোন আশ্রয় স্থান পাইবার পূর্ব্বে সিংহ আসিয়া যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হইবে, এই জন্য তোমার পরামর্শ যে গ্রাহ্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অবিবেচনায় প্রাণ হারান বড়ই দুঃখের বিষয়।

মহম্মদ এবং মজাহিদ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে মসাউদ প্রস্তর স্তম্ভের ভিতর হইতে নির্গত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, রাজনন্দন! আজ্ঞা করেন তো আমি ঐ সন্নিহিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষোপরি আরোহণ করি, উহার উপরিভাগে উঠিলে আমি পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপে দেখিতে পাইব। যদি বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা দেখি, যদি কোন দুরন্ত শত্রু প্রাণবধ-কল্পনায় পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব দিয়া আইসে, এবং যে সিংহের বিষয়ে আপনি এত কথোপকথন করিতেছেন, সে যদি পর্ব্বতাভিমুখে

আগমন করে, তবে আমি প্রথমে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আপনাকে সঙ্কেত দ্বারা সাবধান করিতে পারিব। আমার সঙ্কেত পাইলে আপনি সত্বর হইয়া কোন উন্নত শিখরে আরোহণ করিবেন, আর তদুপরি হইতে বারিবর্ষণের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলে দুরন্ত শক্র প্রাণে নিহত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শর-সন্ধানে আপনি সাতিশয় নিপুণ, আপনকার শর-ক্ষেপে যখন কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ জন্তুও বিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন প্রকাণ্ড পশু সিংহ বা সিংহী যে বিদ্ধ হইবে ইহাতে আর সংশয় কি?

রাজনন্দনের প্রতারক বন্ধুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পাঠানজাতীয় মহমুদ উত্তর করিল, নসাউদ! তুমি ভাল কথা কহিতেছ না, বিপত্তিকালে স্বয়ং সচ্ছন্দে থাকিয়া বন্ধুকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ করা কিছু ভদ্রের কর্ম্ম নয়। আইস আমরা সকলে একেবারে নিরাবৃত মাঠে উপনীত হইয়া সমরে প্রস্তুত হই। ভয়ঙ্কর শক্র সিংহ এবং সিংহী যদি নিতান্তই তথায় আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে তিন জনে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও পাইতে পারিব। পরম্পরায় শ্রুত আছি, এবং সকলেই প্রায় জানে, সিংহ জাতি যে স্থানে আপন আপন শাবকদিগকে রাখিয়া স্থানান্তরে যায়, যদি দৈবাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া সে স্থান আক্রমণ করে, তবে তাহাদের ক্রোধের আর ইয়ত্তা থাকে না। তাহারা প্রাণপণে আক্রমণকারীর নিধন করিবার চেষ্টা করে।

বীরবর মজাহিদ অতীব দুঃসাহসী এবং পরাক্রান্ত পুরুষ, বিশ্বস্তভৃত্য অস্ত্রবাহক, মসাউদকে সম্বোধন করিয়া এই সকল কথা কহিলে, তিনি ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন মহমুদ! বিপত্তি একপ্রকার আনন্দের অনুচর, দুঃসাধ্য সাধনে যত হর্ষোৎপত্তি হয়, এত সুখ আর কিছুতেই হয় না। এই গহ্বরের নিকটে থাকিলে যদি শত্রু ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বরং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতে হইলে, আমরা বিপুল আহ্লাদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। এক্ষণে মিথ্যা বাগাড়ম্বরের আর প্রয়োজন নাই, যাহাতে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা যাইতে পারে, পর্ব্বত-গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া এমন উপায় অন্বেষণ কর। ঝটিকা এবং বৃষ্টির সময়ে রাজতনয় এবং তদনুচর মহমুদ আপনাদিগের ধনুঃ শর সকল পর্ব্বতগহ্বরের মেঝিয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়া আপনারা এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইত্যবকাশে তত্রস্থ সিংহ-শাবকগণ ঐ সকল শর লইয়া ক্রীড়া করিতেং তীরের সমুদায় খাগড়া গুলাই প্রায় ভগ্ন করিয়াছিল, কেবল দুইটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। নৃপনন্দনের আজ্ঞাক্রমে পাঠানভৃত্য ঐ সকল ভগ্ন শর আনয়ন করিলে, মজাহিদ তদ্দর্শনে অতীব ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। অস্ত্রবল নাই, শত্রু আগতপ্রায় হইয়াছে। পরামর্শ করিয়া তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এইবেলা পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পলায়ন করাই বিধেয়, বিলম্ব করা হইবে না, সত্বর হইয়া প্রস্থান না করিলে দুর্দান্ত

পশুরাজ আমাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া প্রাণে নিহত করিবে। অদ্য এইরূপ করিয়া যাওয়া যাউক, কল্য অধিক শর সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার এস্থানে প্রত্যাগমন করিব।

নৃপনন্দন এবং তদনুগত ভৃত্য যৎকালে পরস্পর পলায়ন বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করেন, তৎকালে তাঁহার প্রেরক বন্ধু মসাউদ পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে পর্ব্বতের সন্নিহিত বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ইত্যবসরে রাজনন্দন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য কোন কথা আর উত্থাপন করিলেন না, বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহক মহমুদকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। এমত সময়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহ গোপনভাবে পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব দিয়া তাঁহার আশ্রয়স্থান মজারের নিকটে উপনীত হইল।

মজাহিদ তদবলোকনে একেবারে বিস্ময়চিত্ত হইয়া হায় হায় শব্দ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন, কি অশুভ ক্ষণেই অদ্য আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, এবার বুঝি প্রাণ হারাইতে হইল। পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই, সমরে প্রবৃত্ত হইলে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। শত্রু আমাদিগকে হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ করিল। যাহা হউক এমন ভয়ঙ্কর বিপত্তি বলিয়া অবসন্ন হওয়া অনুচিত। নিদারুণ দুঃসময় উপস্থিত হইলে প্রাণ রক্ষা হেতু মনুষ্যের যাহা করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমরা তাহাই বিধান করিব। সিংহ সমুচিত দণ্ড না পাইয়া অনায়াসে যে আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিবে, তাহা তো

এখনই হইবে না। আমরা যে বলপূর্ব্বক তাহার আশ্রয় স্থান পর্ব্বতগহ্বর অধিকার করিয়াছি, তাহা সে উত্তমরূপে জানিতে পারে এমন কোন সঙ্কেত করা প্রথমতঃ উচিত বোধ হইতেছে।

এই স্থির করিয়া যুবরাজ সিংহকে লক্ষ্য করত তীর শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। তাঁহার অব্যর্থ তীর একবারে বেগ পূর্ব্বক গিয়া উক্ত পশুর স্কন্ধদেশে লাগিল। ইহাতে তাহার লোহময় ফলাটি সিংহের চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হওয়াতে তাহার অঙ্গ হইতে শোণিতস্রোত নির্গত হইল। আহত পশুবর একবারে অস্থির হইয়া প্রথমতঃ লাঙ্গুল আস্ফালন করত দন্তদ্বারা ঐ তীরটাকে স্বশরীর হইতে নির্গত করিল। পরে যাতনায় এমনি ঘোরতর আর্ত্তনাদ ও চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক সে গর্জ্জন করিতে লাগিল, যে, উক্ত রাজনন্দন এবং অনুচর সমূহ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পর্ব্বতও সিংহরবের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সিংহ রাজকুমারকে দেখে নাই, কিন্তু ঐ রাজকুমার আহত কেশরীকে সক্রোধে সম্মুখাগত হইতে দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন। প্রাণরক্ষার জন্য কি করিবেন ভাবিয়া তাহার কোন উপায় প্রথমে উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। নানা চিন্তা করণানন্তর তিনি ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে পর্ব্বতগহ্বরের পার্শ্বে একাংশে একখান প্রস্তর দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি ঐ প্রস্তরখান পর্ব্বতগহ্বরের দ্বারদেশে প্রদান করত ভয়ানক মৃগেন্দ্রবরের গতায়াতের

করিলেন। সিংহ স্বীয় আশ্রয় স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে প্রস্তর দ্বারা উহার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, অতএব কিয়ৎকাল আর কিছুই করিল না, সে নিঃশব্দে তাহার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে পর্ব্বতগহ্বরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে ক্রোধে তাহার শরীর যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। পরে ঘোরতর-তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সে নখর দ্বারা ঐ প্রস্তরখণ্ডকে উল্টাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার দশ পাঁচ হাত পিছাইয়া যায়, আরবার দৌড়াইয়া বলপূর্ব্বক ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত করে, ইহাতে ঐ প্রকাণ্ড ভারি প্রস্তরখান টলটলায়মান হইতে লাগিল। নৃপতনয় তদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া সিংহজাতির যে অসীম বল বুদ্ধি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। আর দুরন্ত পশু ভিতরে আসিতে না পারে, এজন্য আপন পৃষ্ঠদেশ ঐ প্রস্তরের উপর দিয়া যথাসাধ্য তাহা চাপিয়া ধরিলেন।

বন-বিহারী মৃগেন্দ্র, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন প্রকারে নিজ-নিকেতনের পথ করিতে পারিল না। শাবক-দিগের নিমিত্ত তাহার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুলিত হইল। কিজন্য এরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে, ইহা অবগত হইবার কারণ সে সম্মুখ-পদদ্বয় প্রস্তরখণ্ডের উপরে রাখিয়া পশ্চাৎ-পদে নির্ভর করত দণ্ডায়মান হইল। রাজ-কুমারের স্থাপিত প্রস্তরখান সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বত-গহ্বরের দ্বারদেশ আবদ্ধ করে নাই, উপরে অল্প অল্প ছিদ্র

থাকাতে তন্মধ্যস্থ বস্তু-সকল কথঞ্চিৎ দেখা যাইতে-ছিল। সিংহ ঐ ছিদ্রে নাসিকা প্রবেশ করাইয়া শাবকগণ জীবিত আছে কি না তাহার আঘ্রাণ লইতে লাগিল। মনুষ্যগন্ধ পাইয়া তাহার ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তাহার ভয়ানক আর্তনাদ এবং চীৎকার শব্দ গগনস্পর্শ করিল। শাবকগণ, আক্রমণ-কারীদিগের দ্বারা প্রাণে নিহত হইয়াছে, এই স্থির করিয়া সিংহ কত যে শোক-সূচক শব্দ করিতে লাগিল তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। শাবকদিগকে দেখিবার নিমিত্ত একবার সে অঙ্গ আস্ফালন করিয়া প্রতিবন্ধক প্রস্তরে আঘাত করে, একবার ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকে, কিন্তু ছিদ্রটিকে বড় করিতে পারিল না, রাজকুমার তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

অতঃপর রাজপুত্র নিজ ভৃত্য মহমুদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহম্মদ! সিংহ ক্রোধপরবশ হইয়া দ্বারদেশে স্থাপিত প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, ক্রোধ এবং শ্রান্তিযুক্ত হওয়াতে উহার মুখ হইতে ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে, লোলায়িত জিহ্বা নির্গত করিয়া সে আপনার ঠোঁট আপনি চাটিতেছে। এই সুযোগে তুমি ধনুঃশর হস্তে লইয়া ছিদ্রপথদ্বারা উত্তমরূপ লক্ষ্য করত উহার চক্ষু বিদ্ধ কর, তাহা হইলে শরের ফলাটি উহার মস্তিষ্কে গিয়া লাগিবে, সুতরাং সে ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিবে না, মর্ম্ম-বেদনায় কাতর হইয়া সিংহ

একেবারে পঞ্চত্ব পাইবে, আমরাও ভয়ানক শত্রুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব।

প্রভুর আজ্ঞায় মহম্মুদ ধনুঃশর হস্তে লইয়া শরাসনে শর সন্ধান করিল। অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য এবং উৎকণ্ঠাহেতু তাহার হস্তদ্বয় কম্পমান হইতে লাগিল। সিংহ ছিদ্রদ্বারা তাহা অবলোকন করিয়া ক্রোধ-দৃষ্টিতে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ঐ ছিদ্রটা কিছু প্রশস্ত ছিল বলিয়া তাহার শর নিক্ষেপ বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। অতএব ভৃত্য আকর্ণ-পর্য্যন্ত ধনুকের রজ্জু টানিয়া মৃগেন্দ্রবদনের নেত্রোদ্দেশে শর নিক্ষেপ করিল। তৎকালে ঐ ভয়ঙ্কর পশু মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, এজন্য তীরটা আসিয়া তাহার নেত্রদ্বয়ে লাগিল না বটে, কিন্তু তাহার বহির্গত জিহ্বাতে লাগিয়া তাহার কোমল রসনার মধ্যভাগকে একেবারে বিদ্ধ করিল। পশুরাজ নিদারুণ যাতনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করত লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। একবার ভূমিতলে পড়িয়া এপাশ ওপাশ করে, একবার গাত্রোত্তোলন করিয়া শরটাকে টিবাইতে থাকে; একবার দৌড়া দৌড়ি পর্ব্বতের চারি দিক পরিবেষ্টন করে, একবার রাগভরে তর্জ্জন করিয়া পঞ্জরের দ্বারদেশে উপনীত হয়। এইরূপ করিতে করিতে খাগড়া নির্ম্মিত তীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ ফলাটা জিহ্বার মধ্যস্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কত রক্ত নির্গত হইল তাহার অনুভব করাই দুষ্কর। ফেন সকল রক্তমিশ্রিত

হইয়া গহ্বরের দ্বারদেশে টশ্ টশ্ করিয়া পড়াতে সে স্থানটা একেবারে শোণিতাক্ত হইল। জনক জননীর অন্তঃকরণে সন্তানের প্রতি পরমেশ্বর এমনি প্রাকৃতিক স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের দুঃখে পিতা মাতার অতীব দুঃখ বোধ হয়। এত যে আত্মবেদনা, তথাপি শাবকদিগের বিপত্তি হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া সিংহ এমনি শোক-সূচক শব্দ করিতে লাগিল, যে, তচ্ছ্রবণে রাজনন্দন বড়ই দুঃখিত হইলেন

চতুর্থ অধ্যায়।

রসাউডারের পলায়ন, শিকার করিবার জন্য [illegible] এবং মহম্মদের নানা কৌশল, সিংহ-শাবকদিগের বধ, সিংহীর আগমন ও [illegible], [illegible] প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মহম্মদ [illegible] [illegible], ঐ বনমধ্যস্থের পলায়ন, [illegible] সিংহের সহিত রাজকুমারের যুদ্ধ এবং তাঁহাকর্তৃক সিংহের প্রাণ বিনাশ, সিংহীর আক্রমণে রাজকুমারের শরীর ক্ষত হওন, মহম্মদ কর্তৃক সিংহীর প্রাণ বিনাশ। রাজকুমারের বিষম পীড়া। মহম্মদের সাহায্যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন, বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের ঔষধে তাঁহার রোগ শান্তি।

রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুর অবস্থা ক্রমে সাতিশয় সঙ্কটজনক হইল। দুরন্ত পশুরাজ পর্ব্বত গহ্বরের

দ্বারে বসিয়া ছিল, কোনমতে বাহির হইবার উপায় নাই। ইহাতে রাজকুমার মনেং বিবেচনা করিলেন, যা হবার তাই হবে, গহ্বরের দ্বার উন্মোচন করিয়া কিয়ৎকাল সিংহটার সহিত যুদ্ধ করা যাউক। ভয় কি, দুরন্ত পশুরাজ হঠাৎ আমাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। আমাদের দুই জনেরই হস্তে এক একখানি তরবারি আছে, এক জনকে আক্রমণ করিলে আর এক জন হয় তো উহাকে নষ্ট করিলেও করিতে পারে, কি জানি, পলাইলেও এক জনের প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। পর্ব্বত গহ্বরে থাকিয়া তবে দুই জনে কেন মরি। মহাবীর এইরূপ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কপটী মসাউদ যুবরাজকে ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল। দুরাত্মা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সিংহ ঘোরতর আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে সত্বর সেই বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। পর্ব্বতের অধোভাগের এক পার্শ্বে ঐ পাপাত্মার ঘোটক বান্ধা ছিল, একণে সে বৃক্ষ হইতে অবরূঢ় হইয়া আর কোথাও গেল না, একেবারেই ঐ অশ্বের নিকট উপনীত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহার উপরে আরোহণ করিল, আর বারম্বার উপর্য্যুপরি তাহাকে কশাঘাত করিয়া একেবারে ঐ পর্ব্বত হইতে বহুদূর চলিয়া গেল। যাইতেং, রাজপুত্র এবং তদীয় মহম্মদ সিংহের গহ্বরে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাহার আহ্লাদের আর ইয়ত্তা

রহিল না। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল দুর্ব্বৃত্ত পিতৃহন্তা বাহুবলদ্বারা পূর্ব্বে অনেক বিপদ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু এবার বাছাকে সিংহের নখরে অবশ্যই মরিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, দুরাত্মা গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া লুক্কায়িত হইল কেন! এখন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক না। ভাল হইয়াছে, পাপিষ্ঠ কত দিন ভিতরে থাকিবে, বাহির না হইলে তাহাকে অনাহারে অবশ্যই মরিতে হইবে, এবং বাহির হইলেই পশুরাজ তাহাকে একেবারে গ্রাস করিবে। প্রতিহিংসার বশীভূত হইয়া কণ্টকাঙ্গীয় মজাহিদ যুবরাজের ঘোরতর সঙ্কট সময়েও এইরূপ উল্লাসিত হইয়া নানাবিধ অশুভ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে মজাহিদ গহ্বরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য মেমুদ তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কহিল প্রভো! স্থির হউন, আমি বাটী হইতে আসিবার সময় গাছ-পাকা রেসমি রসি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ঐ রসিতে ফাঁসি লাগাইয়া সিংহের মস্তকে যে সময় দিবে অমনি উহা তাহার মস্তকে জড়িয়া ধরিবে, তাহাতে সিংহ কুপিত হইয়া আর্ত্তনাদ ও অঙ্গাস্ফালন করিবে, আর সে রসি গাছটাকেও নাড়া চাড়া দিবে। আমি এদিকে টানিয়া ধরিব, সিংহ আমার হস্তস্থিত রসিগাছটা যত টানিবে ততই তাহার গলায় ফাঁসি লাগিবে। ক্রমে শ্বাসাবরোধ হইয়া তাহাকে শমন-সদনে গমন করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। আমি এমন করিয়া কত পশুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ বলিলেন, বন্ধো অশ্ববাহক! চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে সিংহ পশুরাজ বলিয়া বিখ্যাত, বল বিক্রম বিষয়ে তাহার তুল্য কোন পশুই নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ পরাক্রান্ত পশুকে কপট ছল করিয়া মারা কি বীর পুরুষের কর্ম্ম। তোমার ফাঁকি জুকি তোমাতেই থাকুক, আমি রাজপুত্র হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুরাজকে এরূপে নিহত করিতে পারিব না। ইহা নিতান্ত বীর্য্যহীন এবং নীচ লোকের কর্ম্ম। বোধ হয়, ধূর্ত্ত শৃগালেরা এইরূপ প্রতারণা করিয়া আপনাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশুদিগের প্রাণ বধ করে। বিশেষ তুমি যে কৌশলের কথা কহিতেছ, তাহাতেই বিপদ নিবারণ হইবে এমন নিশ্চয় কি। রেশম নির্ম্মিত রজ্জু গাছটা সিংহের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে, যে একেবারে তাহার গলায় ফাঁসি লাগিবে, ইহা তোমার কিসে বোধ হইল।

মহমুদ বলিল, যুবরাজ! আপনি রাজার সন্তান, এজন্য পশুরাজের প্রতি আপনকার এতাদৃশ ভাব হইয়াছে। আমি একজন সামান্য ভৃত্য বইতো নহি, আমি যদি ফাঁকি জুকি দ্বারা কোন প্রকারে সিংহের প্রাণ বধ করিতে পারি, তবে আপনকার ক্ষতি কি। আপনি অনুমতি করুন। বিড়াল যেরূপ অক্লেশে ইন্দুরকে নষ্ট করে, পট্টরজ্জু দ্বারা সিংহকে আমি সেইরূপ নষ্ট করিব।

চাতুর্য্য দ্বারা অরণ্যাধিপতি সিংহের প্রাণ নষ্ট

করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইতে হইবে, এই ভয়ে মজাহিদ প্রথমতঃ অস্ত্রবাহকের কথা বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু সে বারম্বার তাঁহাকে নানা-প্রকারে বুঝাইলে পর, তিনি অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া মহম্মদকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে কহিলেন। মহম্মদ প্রভুর অনুমত্যনুসারে পর্ব্বতগহ্বরের প্রস্তর ...লি অল্প উদ্‌ঘাটন করত পাট রজ্জুর ফাঁস সিংহের ...ক নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রজ্জু ...টা ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, সিংহের মস্তিভাগে তাহা লাগিল না ভূমিতে পতিত হ...। অস্ত্রবাহক ইহাতে সাশঙ্কচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার ... কৌশল সাধন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে-...। এমত সময়ে পশুরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোরতর ...নাদ করত দন্তদ্বারা ঐ রজ্জু গাছটা ধরিল, ...বলপূর্ব্বক এক টান মারিয়া মহম্মুদের হস্ত হইতে ...কাড়িয়া লইল। ফাঁকি ঝুঁকি সকল নিষ্ফল ...য়, মহম্মদ এক দৃষ্টে সিংহের প্রতি কেবল নিরীক্ষণ ...তে লাগিল।

...বাদ মজাহিদ তাহা অবলোকন করিয়া ভৃত্য-...কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেমন বৎস! আমি ...যে বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কিনা, তোমার ...ল কৌশল সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতিরেকে আর আমা-দের গত্যন্তর নাই, নতুবা অনাহারে পর্ব্বতগহ্বরে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। সিংহের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তুমি এত ভাবিত হইতেছ কেন? দুইজনে

অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সে কি আমাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধে পরাভব করিতে পারিবে? বোধ হয় কোন মতেই পারিবে না।

মহমুদ বলিল, যুবরাজ! পর্ব্বতগহ্বরটা একে সাতিশয় গভীর দেখিতেছি, তাহাতে ইহা ঘোরতর অন্ধকারময় স্থান, এমন স্থানে সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যে জয়ী হইব ইহা আপনি মনেও করিবেন না। পশুরাজ যেমন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া এতাদৃশ গহ্বরে যুদ্ধ করিতে পারিবে, আমরা তেমন কখনই পারিব না, অতএব ইহাতে সিংহের পক্ষে জয় লাভের সম্ভাবনা অনেক হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, পর্ব্বতগহ্বরে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি এত আশঙ্কা বোধ হয়, তবে বাহির হইয়া নিজ২ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যাউক পরে যা হবার তাই হবে।

মহমুদ বলিল, নৃপনন্দন! বাহির হওয়া সর্ব্বতোভাবে ভাল, তাহা কিন্তু নিষ্পাদন করা তো বড় একটা সামান্য ব্যাপার নহে, নির্গম দ্বারের পথ দিয়া মস্তক নির্গত করিলেই সিংহ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বন্ধো! সত্য কহিতেছি ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুর নখর হইতে প্রাণ পাওয়া সুকঠিন হইবে।

এইরূপে দুইজনে কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে রাজভৃত্য শস্ত্রবাহক প্রস্তাব করিল, বন্ধো রাজতনয়! আমাদিগের পলায়নের কেবল এই একটি উপায় আছে, এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায়ান্তর

নাই। সিংহের শাবক গুলীন এই গহ্বরের এক কোণে অবস্থিতি করিতেছে, শ্বাসাবরোধ করিয়া উহাদের প্রাণ বধ করা যাউক। ঐ মৃত বৎস গহ্বরের দ্বার দেশে সিংহের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে, বোধ হয় সিংহ তাহাকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বৎসদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। আমি শুনিয়াছি, সিংহজাতির অপত্য স্নেহ বড়ই প্রবল, তাহারা শিকারী লোকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথমতঃ প্রাণপণে নিজ নিজ শাবককে স্থানান্তর করিবার যত্ন পায়। শ্বাসাবরোধ করিয়া বৎসদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে, বোধ হয় মৃত সন্তান বলিয়া সিংহ জানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদিগকে স্থানান্তর করণে ব্যস্ত হইবে, আমরা এই সুযোগে পলায়ন করিতে পারিব।

বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের এই কথা শুনিয়া মজাহিদ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতা মাতার সহিত শত্রুতা আছে বলিয়া তাহার সন্তান সন্ততিকে নষ্ট করা কিছু ভদ্রের কর্ম্ম নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, ধর্ম্মনীতির তাবৎ নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষা করাযায় না। সিংহশাবকদিগের প্রাণ বধ করিলে যদি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তবে তাহা নিষ্পাদন করা বিহিত বোধ হইতেছে; এই স্থির করিয়া তিনি মহমুদের প্রস্তাবে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর্ব্বত গহ্বরে রজ্জু কোথায় পাইবে, মহমুদ নিজ মস্তক স্থিত পাগড়িটা খুলিয়া তদ্দ্বারা এক গাছ রসি প্রস্তুত করিল। প্রাণ-বধ জন্য এত যে কল্পনা হইতেছে সিংহশাবকগণ তাহার কিছুই জানে না, তাহারা

অকাতরে পর্ব্বত-গহ্বরের এক কোণে শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পরম্পরা সিদ্ধান্ত আছে, জনক জননীর বল-বীর্য্য প্রায় সন্তানের উপরে বর্ত্তে, বৎসগণ জাগ্রৎ থাকিলে মহমুদের এই কল্পনা সহসা সিদ্ধ হইত কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। যাহাহউক রাজভৃত্য বস্ত্রনির্ম্মিত ঐ রসির মধ্যে ফাঁস্ লাগাইয়া একে একে শিশু শাবকদিগের গলদেশে প্রদান করিল, পরে বলপূর্ব্বক আপনি এক দিক এবং যুবরাজ অন্য দিক ধরিয়া এমনি তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে ক্ষণমাত্রে শাবকদ্বয়ের শ্বাসাবরোধ হইয়া পঞ্চ প্রাপ্তি হইল।

এইরূপে যুবরাজ দুর্দান্ত মৃগেন্দ্রবরের শাবকদিগকে প্রাণে নিহত করিয়া গহ্বরের নির্গমপথের ছিদ্র দ্বারা তজ্জনকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তানদিগকে দেখিয়া সিংহের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সে সত্বর প্রস্তরখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপ্রকাশক শব্দ করিয়া তাহাদের মস্তক এবং শরীরের কোন কোন ভাগ চাটিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ স্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেও শাবকগণ নড়িল চড়িল না, ইহা দেখিয়া পশু-রাজ পদদ্বারা কোমল ভাবে তাহাদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য না হওয়াতে, সিংহ নিজ কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৎসগণ যে জীবিত নাই, ইহা তাহার স্থির অনুভব হইল। অতএব শোকে সে শূন্যমার্গের প্রতি মস্তক

নাসিকা উন্নত করিয়া এমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল যে তচ্ছ্রবণে রাজকুমারও অতীব ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। আহা! পূর্ব্ববিদ্ধ তীরের ফলাটা সে পর্য্যন্ত তাহার রসনা হইতে বহির্গত হয় নাই। সন্তান-শোকে ব্যাকুল হইয়া সিংহ পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করিলে, ক্ষত স্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে ছিল। প্রাকৃতিক মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া যখন সে এক এক বার মৃত সন্তানদিগকে অবলোকন করে, অমনি অজস্র অশ্রুবারি তাহার নেত্র হইতে বহির্গত হয়।

অনেক ক্ষণ বিলম্বে পূর্ব্বাপেক্ষা সিংহের কিছু শোক শান্তি হইল বটে, কিন্তু ক্রোধের শান্তি হইল না; শত্রু নিপাতনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া বারম্বার প্রবেশ-দ্বারের প্রস্তরোপরি ভয়ঙ্কররূপে আঘাত করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেক বিরাম নাই, তাহার হুংকারের শব্দে মেদিনী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল; পূর্ব্বে যুবরাজ একাকী প্রস্তরে ঠেসান দিয়াছিলেন, ক্ষণে সিংহ এমনি প্রবল-ভর-রূপে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল, যে, একজনের শক্তিতে গহ্বর-দ্বারের প্রস্তর স্থির রাখা রাজকুমার সুকঠিন বোধ করিলেন। তাহাতে মহমুদ ও রাজকুমার উভয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিলেন, তথাপি উহা সিংহের আক্রমণে এক একবার এদিক ওদিক হেলায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে পশুরাজ নানাবিধ যত্ন করিয়াও গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিতে না পারিয়া শেষে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কি করে, সন্তানের

একেবারে পঞ্চত্ব পাইবে, আমরাও ভয়ানক শত্রুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব।

প্রভুর আজ্ঞায় মহমুদ ধনুঃশর হস্তে লইয়া শরাসনে শর সন্ধান করিল। অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য এবং উৎকণ্ঠাহেতু তাহার হস্তদ্বয় কম্পমান হইতে লাগিল। সিংহ ছিদ্রদ্বারা তাহা অবলোকন করিয়া ক্রোধ-দৃষ্টিতে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ঐ ছিদ্রটা কিছু প্রশস্ত ছিল বলিয়া তাহার শর নিক্ষেপ বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। অতএব ভৃত্য আকর্ণ-পর্য্যন্ত ধনুকের রজ্জু টানিয়া মৃগেন্দ্রবরের নেত্রোদ্দেশে শর নিক্ষেপ করিল। তৎকালে ঐ ভয়ঙ্কর পশু মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, এজন্য তীরটা আসিয়া তাহার নেত্রদ্বয়ে লাগিল না বটে, কিন্তু তাহার বহির্গত জিহ্বাতে লাগিয়া তাহার কোমল রসনার মধ্যভাগকে একেবারে বিদ্ধ করিল। পশুরাজ নিদারুণ যাতনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করত লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। একবার ভূমিতলে পড়িয়া এপাশ ওপাশ করে, একবার গাত্রোত্থান করিয়া শরটাকে চিবাইতে থাকে; একবার দৌড়া দৌড়ি পর্ব্বতের চারি দিক পরিবেষ্টন করে, একবার রাগভরে তর্জ্জন করিয়া গহ্বরের দ্বারদেশে উপনীত হয়। এইরূপ করিতে করিতে খাগড়া নির্ম্মিত তীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ ফলাটা জিহ্বার মধ্যস্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কত রক্ত নির্গত হইল তাহার অনুভব করাই দুষ্কর। ফেন সকল রক্তমিশ্রিত

হইয়া গহ্বরের দ্বারদেশে টশ্ টশ্ করিয়া পড়াতে সে স্থানটা একেবারে শোণিতাক্ত হইল। জনক জননীর অন্তঃকরণে সন্তানের প্রতি পরমেশ্বর এমনি প্রাকৃতিক স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের দুঃখে পিতা মাতার অতীব দুঃখ বোধ হয়। এত যে আত্মবেদনা, তথাপি শাবকদিগের বিপত্তি হইয়াছে এই বিবেচনা করিয়া সিংহ এমনি শোক-সূচক শব্দ করিতে লাগিল, যে, তচ্ছ্রবণে রাজনন্দন বড়ই দুঃখিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মসাউদের পলায়ন. সিংহ শাবক মারিবার জন্য যুবরাজ এবং মহম্মুদের নানা কৌশল. সিংহ-শাবকদিগের বধ. সিংহীর আগমন ও দৌরাত্ম্য প্রকাশ. প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মহম্মুদ এবং সরদারদিগের বৃক্ষোপরারোহণ. ঐ বনদস্যুদ্বয়ের পলায়ন. পরে সিংহের সহিত রাজকুমারের যুদ্ধ এবং তৎকর্তৃক সিংহের প্রাণ বিনাশ, সিংহীর আক্রমণে রাজকুমারের শরীর ক্ষত হওন, মহম্মুদ কর্তৃক সিংহীর প্রাণ বিনাশ। রাজকুমারের বিষম পীড়া। মহম্মুদের সাহায্যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন, বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের ঔষধে তাঁহার রোগ শান্তি।

রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুর অবস্থা ক্রমে সাতিশয় সঙ্কটজনক হইল। দুরন্ত পশুরাজ পর্ব্বত গহ্বরের

দ্বারে বসিয়া ছিল, কোনমতে বাহির হইবার উপায় নাই। ইহাতে রাজকুমার মনেং বিবেচনা করিলেন, যা হবার তাই হবে, গহ্বরের দ্বার উন্মোচন করিয়া কিয়ৎকাল সিংহটার সহিত যুদ্ধ করা যাউক। ভয় কি, দুরন্ত পশুরাজ হঠাৎ আমাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। আমাদের দুই জনেরই হস্তে এক একখানি তরবারি আছে, এক জনকে আক্রমণ করিলে আর এক জন হয় তো উহাকে নষ্ট করিলেও করিতে পারে, কি জানি, পলাইলেও এক জনের প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। পর্ব্বত গহ্বরে থাকিয়া তবে দুই জনে কেন মরি। মজাহিদ এইরূপ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কপটী মসাউদ যুবরাজকে ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল। দুরাত্মা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সিংহ ঘোরতর আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে সত্বর সেই বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। পর্ব্বতের অধোভাগের এক পার্শ্বে ঐ পাপাত্মার ঘোটক বাধা ছিল, এক্ষণে সে বৃক্ষ হইতে অবরুঢ় হইয়া আর কোথাও গেল না, প্রথমেই ঐ অশ্বের নিকট উপনীত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহার উপরে আরোহণ করিল, আর বারম্বার উপর্য্যুপরি তাহাকে কশাঘাত করিয়া একেবারে ঐ পর্ব্বত হইতে বহুদূর চলিয়া গেল। যাইতেং, রাজপুত্র এবং তদাত্মীয় মহম্মদ সিংহের গহ্বরে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাহার আহ্লাদের আর ইয়ত্তা

বাহির না। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল দুর্বৃত্ত পিতৃহন্তা বাহুবলদ্বারা পূর্ব্বে অনেক বিপদ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু এবার বাছাকে সিংহের নখরে অবশ্যই মরিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, দুরাত্মা গহ্বরের দ্বার বন্ধ করিয়া লুক্কায়িত হইল কেন! এখন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক না। ভাল হইয়াছে, পাপিষ্ঠ কত দিন ভিতরে থাকিবে, বাহির না হইলে তাহাকে অনাহারে অবশ্যই মরিতে হইবে, এবং বাহির হইলেই পশুরাজ তাহাকে একেবারে গ্রাস করিবে। প্রতিহিংসার বশীভূত হইয়া কণটাচারী নসাউদ যুবরাজের ঘোরতর সঙ্কট সময়েও এইরূপ উল্লাসিত হইয়া নানাবিধ অশুভ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে নজাহিদ গহ্বরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য মহমুদ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল প্রভো! স্থির হউন, আমি বাটী হইতে আসিবার সময় গাছ-দোক রেশমি রসি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ঐ রসিতে ফাঁস লাগাইয়া সিংহের মস্তকে ফেলিয়া দিলে অবশ্যই তাহা তাহার মস্তকে জড়িয়া ধরিবে, তাহাতে সিংহ কুপিত হইয়া আর্ত্তনাদ ও অঙ্গাস্ফালন করিবে, আর সে রসি গাছটাকেও নাড়া চাড়া দিবে। আমি এদিকে টানিয়া ধরিব, সিংহ আমার হস্তস্থিত দড়িগাছটা যত টানিবে ততই তাহার গলায় ফাঁসি লাগিবে। ক্রমে শ্বাসাবরোধ হইয়া তাহাকে শমন-সদনে গমন করিতে হইবে তাহার কোন সন্দেহ

নাই। আমি এমন করিয়া কত পশুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ বলিলেন, বন্ধো অস্ত্রবাহক! চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে সিংহ পশুরাজ বলিয়া বিখ্যাত, বল বিক্রম বিষয়ে তাহার তুল্য কোন পশুই নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ পরাক্রান্ত পশুকে কপট ছল করিয়া মারা কি বীর পুরুষের কর্ম্ম। তোমার ফাঁকি জুকি তোমাতেই থাকুক, আমি রাজপুত্র হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুরাজকে এরূপে নিহত করিতে পারিব না। ইহা নিতান্ত বীর্য্যহীন এবং নীচ লোকের কর্ম্ম। বোধ হয়, ধূর্ত্ত শৃগালেরা এইরূপ প্রতারণা করিয়া আপনাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশুদিগের প্রাণ বধ করে। বিশেষ তুমি যে কৌশলের কথা কহিতেছ, তাহাতেই বিপদ নিবারণ হইবে এমন নিশ্চয় কি। রেশম নির্ম্মিত রজ্জু গাছটা সিংহের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে, যে একেবারে তাহার গলায় ফাঁসি লাগিবে, ইহা তোমার কিসে বোধ হইল।

মহমুদ বলিল, যুবরাজ! আপনি রাজার সন্তান, এজন্য পশুরাজের প্রতি আপনকার এতাদৃশ ভাব হইয়াছে। আমি একজন সামান্য ভৃত্য বইতো নহি, আমি যদি ফাঁকি জুকি দ্বারা কোন প্রকারে সিংহের প্রাণ বধ করিতে পারি, তবে আপনকার ক্ষতি কি। আপনি অনুমতি করুন। বিড়াল যেরূপ অক্লেশে ইন্দুরকে নষ্ট করে, পাটরজ্জু দ্বারা সিংহকে আমি সেইরূপ নষ্ট করিব।

চাতুর্য্য দ্বারা অরণ্যাধিপতি সিংহের প্রাণ নষ্ট

করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইতে হইবে, এই ভয়ে মজাহিদ প্রথমতঃ অস্ত্রবাহকের কথা বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু সে বাবস্থার তাঁহাকে নানা-মতে বুঝাইলে পর, তিনি অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া মহম্মুদকে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে কহিলেন। মহমুদ প্রভুর অনুমত্যানুসারে পর্ব্বতগহ্বরের প্রস্তর খনি অল্প উদ্ঘাটন করত পাট রজ্জুর ফাঁসি সিংহের মস্তকে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রশি গাছটা ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, সিংহের মূর্দ্ধভাগে তাহা লাগিল না ভূমিতে পতিত হইল। অস্ত্রবাহক ইহাতে সাশঙ্কচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কৌশল সাধন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে-ছিল, এমত সময়ে পশুরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করত দন্তদ্বারা ঐ রজ্জু গাছটা ধরিল, এবং বলপূর্ব্বক এক টান মারিয়া মহমুদের হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইল। ফাঁকি জুকি সকল নিষ্ফল হইল, মহমুদ এক দৃষ্টে সিংহের প্রতি কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তুরবাজ মজাহিদ তাহা অবলোকন করিয়া ভৃত্য-টাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেমন বন্ধো! আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কিনা, তোমার ছল কৌশল সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতিরেকে আর আমা-দের গত্যন্তর নাই, নতুবা অনাহারে পর্ব্বতগহ্বরে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। সিংহের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে তুমি এত ভাবিত হইতেছ কেন? দুইজনে

অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সে কি আমাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধে পরাভব করিতে পারিবে? বোধ হয় কোন মতেই পারিবে না।

মহমুদ বলিল, যুবরাজ! পর্ব্বতগহ্বরটা একে সাতিশয় গভীর দেখিতেছি, তাহাতে ইহা ঘোরতর অন্ধকারময় স্থান, এমন স্থানে সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যে জয়ী হইব ইহা আপনি মনেও করিবেন না। পশুরাজ যেমন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া এতাদৃশ গহ্বরে যুদ্ধ করিতে পারিবে, আমরা তেমন কখনই পারিব না, অতএব ইহাতে শত্রুর পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা অনেক হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, পর্ব্বতগহ্বরে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি এত আশঙ্কা বোধ হয়, তবে বহির্গত হইয়া নিজ২ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করা যাউক পরে যা হবার তাই হবে।

মহমুদ বলিল, নৃপনন্দন! বাহির হওয়া সর্ব্বতোভাবে ভাল, তাহা কিন্তু নিষ্পাদন করাতো বড় একটা সামান্য ব্যাপার নহে, নির্গম দ্বারের পথ দিয়া মস্তক নির্গত করিলেই সিংহ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বন্ধো! সত্য কহিতেছি ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুর নখর হইতে প্রাণ পাওয়া সুকঠিন হইবে।

এইরূপে দুইজনে কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে রাজভৃত্য শস্ত্রবাহক প্রস্তাব করিল, বন্ধো রাজতনয়! আমাদিগের পলায়নের কেবল এই একটি উপায় আছে, এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায়ান্তর

নাই। সিংহের শাবক গুলীন এই গহ্বরের এক কোণে অবস্থিতি করিতেছে, শ্বাসাবরোধ করিয়া উহাদের প্রাণ বধ করা যাউক। ঐ মৃত বৎস গহ্বরের দ্বার দিয়া সিংহের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে, বোধ হয় সিংহ শাবকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বৎসদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। আমি শুনিয়াছি, সিংহজাতির অপত্যস্নেহ বড়ই প্রবল, তাহারা শিকারী লোকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রথমতঃ প্রাণপণে নিজ নিজ শাবককে স্থানান্তর করিবার যত্ন পায়। শ্বাসাবরোধ করিয়া বৎসদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে, বোধ হয় মৃত সন্তান বলিয়া সিংহ জানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদিগকে স্থানান্তর করণে ব্যস্ত হইবে, আমরা এই সুযোগে পলায়ন করিতে পারিব।

বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের এই কথা শুনিয়া মজাহিদ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতা মাতার সহিত শত্রুতা আছে বলিয়া তাহার সন্তান সন্ততিকে নষ্ট করা কিছু ভদ্রের কর্ম্ম নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, ধর্ম্মনীতির তাবৎ নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষা করাযায় না। সিংহশাবকদিগের প্রাণ বধ করিলে যদি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তবে তাহা নিষ্পাদন করা বিহিত বোধ হইতেছে; এই স্থির করিয়া তিনি মহমুদের প্রস্তাবে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর্ব্বত গহ্বরে রজ্জু কোথায় পাইবে, মহমুদ নিজ মস্তক স্থিত পাগড়িটা খুলিয়া তদ্দ্বারা এক গাছ রসি প্রস্তুত করিল। প্রাণ-বধ জন্য এত যে কল্পনা হইতেছে সিংহশাবকগণ তাহার কিছুই জানে না, তাহারা

অকাতরে পর্ব্বত-গহ্বরের এক কোণে শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পরম্পরা সিদ্ধান্ত আছে, জনক জননীর বল-বীর্য্য প্রায় সন্তানের উপরে বর্ত্তে, বৎসগণ জাগ্রৎ থাকিলে মহমুদের এই কল্পনা সহসা সিদ্ধ হইত কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। যাহাহউক রাজভৃত্য বস্ত্রনির্ম্মিত ঐ রসির মধ্যে ফাঁস্ লাগাইয়া একে একে শিশু শাবকদিগের গলদেশে প্রদান করিল, পরে বলপূর্ব্বক আপনি এক দিক এবং যুবরাজ অন্য দিক ধরিয়া এমনি তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে ক্ষণমাত্রে শাবকদ্বয়ের শ্বাসাবরোধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল।

এইরূপে যুবরাজ দুর্দান্ত মৃগেন্দ্রবরের শাবকদিগকে প্রাণে নিহত করিয়া গহ্বরের নির্গমপথের ছিদ্র দ্বারা তজ্জনকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তানদিগকে দেখিয়া সিংহের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না; সে সত্বর প্রস্তরখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপ্রকাশক শব্দ করিয়া তাহাদের মস্তক এবং শরীরের কোন কোন ভাগ চাটিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ স্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেও শাবকগণ নড়িল চড়িল না, ইহা দেখিয়া পশুরাজ পদদ্বারা কোমল ভাবে তাহাদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য না হওয়াতে, সিংহ নিজ কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৎসগণ যে জীবিত নাই, ইহা তাহার স্থির অনুভব হইল। অতএব শোকে সে শূন্যমার্গের প্রতি মস্তক ও

নাসিকা উন্নত করিয়া এমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল যে তচ্ছ্রবণে রাজকুমারও অতীব ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। আহা! পূর্ব্ববিদ্ধ তীরের ফলাটা সে পর্য্যন্ত তাহার রসনা হইতে বহির্গত হয় নাই। সন্তান শোকে ব্যাকুল হইয়া সিংহ পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করিলে, ক্ষত স্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে ছিল। প্রাকৃতিক মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া যেমন সে এক এক বার মৃত সন্তানদিগকে অবলোকন করে, অমনি অজস্র অশ্রুবারি তাহার নেত্র হইতে বহির্গত হয়।

অনেক ক্ষণ বিলম্বে পূর্ব্বাপেক্ষা সিংহের কিছু শোক শান্তি হইল বটে, কিন্তু ক্রোধের শান্তি হইল না; শত্রু নিপাতনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া বারম্বার প্রবেশ-দ্বারের প্রস্তরোপরি ভয়ঙ্কররূপে আঘাত করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেক বিরাম নাই, তাহার হুংকারের শব্দে মেদিনী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল; পূর্ব্বে যুবরাজ একাকী প্রস্তরে ঠেসান দিয়াছিলেন, এক্ষণে সিংহ এমনি প্রবলতর-রূপে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল, যে, একজনের শক্তিতে গহ্বর-দ্বারের প্রস্তর স্থির রাখা রাজকুমার সুকঠিন বোধ করিলেন। তাহাতে মহমুদ ও রাজকুমার উভয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিলেন, তথাপি উহা সিংহের আক্রমণে এক একবার এদিক ওদিক হেলায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে পশুরাজ নানাবিধ যত্ন করিয়াও গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিতে না পারিয়া শেষে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কি করে, সন্তানের

শোকে বড়ই কাতর হইয়াছে, অতএব কয়েক হস্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, যেস্থানে সে মৃত শাবকদ্বয়কে রাখিয়াছিল, তথায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। তথায় থাকিয়া সে এক একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করে, এবং এক একবার সন্তানদিগকে দেখে, তদ্দর্শনে যুবরাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পশুরাজ বুঝি অপত্য বিনাশ হেতু আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতেছে। তদনন্তর দণ্ডেকের মধ্যে সিংহ হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আপনার লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল, জিহ্বা বহির্গত করিল, অজস্র অশ্রুবারি নেত্র হইতে বাহির করিল এবং একদৃষ্টে দূরদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে নৃপতনয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৃগেন্দ্র যে দিকে রহিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে, একটা সিংহী সত্বর হইয়া পর্ব্বত-গহ্বরের প্রতি ধাবমান হইতেছে।

সিংহীকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া মহমুদ রাজতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বীরবর! দেখ কি, বিষম প্রমাদ উপস্থিত হইল, শাবকদিগের মাতা ঐ সিংহী আসিতেছে। সকলেই কহিয়া থাকে সন্তানবিয়োগে মাতার যত শোকোৎপত্তি হয়, তত পিতার শোক হয় না। বোধ হয় মৃত বৎস দেখিলে সিংহ অপেক্ষা সিংহী সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইবে, এবং আমাদিগেরও অনিষ্ট সাধনে বিশেষ যত্ন করিবে। এ কারণ এক্ষণে আমরা এখান হইতে বাহির হইব না, মৃত শাবক লইয়া প্রথমতঃ সিংহী যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ করুক, কিয়ৎকাল বিলম্বে উহার শোক শান্তি

হইলে, সিংহ সিংহী উভয়ে যত্ন করিয়া ঐ শাবকদিগকে স্থানান্তর করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, আমরা সেই সুযোগে বাহির হইয়া পলায়ন করত নিজ২ প্রাণ রক্ষা করিব।

রাজনন্দন কহিলেন, মহমুদ! বীর্য্যহীন পুরুষের ন্যায় এরূপ অবস্থায় কারাবদ্ধ হইয়া আমি আর থাকিতে পারি না, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, ক্ষণকাল বিলম্বে গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিয়া আমি বাহির হইব। বাটী ত্যাগ করিয়া যে পর্য্যন্ত আমরা মৃগয়ায় আগমন করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত একবারও আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই, দুঃখের মধ্যে ঘটিকাদ্বারা যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহাও অতি সামান্য দুঃখ। পূর্ব্বে আমাদের শরীরে যেরূপ বল ছিল এখনও সেইরূপ আছে, তবে এত ভয় করিতেছ কেন?

মহমুদ অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া দুঃসাহসী প্রভুকে বলিতে লাগিল, রাজনন্দন! আমার কথা শুন, বিবেচনা না করিয়া কোন সন্দিগ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে প্রাণ হারাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আপনি সুধীর এবং সুবিজ্ঞ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা নিজ শাবকদিগকে লইয়া স্থানান্তর না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন, নতুবা ভারি প্রমাদ ঘটিবে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও প্রাণ রক্ষা হইবে না। এই উপদেশের তাৎপর্য্য যুবরাজ উপলব্ধ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর সিংহী কর্ণোত্তোলন এবং ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিয়া সত্বর শাবকদিগের নিকটে উপস্থিত হইল. উপস্থিত হইয়াই স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পদদ্বারা ঐ

বৎসদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইতে ও ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, দেখিল তাহাদের চৈতন্য নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ করিল, তাহারা প্রাণে হত হইয়াছে। তখন তাহারও শোক ও ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ এবং চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক গিরি-সন্নিহিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ত্বক্ ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিতে লাগিল। সিংহ সিংহী উভয়ে মিলিত হইয়া উচ্চনাদ করিলে, রাজপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবর হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, বরং সিংহীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিনি অল্প২ হাস্য করিতে লাগিলেন। সিংহী একবার দৌড়াইয়া বৃক্ষের ত্বক ছিঁড়িয়া ফেলে, একবার গহ্বরদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দ্বারস্থিত প্রস্তরোপরি পদাঘাত করে। কিন্তু কোন প্রকারে প্রস্তর উদ্ঘাটন করিতে পারিল না, সুতরাং তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অনল-শিখার ন্যায় তাহার দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া সে শত্রুদিগের প্রাণ বধ সঙ্কল্প স্পষ্ট প্রকাশ করিল।

কেশরিণী যখন এইরূপ ক্রোধাতিশয় প্রকাশ করিয়া উন্মত্তভাবে শত্রু নিপাতনের চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার স্বামী সিংহবর পূর্ব্বকৃত নাশ প্রয়াস এবং পরিশ্রম দ্বারা অতীব ক্লান্ত হইয়া শাবকদিগের সন্নিকটে শয়ন করিয়াছিল। তাহার সম্মুখ পদ দুটি মৃত বৎসদিগের উপরে এবং মস্তকটি ভূমিতল-মধ্যে অবনত হইয়াছিল, শোকে দর দর অশ্রুধারা

তাহার নয়ন যুগল হইতে বহির্গত হইতেছিল, এবং কাতর শব্দে ক্রমাগত সে অস্পষ্ট ক্রন্দনও করিতেছিল। সিংহী নানাবিধ যত্ন করিয়াও অপত্যহন্তাদিগকে কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না, সুতরাং ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া নিজভর্ত্তা সিংহের নিকটে গমন করিল। তথায় গমন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মৃত শাবকদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইতে ঘুরাইতে লাগিল। পরে একটাকে মুখে লইয়া নিবিড়ারণ্যে অন্তর প্রস্থান করিল। পত্নীকে একটা মৃতবৎস মুখে লইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, পশুরাজ গাত্রোত্থান করত সেইরূপে অন্যটাকে গ্রহণ করিল, এবং অবিলম্বে নিজ প্রেয়সীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সেও গহনকাননে প্রবেশপর হইল। অনেকক্ষণ বিলম্বে যুবরাজ মজ্জিদ গহ্বর হইতে অতিদূরে তাহাদের চীৎকার শব্দ শুনিলেন, ইহাতে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সিংহ ও সিংহী, আপনাদের তাবৎ চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, এইবেলা আমাদিগের প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

যুবরাজ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমতসময়ে তদনুচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজনন্দন! ভাবিতেছ কি, এখনও আমরা বিপদ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইনাই। এই জন্তুদিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধি বড়ই প্রবল, ইহাদিগের স্মরণশক্তি সহসা বিলুপ্ত হইবার নহে, অপত্যহন্তারা যে পর্ব্বতগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপ জানে। আমাদিগকে প্রতিফল না দিয়া তাহারা যে এ স্থানের চতুঃ-

সীমা পরিত্যাগ করিবে, ইহা আপনি ক্ষণমাত্র মনেও করিবেন না, সতর্কতা তাহাদিগের একটি প্রধান গুণ, এই গুণ থাকাতে তাহাদিগকে কোনপ্রকারে প্রতারিত করিবার যো নাই। অতএব বোধ করি আমরা কোনমতে সিংহদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিব না।

মজাহিদ।—সখে! যাহা কহিতেছ, সত্য বটে, কিন্তু সিংহ সিংহী আমাদিগের নিকট হইতে যে বহু-দূরে আছে ইহা কি তুমি তাহার চীৎকার শব্দদ্বারা উপলব্ধি করিতে পার না?

মহমুদ।—প্রভো! দূরে থাকিলে কি হইবে, পর্ব্বত-গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমরা বহির্গত হইলেই সিংহ সিংহী হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে যে আক্রমণ করি-বে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ জন্তুদিগের স্বভাব আমি অনেক দেখিয়াছি, উহারা বড়ই ধূর্ত্ত। দুর্ভাগ্য-বশতঃ শীকারি লোকদিগের দ্বারা তাহাদের অপত্য নিহত হইলে, অনেক শোকের পর তাহারা প্রথমতঃ ঐ বৎসদিগকে কোন গুল্ম বা ঘাসের বনে রাখে, পরে রাশীকৃত শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের মৃত কলেবর আচ্ছাদিত করে। এই সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া শত্রু-নিপাতন হেতু তাহারা গোপন ভাবে চারি দিক দেখিতে থাকে। অতএব যুবরাজ ঐ জন্তুগণ আমাদিগের প্রতীক্ষায় আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, এখন পলায়ন করা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য হইবে।

মজাহিদ।—সৌম্য! নিতান্ত মরিবার ইচ্ছা থাকে তো সিংহ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করুক, তীব নাই তাহাতে ভয় কি, আমাদিগের হস্তে তো এক

একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে, এই অস্ত্রদ্বারা আমরা তাহাদিগের মস্তক ছিন্ন করিব। নতুবা শত্রু-ভয়ে কতকাল তুমি এই পর্ব্বতগহ্বরে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে। নিরাবৃত মাঠ আলোকময় স্থান, তথায় অস্ত্রসঞ্চালনের উত্তম উপায় আছে, কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই, ইহাতে আমরা সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে জয়ী হইব, তাহার একটা ভাবনা কি। যে অন্ধকারময় গিরিগুহাতে আপন শরীর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, তথায় কি আর ক্ষণমাত্র বাস করা উচিত। অতএব বন্ধো! আমার কথা শুন, সাহসী হইয়া এখান হইতে বাহির হও, বৃথা আপত্তিদ্বারা আর কালবিলম্ব করিও না।

মহমুদ।—ধরণীনাথ! আমি তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম, বাহিরে যাই বা গিরিগুহাতে থাকি, যদি উভয় স্থানেই সমান বিপদ হয়, তবে আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যে বিষয়ে স্বল্প বিপদের সম্ভাবনা তাহাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এক্ষণে শত্রুদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছে, আমরা বায়ুবেগে গমন করিয়া পলায়ন করিলে, বোধ হয়, তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না, তাহাদের সকল আকিঞ্চন বৃথা হইবে, এবং চাতুর্য্যেরও কোন ফল দর্শিবে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনকার বিবেচনায় আমাদের কোন্ পথে যাওয়া বিধেয়?

মজাহিদ।—সুহৃদ্বর! পর্ব্বতের সকল পথই গড়ানিয়া দেখিতেছি, সহজে গমন করা যায় এমন একটি পথও আমি জানি না। যদিও থাকে, তাহা হইলেই বা আমাদিগের মঙ্গল সম্ভাবনা কি? তুমি এখনই

আমাকে বলিলে সিংহজাতি স্বভাবতঃ সাতিশয় সতর্ক, অতএব আমাদের সুপথ কুপথের বিবেচনা করা মিথ্যা। আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া যাইনা কেন, সকল পথেই আমাদিগের অদৃষ্টে একইরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর রাজকুমার বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের সাহায্য লইয়া গিরিগুহার দ্বারস্থিত প্রস্তর উদ্ঘাটন করিলেন, পরে অগ্রে আপনি পশ্চাতে অস্ত্রবাহক দুই জনেই কষ্টকল্পে বাহির হইয়া দ্রুততরবেগে চলিলেন। সিংহ সিংহীর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তাহাদের উচ্চরবও শুনিতে পাইলেন না। উদারস্বভাব নৃপসুত কিয়দ্দূর গমন করিয়া যে বৃক্ষে তাঁহার বন্ধু মসাউদ আরোহণ করিয়াছিল, তথায় উপনীত হইলেন, এবং বারম্বার তাহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, বন্ধু বটবৃক্ষের শাখার উপর নাই, বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা জানিয়া তিনি অগ্রেই পলায়ন করিয়াছেন।

অনন্তর মজাহিদ সহাস্যবদনে অনুচর অস্ত্রবাহককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধো! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর হইয়া চল, মসাউদ আমাদের অপেক্ষা না করিয়া একাকীই অগ্রে পলাইয়াছে। যদি সিংহদম্পতি তাহার পথাবরোধ করিয়া অপত্য বিনাশজন্য তাহাকে প্রতিফল দিয়া থাকে, তবে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, বন্ধু একাকী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কখনই সমর্থ হয় নাই। কি পরিতাপ! আমরা

শাবক যদ্যপি যথার্থ অপরাধী, কিন্তু তিনি নিরপরাধী হইয়া দণ্ডভোগ করিলেন, তাহাকে বধ করিতে পারিলে আমাদিগের শত্রু ঐ দুরন্ত পশুরাজ অবশ্যই পরাজিত হইবে। কিন্তু যদি তিনি নির্ব্বিঘ্নে পলাইয়া গিয়া থাকেন, তবে আমরাও অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিব। কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। এখন নিঃক্ষোভে সংজ্ঞা করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

মহমুদ।—ভূপালতনয়! আপনি মসাউদের নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন? সে নিরুদ্বেগে পলায়ন করিয়াছে। সিংহ যখন লম্ফ ঝম্প দিয়া গিরিগুহা-তে প্রস্তরোপরি পদাঘাত করিতেছিল, তখন আমি স্বচক্ষে তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে দেখিয়াছি। আপনি মসাউদের চরিত্র বড় একটা জানেন না, সে ব্যক্তি বড়ই চতুর, তাহার ন্যায় চতুর মনুষ্য অদ্যাবধি আমি দেখি নাই, যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, চিরকালাবধি সে স্থান হইতে সে বহু দূরে থাকে।

মজাহিদ।—তবে বন্ধো! মসাউদকে যদি তুমি চতুর বল, তাহা হইলে মনুষ্য জাতির বুদ্ধি এবং চাতুর্য্যশক্তি অপেক্ষা সিংহজাতির বুদ্ধি এবং চাতুর্য্য-শক্তি তো প্রবল হইল না। আপনার কথায় আপনি পরাভূত হইলে, তোমার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত সকলই বৃথা হইল।

মহমুদ।—প্রভো! বিপদের অগ্রে পলায়ন করিয়া মসাউদ কেবল চতুরের কর্ম্ম করে নাই, আপদকালে জ্ঞানী এবং সদ্বিবেচক লোকদিগের যাহা করা কর্ত্তব্য সে তাহাই করিয়াছে।

মজাহিদ।—মিত্র! তোমার কথার ভাবে আমার বোধ হইতেছে, বিপদের অগ্রে পলায়ন না করিয়া আমি বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করি নাই। বুঝিলাম বাক্য কৌশলে আজি তুমি আমাকে নির্ব্বোধ কহিতেছ, কারণ যে কর্ম্মে বিষম বিপদের সম্ভাবনা, সেই কর্ম্ম নিষ্পাদনে আমি অগ্রে প্রবৃত্ত হই।

মহমুদ।—রাজনন্দন! অনুগত দাস আপন প্রভুকে কখন কি নির্ব্বোধ বলিতে পারে? দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তেজীয়ান লোকদিগের পক্ষে দোষ নয় বল বীর্য্য সাহসের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে আপনি এক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া গণ্য। জ্ঞানী লোকেরা সাহসের কর্ম্মে সহসা প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। বীর্য্যবান সাহসী লোকদিগের বিবেচনায় যে কর্ম্ম অতি মর্য্যাদা সূচক, জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের মতে তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য।

মজাহিদ।—তবে মহমুদ! তোমার অভিপ্রায়ে আমরা এক প্রকার সাহসী মূর্খ। যাহা হউক এখন সিংহের মস্তক ছিন্ন করিয়া নিজ মস্তক রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য বিধি হইয়াছে। তোমার জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতেরা সচ্চরিত্রের অনুরোধে নিজ নিজ মস্তক সিংহের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মরুক।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহমুদ সস্মিতবদনে রাজনন্দনকে বহু নমস্কার করিল, আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না, মৌন ভাবে থাকিয়া সে রাজকুমারের কথাতে নিজ সম্মতি প্রদান করিল।

অনন্তর মজাহিদ প্রিয়ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া

আস্তেং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গিরিস্থিত পথ কে অতি সঙ্কীর্ণস্থান, তাহাতে আবার তন্মধ্যস্থ প্রস্তর সকল উচু নীচু ছিল. সুতরাং দুই ব্যক্তি পাশা-পাশি একেবারে তাহা দিয়া গমন করিতে পারিলেন না। উভয়ে প্রাণপণ যত্নে অনবরত গমন করতেং অল্প ক্ষণের মধ্যে গিরিবর্ত্মের কঠিন স্থান সকল ছাড়াইয়া গেলেন। তখন পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্র সিংহ বা সিংহী আসিয়া তাঁহাদের গত্যবরোধ করিল না। প্রাণ রক্ষা হইল, সিংহের করাল কবল হইতে আমরা মুক্তি প্রাপ্ত হইলাম, রাজনন্দন আহ্লাদিত হইয়া মনেং এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী মহমুদ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবরাজ চকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অবিলম্বেই চীৎকারের তাৎপর্য্য তাঁহার উত্তমরূপ উপলব্ধ হইল। তিনি দেখিলেন, এক সিংহী কেশর এবং কর্ণ উন্নত করিয়া সমীরণ-বেগে পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দীপ্তিমান, এবং দারুণ ক্রোধের আর আর সকল চিহ্নং প্রকাশ পাইতেছিল। দর্শনে রাজকুমার অভ্রান্তচিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ঘোর সঙ্কটে পড়িলাম, এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ পথে আমরা দুরন্ত শক্রর সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব, এবার বুঝি প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ঘোরতর বিপদকালে অবসন্ন না হইয়া সাহসী হওয়া এক প্রকার বীরের লক্ষণ। এই বিবেচনা করিয়া যুবরাজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রিয় অনুচরকে

পশ্চাতে রাখিয়া কৃপাণ হস্তে আপনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আর একদৃষ্টে সিংহদিগের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া, কতক্ষণে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে ইহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিংহ, সিংহী অপেক্ষা অনেক হস্ত অগ্রবর্ত্তী ছিল, রাজকুমারকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া তাহার দম্ভের আর পরি সীমা রহিল না। আসিতেং হঠাৎ সে দণ্ডার্হ ব্যক্তি বিংশতি হস্ত দূরে আসিয়া দাড়াইল, আর গুঁড়ি মারিয়া নিজ উদর ভূমিতলে স্থাপন করত আপনার অঙ্গ ফুলাইতে লাগিল। দুরন্ত পশুরাজ ঐ ভাবে তিন চারি হস্ত যাইয়া শেষে লম্ফ প্রদান করিল, এবং নিমিষের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় একেবারে রাজতনয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইল।

মজাহিদ তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন, অতএব কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না, মৃগেন্দ্র রাজ অঙ্গ আস্ফালন পূর্ব্বক তাঁহার উপর লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণপণে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সিংহের গর্জ্জন এবং তাঁহার হুঙ্কারে যেন বজ্রাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। সিংহ সম্মুখ-পদদ্বয় উত্তোলন করত ভীষণ-দর্শনে তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই উপক্রমে যুবরাজ একদিকে লম্ফ প্রদান করিয়া একেবারে তাহার বদনমণ্ডলে অস্ত্র প্রহার করিলেন। মজাহিদের তীক্ষ্ণ তরবারি প্রায় ব্যর্থ হয় না, পূর্ব্বে উহা দ্বারা কতবার কত বন্য হস্তী এবং মহিষ সকল যেরূপ নহত হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ হইল। রাজ-

কুমার একাঘাতে সিংহের চিবুক কাটিয়া তাহার গলদেশ পর্য্যন্ত ঐ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া সিংহ মুহূর্ত্তেকও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না, কদলী-বৃক্ষের ন্যায় সে একেবারে ভূমিতলে পড়িয়া ক্ষণকাল আছাড় কাছাড় করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সিংহী নিজ-ভর্ত্তা পশুরাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ উচ্চনাদ ঘন ঘন বিস্তার করিতে লাগিল। নিমেষমাত্র বিলম্ব করিল না, রাজনন্দন সাবধান হইতেই সে একেবারে সমীরণ-বেগে গমন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নখরাঘাত করিল এবং তাঁহার বক্ষচর্ম্ম খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দশনে তাঁহার গলদেশ ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মজাহিদ সতর্কভাবে একহস্ত প্রসারিত করিয়া সিংহীর গলদেশ চাপটিয়া ধরিলেন, এবং অন্য হস্তদ্বারা প্রাণপণে তাহার কণ্ঠদেশে টিপনি দিতে লাগিলেন। ইহাতে সিংহী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কুপিতা হইয়া নখরে রাজনন্দনের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিল। ধারাবাহিক শোণিত তাঁহার ক্ষতস্থান দিয়া পতিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি সিংহীর কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দিলেন না। সে তাঁহাকে যত যন্ত্রণা দেয় তত তিনি তাহার কণ্ঠদেশে টিপনি দিতে থাকেন। এইরূপ করিতেই শেষে উভয়েরই প্রাণ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

মহমুদ নিজ প্রভুকে বিষম সঙ্কটে পতিত দেখিয়া বড়ই কাতর হইল, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সে একেবারে সত্বর হইয়া সিংহীর পৃষ্ঠদেশে আপনার সুতীক্ষ্ণ

তরবারিখান বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। এই আঘাতে সিংহী সাতিশয় যাতনা পাইয়া রাজকুমার-কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহমুদকে ধরিতে গেল। কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তাহার মেরুদণ্ড এমনি আহত হইয়াছিল যে, কোন মতেই ঐ দুর্ব্বল জন্তু লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না, সুতরাং ভূমিতে পড়িয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ এবং কোপের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অস্ত্রবাহক বীরবর কেশরিণীর মস্তকোপরি পুনর্ব্বার নিদারুণ অস্ত্রাঘাত করিল। তাহাতে তাহার মাথার খুলিটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং ক্ষণমাত্রে ঐ দুবন্ত পশু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজকুমার চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া পরম শত্রুর এই সকল দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ধারাবাহিক রুধির তাঁহার ক্ষত-স্থান হইতে বহির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ভীত হইয়া মনেং বিবেচনা করিল, যুবরাজের যে অবস্থা দেখিতেছি, কিয়ৎকাল এইরূপে থাকিলেই যাতনায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে তাহাব কোন সন্দেহ নাই।

ভৃত্য অস্ত্রবাহক বনজ ক্ষুদ্রং অনেক গাছ গাছড়ার বিশেষং গুণ জানিত, রাজকুমারের সঙ্কটাবস্থা অবলোকন করিয়া সে সত্বর পর্ব্বতের এক পার্শ্ব হইতে কতকগুলা গাছড়া সংগ্রহ করিল, এবং প্রস্তরদ্বারা তাহার মূল পত্র সকল নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস যুবরাজের ক্ষতস্থানে প্রলেপিত করিল। ঈশ্বরসৃষ্ট উদ্ভিজ্জগণের কি আশ্চর্য্য গুণ! রস প্রয়োগ করিবা মাত্রেই রক্তস্রাব স্থগিত হইল, জ্বালাও অনেক হ্রাস হইল

পড়িল, যুবরাজ মৃতদেহে যেন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। এখন তাঁহার শরীরে কিছু বলাধান হইল, ভবিষ্যতে তাঁহার যে প্রাণ রক্ষা হইবে এমন ভরসা তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল। ইহাতে মজাহিদ প্রাণপ্রিয় নিজ ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আত্মীয়বর! আমি সবল হইয়াছি, এখন চল আমরা পর্ব্বতের অধোভাগে অবতরণ করি। মহমুদ ভাবিল, প্রভুর শরীর হইতে অনেক রক্ত বাহির হইয়াছে, পরিশ্রম করিলে এখনই রাজকুমার মূর্চ্ছাপন্ন হইবেন, অতএব তাহার কথাতে সম্মত হইল না। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মৃতসিংহীর গাত্র-চর্ম্মখান উন্মোচন করিল এবং সেই চর্ম্মে ক্ষণকাল রাজকুমারকে শয়ন করাইয়া শুশ্রূষা করিল। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজস্কন্ধে বহন করত আস্তেং পর্ব্বতের অধোভাগে নামিল।

মহমুদ প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, মজাহিদ কহিলেন, সখে! আমার বড়ই ক্লেশ হইয়াছে, আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, তুমি বট বৃক্ষ-ছায়াতে সিংহচর্ম্ম বিস্তারিত করিয়া দেহ, আমি তাহাতে শয়ন করি। প্রভুর আজ্ঞায় মহমুদ চর্ম্ম বিস্তারিত করিলে, যুবরাজ তাহাতে শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সুশীতল সমীরণ দ্বারা তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ভৃত্য নিজ প্রভুকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, রাজপুত্র বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন, কোন মতেই চলিতে পারিবেন না। স্কন্ধে যদি বহন করিয়া লই, তথাপি তাঁহার বড় ক্লেশ হইবে, অতএব আরং সঙ্গী লোকদিগের অন্বেষণ করা আমার

কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। 'কিন্তু এ নিদ্রিত এবং পীড়িতাবস্থায় একাকী ইহাঁকে ফেলিয়া যাওয়া বিহিত হয় না, পাছে আবার কোন বিষম বিপত্তি ঘটে। স্তুত কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই ক. তর হইল, অজস্র অশ্রুবারি তাহার নয়নযুগলে পতিত হইতে লাগিল। তখন বিপত্তিকালে পরমেশ্ব. যে অসহায়দিগের সহায় হন, এই চিন্তা তাহার অন্তঃকরণে উদ্দীপ্ত হইলে, সে এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে পরমাত্মন্! হে জগৎপতে! তুমি এ. নিবিড়ারণ্যে আমার নিরাশ্রয় প্রভুর আশ্রয় হইয়া জীবন রক্ষা কর। মনুষ্যের যে চেষ্টা সে সব বৃথা চেষ্টা তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না। হে দীননাথ! এ দীনদিগের প্রাণ রক্ষার কোন উপায় করিয়া দেহ।"

মহমুদ একাগ্রচিত্তে করযোড় পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা রাজকুমারের সঙ্গী লোকদিগের মধ্যে জনকয়েক ব্যক্তি শিকার করিতে ২ হঠাৎ তথায় উপনীত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মহমুদের আহ্লাদের আর পরিসীম রহিল না, সে পরমেশ্বরকে কতই ধন্যবাদ করিল, পরে রাজকুমারের অশুভ বার্ত্তা তাহাদিগকে জানাইল ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুবরাজের প্রতারক বন্ধু মহা পাপিষ্ঠ মসাউদও ছিল, দুরাত্মা মজাহিদকে বৃক্ষতলে সঙ্কটাবস্থায় উত্তানশায়ী দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল, আর মনে করিল এত দিনে আমি পিতৃহত্যার প্রতিফল দিতে পারিলাম। যেমন কর্ম্ম তেমন

ফল। যুবরাজ নিরপরাধে আমার পিতাকে যেমন প্রাণে নিহত করিয়াছেন, এখন আপনিও তেমনি প্রাণে হত হউন। কিন্তু ঐ কপটীর এমনি কপটভাব যে, অনুচরদিগের মধ্যে কেহই তাহার মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না, বরং তাহার কপট ব্যাকুলতা সন্দর্শন করিয়া তাহারা মনেং বিবেচনা করিল এ ব্যক্তি যুবরাজের দুঃখে যথার্থ দুঃখিত হইয়াছে।

কতকক্ষণের পর মজাহিদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রথমেই মসাউদকে দেখিতে পাইলেন, এবং পরিহাস করিয়া কহিলেন, মসাউদ! তুমি কি বুদ্ধিমান, তোমার মত আমার বুদ্ধি থাকিলে আমি বৃক্ষারোহণ করিতাম। বোধ হয় তাহা হইলে এ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করিতে হইত না।

মসাউদ প্রত্যুত্তর করিল, রাজনন্দন! আহা! আপনকার বড়ই ক্লেশ হইয়াছে, আপনকার দুঃখে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।—মজাহিদ কহিলেন তা বটে, যথার্থ যদি তোমরা আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাক, তবে তোমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ তো আর ভূমণ্ডলে নাই। দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্যের এইরূপ দুর্দশা হয়। এখন ভাগ্যেং পলায়ন করিয়া আপনি যে প্রাণ পাইয়াছ, ইহাতেই আপনাকে সুখী বোধ কর, আর মৌখিক দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিও না। রে ভীরু! সিংহ শীকারে প্রবৃত্ত হইলেই, মনুষ্যের এরূপ যন্ত্রণা হয়, নখরাঘাতের ক্ষত আমার শরীরে বহুদিন থাকিবে না, শীঘ্র তাহার উপশম হইবে।

মসাউদ অপ্রতিভ হইয়া আর কোন বাগ্‌বিতণ্ডা করিল না। এদিকে অন্যান্য অনুচরগণ একখানা চতুর্দ্দোলা প্রস্তুত করিয়া রাজকুমারকে তদুপরি শয়ন করাইল, পরে চারি জনে তাহা বহন করিয়া ধীরে২ রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহমুদ দোলা ধরিয়া রাজকুমারের সঙ্গে২ চলিল, সে অনবরত যুবরাজকে পাখা ব্যজন করে, এবং যখন যাহা প্রয়োজন হয়, স্নেহ পূর্ব্বক তখনই তাহা তাঁহাকে প্রদান করে, এইরূপে রাজকুমার কেবল মহমুদের সম্পূর্ণ যত্নে পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দেশ শুদ্ধ ভাবল্লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল। কয়েক সপ্তাহ তিনি শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না, ক্ষতজনিত প্রবল জ্বরের তাপে বিস্তর কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা অধিরাজ মহম্মদ-শা মহাশয় দেশ-দেশান্তর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। উত্তম ঔষধ, সুপথ্য, এবং যথাবিহিত সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তিনি ক্রমে২ আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সচ্ছন্দশরীর হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণ বিনাশ হেতু যুবরাজের মনোভীষ্ট পূরণ করণ বিষয়ে মসাউদ এবং তাহার ভগিনীর কথোপকথন। --বিবাদ-বিষয়ে বিশ্বস্ত রাজভৃত্য মহম্মদের আশঙ্কা। --প্রেয়সীর সহিত যুবরাজের ঐ সন্দেহ-বিষয়ক কথোপকথন। --যুবরাজের পিতা মহম্মদ-শার মৃত্যু।—যুবরাজের রাজ্য প্রাপ্তি ও রাজকোষ অপচয়। -অমাত্যক মহম্মদ কর্তৃক. অভিনব রাজার প্রাণবধকল্পনা শ্রবণ। -রাজা এবং রাজভৃত্যের কথোপকথন।—দুষ্ট প্রণয়িনীর গৃহে রাজার নিশি যাপন ও ভয়ানক দুর্ঘটনা। --বিশ্বস্ত ভৃত্য-কর্তৃক রাজার প্রাণ রক্ষা। -মসাউদের প্রাণ বিনাশ। -কপট-প্রেমী কামিনীর গৃহে দ্বিতীয়বার ভূপালের নিশি যাপন. এবং তৎ কর্তৃক তাঁহার মৃত্যু।

কয়েক দিনের পর নজাহিদ সিংহকৃত ক্ষতজপীড়া হইতে মুক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রাণপ্রিয়া মসাউদের ভগ্নীর নিকট গোপন-বিবাহের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সেই ধূর্ত্তা যুবতী মনেহ বিবেচনা করিল, রাজনন্দন অধীর হইয়াছেন, ওজর আপত্তি আর চলিবে না, স্তোক দিয়া যুবনাগককে কত দিন রাখা যাইবে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব বলিয়া আমি কতবার তাঁহার মনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছি, এখন কি বলিয়াই বা নিরস্ত করি। যদি কোন প্রকারে আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে এত দিন যে কল্পনা করিতেছিলাম সে সকলই বৃথা হইবে, পিতৃহত্যার প্রতিফল দিতে পারিব না। এখন কি করি, যাহাতে

এ বিষয়ের শীঘ্রং নিষ্পত্তি হয় তাহার উপায় উদ্ভাবং করাই আমার বিধেয় হইয়াছে। রাজকুমার প্রতিজ্ঞ লঙ্ঘন দোষে আমায় দোষী করিতে না পারেন, কিসে এমন সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপ, বিশেষ মনোগত অভিপ্রায় সাধন করিবার নিমিত্ত আমি যে রাজকুমারের প্রতি কপটপ্রীতি করিতেছি, প্রতি- বাসী কামিনীকুল তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা নানা ছলের নানা কথা কহে, তদ্দ্বারা নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমার সকলঙ্ক হইতেছে। বাস্তবিক তো কিছুই নয়, পরমেশ্বর অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট কি আর বিদিত আছে। মৌখিক সম্ভাষণ ব্যতিরেকে যদি আমি যুবরাজের সহিত কোন অবৈধ সংস্রব করিতাম তবেই পাপস্পর্শের সম্ভাবনা হইত, নতুবা জন- সমাজের মিথ্যা নিন্দাতে ভয় কি? সে যাহা হউক এখন কি করা কর্ত্তব্য। জগতের মধ্যে পিতা মাতা পরম গুরু বলিয়া মান্য, স্নেহ-বিষয়ে তুলনা করিতে হইলে এ সংসারের কোন আত্মীয় তাঁহাদের সমতুল্য নহেন। শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে পণ্ডিতেরা কহেন জনক জননীর ঋণ নাকি কখনই পরিশোধ হয় না. অতএব এতাদৃশ স্নেহাস্পদ পিতাকে আমার যে ব্যক্তি নিহত করিয়াছে, যৎ-কর্ত্তৃক আমি পিতৃহীনা হইয়া এক্ষণে মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছি, যাহার জন্য মান সম্ভ্রম হারাইয়া আমি এই প্রকার কুলকলঙ্কিনী হইয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রিয়তম ভোগলোকবেগকে শমনসদনে পাঠাইল, যে কোন প্রকারে হউক আমি তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিয়া বিশেষ প্রতিফল দিব,

অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। ঐ ধূর্ত্তা কামিনী মনে২ এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

রাজভৃত্য মবারক বর্ত্তমান থাকিতে ঐ সুন্দরীর সহিত তোগলোকবেগের পরিণয়-সম্বন্ধ হয়। তাহারা উভয়ে উভয়ের রূপ লাবণ্য দ্বারা বিমোহিত হইয়া পরস্পর সাতিশয় ভাল বাসিত। ভূপালতনয় দক্ষিণদেশে মহাবল পরাক্রান্ত দুঃসাহসী বীর বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন, ঐ তোগলোকবেগ জানিয়া শুনিয়া শুদ্ধ সেই কামিনীর অনুরোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিল। প্রতিজ্ঞা সাধনে তৎপরা নারী মজাহিদের অসন্তোষ জন্মাইবার ভয়ে প্রিয় নায়ক বিরহে বাহ্যে শোক বা মনোদুঃখ প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। যুবরাজ-কর্ত্তৃক ভ্রাতা এবং প্রিয়তম উভয়ে প্রাণে হত হইয়াছেন, এই কথা মনে হইলেই তাহার সর্ব্ব শরীর বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। কোন প্রকারে প্রতিফল দিতে না পারিয়া এক দিন যুবতী মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ে আমরা এত চেষ্টা করিয়াও রাজপুত্রকে নষ্ট করিতে পারিলাম না। দুঃসাহসী বীরবর বাহুবলে আমাদিগের সকল কল্পনা বৃথা করিয়া ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিমুক্ত হইতেছেন। হা বিধাতঃ! কি করিলে, উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে বুঝি আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। শেষে যা হবার তাই হবে, প্রাতিবাসিনীদিগের নিকট কলঙ্কিনী হইয়াছি না হইতে আছে, গোপনে বিবাহ

করিয়া রাজকুমারের মনোভীষ্ট সাধন করি, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজ্ঞা সাধন হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রমতে স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু বলিয়া পূজ্য, তাঁহার প্রতি গর্হিতাচরণ করিলে পরকালে আমাকে নরকগামিনী হইতে হইবে. তাহা কি করিব, যে জন্য আমি এই অবিধেয় কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তা হইতেছি, সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর তাহা জানেন। লোকের কথায় কর্ণপাত করিলে পিতৃ মাতৃ এবং প্রিয়তম হত্যার প্রতিফল দিতে পারিব না।

এই চিন্তায় অভিভূতা হইয়া সুচতুরা কামিনী একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিতেছিল, এমত সময়ে তাহার ভ্রাতা মসাউদ তথায় উপনীত হইল। উভয়ে সে সময়ে পরস্পর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অঞ্চলদ্বারা অশ্রুবারি বিমোচন করিয়া নিজ সহোদরকে কহিল, "ভ্রাতঃ মসউদ! রাজকুমার কি মোহিনীমন্ত্র জানেন, যে বিপদে সকল প্রাণির সকল যন্ত্রণা হয়, সে বিপদে তাঁহার কিছুই হয় না; যে উন্মত্ত করিবর দ্বারা অসংখ্য জীব নষ্ট হইয়াছে, সে করী তাঁহাদ্বারা প্রাণে নিহত হইল যে পশুরাজ সিংহের নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষদিগের শরীর লোমাঞ্চিত হয়, সে সিংহের নখরে ছিন্ন বিদ্ধ হইয়াও মরিলেন না, বরং তাহাদের দম্পতিকে প্রাণে নিহত করিলেন। অতএব সকল আশাই বৃথা হইল, এত ছলনা করিয়াও আমরা পিতৃশত্রু নিপাতন করিতে পারিলাম না।

মসাউদ।—ভগিনি! এত উৎকণ্ঠিতা হইও না, কালের কুটিল গতি, কখন্ কি হয় তাহা কে বলিতে

পারে, পরমেশ্বর দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগকে কালে শাসন করেন। অতএব কাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারের যে বল বিক্রম দেখিতেছ, তাহার কিছুই থাকিবে না, অবশ্যই তাঁহাকে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! বহুকাল তুমি এই কথা কহিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ, কিন্তু কিছুই হইতেছে না। নৃপতনয় বাহুবল দ্বারা সর্ব্বত্র মহাবীর বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন. জগতের তাবল্লোকেই অবনত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে, তাঁহার ভয়ে স্বাধীন রাজারা সতত সশঙ্কচিত্ত থাকেন। তবে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রু কিসে নষ্ট হইবে।

মসাউদ।—ভগিনি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বিপুল ধনশালী দিল্লী-নগর কিছু এক দিনে নির্ম্মাণ হয় নাই। নদীর স্রোতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকলও ক্ষয় হইয়া ক্রমে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, কালে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! বারি নিঃসরণে প্রস্তর সকল ক্ষয় হয়, একথা যথার্থ, কিন্তু আমাদিগের বিষয়ে তোমার এ উপদেশ বড একটা সম্ভব হইতে পারে না। তুমি আপনার কথায় আপনি ঠকিতেছ, কালে তো সকলই নষ্ট হইবে, তবে পিতৃহন্তাকে প্রতিফল দিবার জন্য এত চেষ্টা পাইতেছিলে কেন। এক্ষণে পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া আর বিলম্ব করা উচিত নয়। উহা শুদ্ধ কাপুরুষের কর্ম্ম। ভাল, শীঘ্র২ কিসে শত্রুর প্রতিবিধান হইতে পারে, এমন কোন উপায় কি তুমি উদ্ভাবন করিতে পার না?।

মসাউদ।—সহোদরে! আমি তোমাকে কি উপায় বলিয়া দিব, তুমি যুবরাজের পরম প্রেয়সী, স্বয়ং কোন উপায় উদ্ভাবন কর, তোমার চেষ্টাতে অবশ্যই আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে।

ভগিনী।—আমি রাজপুত্রের প্রেয়সী বটি, আর প্রণয়পাশে তাঁহাকে এক প্রকার বদ্ধও করিয়াছি; একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার তো প্রাণ বিনাশ হইবে না।

মসাউদ।—ভগিনি! প্রেমের দ্বারা প্রাণের স্ফূর্ত্তি এবং বিনাশ উভয়ই ঘটিয়া থাকে। তুমি বুদ্ধিমতী অনায়াসেই বুঝিতে পার, প্রকাশ করিয়া বলিবার বড় একটা প্রয়োজন দেখিতেছি না। রাজকুমার সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে সাতিশয় ভালবাসেন, তুমি যদি তদনুরূপ অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা কর, তাহা হইলেই মনের বিষাদে তিনি প্রাণ ধারণ করিবেন না।

ভগিনী।—অনাদর, অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছীল্য এই তিন কথারই প্রায় এক ভাব, নায়ক নায়িকাদিগের প্রণয়-বিষয়ে এই তিনই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। কিন্তু ইহা তো প্রায় সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সকলেই সহ্য করে, কে কোথায় ইহার জন্য আবার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে?।

মসাউদ।—ভগিনি! তুমি কুলবালা নিরন্তর গৃহমধ্যে অবস্থিতি কর, নায়ক নায়িকাদিগের বিগতানুরাগ জন্য এই ধরণীতলে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং ঘটিয়াছে তাহার কিছুই জান না। প্রাচীন ইতিবৃত্ত

পাঠদ্বারা আমি বিশেষ অবগত আছি, পূর্ব্বকালীয় অনেক বীর শুদ্ধ প্রেয়সী-বিরহ যাতনায় আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। এই ভয়ানক ব্যাপার-হেতু কত শত দেশ রাজবিপ্লব-দ্বারা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কতশত নায়ক নায়িকা উদ্বন্ধন এবং গরল-পানে এ দুর্লভ মানবদেহ নষ্ট করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছীল্য করিলে রাজপুত্র তোমার বিরহতাপে নিজ বপু নিপাতন করিয়া ইহকাল এবং পরকাল নষ্ট করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! মৌখিক আলাপন ব্যতিরেকে যুবরাজের সহিত আমার আর কোন বিশেষ সম্বন্ধ হয় নাই। এখন তাঁহাকে অবজ্ঞা এবং অনাদর করিলে, তিনি যে অনুত্তম সাংসারিক সুখে জন্মেরমত জলাঞ্জলি দিবেন, কোন মতেই আমার এমন অনুভব হয় না। যুবরাজকে বিশেষ প্রণয়জালে বদ্ধ করিতে হইলে, গোপন বিবাহ দ্বারা তাহার মনোরথ পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে কর্ম্ম করিলে তিনি আমার পরমারাধ্য পতি হইবেন, কোন প্রকারে আমি তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিব না। স্বামীর প্রতি গর্হিতাচার করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয়পক্ষেই বিরুদ্ধ, ঐ অবিধেয় কর্ম্মে আসক্ত হওয়া স্ত্রীমাত্রেরই অনুচিত। অধিক কি! মনোমধ্যে উহা উদ্ভাবন করিলে আমার শরীর-লোমাঞ্চ ও চিত্তবৈকল্য হয়।

মসাউদ। প্রিয়ভগিনি! মজাহিদকে নষ্ট করা আমাদিগের মুখ্যসঙ্কল্প। স্বামী বলিয়া তুমি এত অধ-

র্ম্মের ভয় কেন করিতেছ? সত্য কহিতেছি, পিতৃ-হন্তার হস্ত সেহ যদি স্বচক্ষে দেখিতে পাই, তবে ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি। গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আমি কিছুমাত্র পাপের ভয় করি না।

ভগিনী। তবে তোমারমতে ভূপালতনয়কে বিবাহ করিয়া কৌশলদ্বারা তাঁহার প্রাণ বধ করা উচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে লোক-নিন্দা এবং অখ্যাতি হইলে, বোধ হয় তুমি অসন্তুষ্ট হইবে না।

মসাউদ। সহোদরে! এতাদৃশ অখ্যাতিকে কিছু অখ্যাতি বলা যায় না, ইহা তো একপ্রকার শ্লাঘ্য বিষয়। তোমার দ্বারা পিতৃঘাতক প্রাণে হত হইলে ইহা অপেক্ষা আর সুখ কি, তুমি পিতার সার্থক কন্যা, পরণীতর্জে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধার্থ কন্যাকে যাহা করিতে হয়, তুমি তাহা করিতে পারিলে লোকসমাজে সাতিশয় যশস্বিনী হইবে। পিতৃশত্রুর রুধির লইয়া আহুতি প্রদান কর, উহার ধূম স্বর্গপর্য্যন্ত যাইবে। আর তজ্জনিত পরম সুখ্যাতি এ মহীমণ্ডল হইতে কথনই বিলুপ্ত হইবে না।

ভগিনী। ভ্রাতঃ! তবে আমি বিবাহ করিয়া রাজকুমারের মনোরথ সিদ্ধ করিব। তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইলেই, আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, সত্য কহিতেছি, আমাদ্বারা অচিরে তিনি কৃতান্তের করাল গ্রাসে পতিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল ভয়মাত্র এই, যে ব্যক্তিকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করি, কিরূপে তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী

হইয়া পত্নীবৎ মিষ্ট-সম্ভাষণ দ্বারা আমোদ আহ্লাদ করিব। ছলনা প্রকাশ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, এই উদ্বেগ আমার চিত্তসরোজে অনুক্ষণ উদিত হইতেছে।

মসাউদ। ভগিনি! রোগীলোকেরা রোগ উপশমের কারণ অতি কটু তিক্ত ঔষধও সেবন করে। যুবরাজ আমাদিগের পক্ষে সমুদয় রোগের কারণ স্বরূপ। দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, প্রভৃতি চিত্তের অসুখ সকলই ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার অপ্রিয়কর প্রিয়বাক্য সম্প্রতি তোমায় তিক্ত ঔষধস্বরূপ বোধ হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে চিত্তের অসুখ আর থাকিবে না, তাবৎ মনোদুঃখ ক্রমে নিবারিত হইবে। প্রিয়ভগিনি! আর একটি কথা বলি শুন, কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। সমুদায় পীড়ার কারণ ঐ যুবরাজ যদি তোমাকর্ত্তৃক নিহত হন, তবে তদুৎপন্ন কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ঐহিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা তুমি আর কি পুরস্কার চাও।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! অগ্নিময় পথ দিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করা যেমন কঠিন বিষয় হয়, রাজকুমারের অসহ্য স্নেহবাক্য সহ্য করিয়া নিজ সঙ্কল্প সাধন করা আমার পক্ষে সেইরূপ দুষ্কর।

মসাউদ।—সহোদরে! অনলময় বর্ত্ম দিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সাতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু প্রথমে দুঃখভোগ না করিলে পরে সুখ হয় না। কোন প্রকারে একবার যদি সেই সুখপূর্ণ শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সুখের আর পরিসীমা থাকে

না। সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক দুঃখ কোথায় বিলুপ্ত হয়, কেহ তাহার চিহ্ন দেখিতে পায় না।

ভগিনী। কথার ছলে আমি তোমার মনোগত ভাব সকলই বুঝিতে পারিলাম। এখন যে খেলায় তুমি আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ সে খেলায় তুমি কি খেলিবে তাহা বল।

মসাউদ! তুমি সুযোগ কর, আমি স্বহস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া যুবরাজের হৃদয় বিদ্ধ করিব। অস্ত্র সঞ্চালন বিষয়ে আমার বিশেষ নৈপুণ্য আছে, মন্দ মন্দ বায়ু বহন হইলে যত না শব্দ হয় আমি অস্ত্র সঞ্চালন করিলে তত শব্দও হইবে না। এমনি মারি মারিব, রাজকুমার টেরও পাইবেন না।

এইরূপে ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে বিবাহসঙ্কল্প স্থির করিয়া মজাহিদের প্রাণ বধার্থ কুপরামর্শ করিল। দুই জন আমীর ব্যতিরেকে মসাউদ এ কুমন্ত্রণা আর কাহাকেও জানায় নাই। ঐ ব্যক্তিদ্বয় যুবরাজের পরম শত্রু ছিল। তাহার কারণ এই, বিজয় নগরের অধীশ্বর কৃষ্ণরায়ের সহিত যখন যুবরাজের যুদ্ধ হয় তখন ঐ আমীরদ্বয় ভীরুতা প্রকাশ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে নাই, রাজকুমার ইহাতে কুপিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়াছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা প্রাণ বিনাশ হইবে, রাজতনয় এমন সন্দেহ মনোমধ্যে একদিনের জন্যেও করেন নাই। তিনি ধূর্ত্তা নারীর ছলনা দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন, আমি যেমন সুন্দরীকে

অতিশয় ভাল বাসি, সেও আমাকে তদ্রূপ ভাল বাসে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মনোমোহিনী আমার প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। এই বিবেচনায় তিনি পিতা মাতা কাহাকেও না কহিয়া গোপনরূপে কামিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুদিন বিলম্বে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মবারক-তনয়াকে বাস করিতে দিলেন। প্রেমান্ধ যুবরাজ নূতন বাটীতে বাস করিয়া প্রায় সমস্ত দিন ঐ কামিনীর সহিত হাস্যামোদ দ্বারা কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শঠপ্রধানা মসাউদের ভগিনী এমনি চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি কপট প্রণয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, যে রাজকুমার বিবেচনা করিলেন মনোমোহিনীর চিত্ত সরোজকে আমি হরণ করিয়াছি, অবলা শয়নে স্বপনে আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না।

এক দিন যুবরাজের বিশ্বস্তভৃত্য মহম্মুদ ঐ মনোমোহিনীর সারল্য-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া নিজ প্রভুকে কহিল, "প্রভো! মবারকতনয়ার কপট-প্রেমে বোধ হয় আপনি প্রতারিত হইবেন, এই বেলা সাবধান হউন, ও নারী অবিচলিত চিত্তে যে আপনাকে ভালবাসে এমন আমার অনুভব হইতেছে না"। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঐ রমণী যে তাঁহার প্রাণবধ সঙ্কল্প করিয়াছে, এমন আশঙ্কা একবারও ঐ ভৃত্যের মনোমধ্যে উদয় হয় নাই।

প্রিয় জনের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা শুনিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণ বড়ই ক্ষুব্ধ হয়। মহম্মুদের মুখে প্রেয়সীর

কপট প্রেমের কথা শুনিয়া রাজকুমার বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বিশ্বস্তভৃত্য অস্ত্রবাহকের নিকট নিজ মনোগত ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না; না করুন, রাজকুমার যে কুপিত হইয়াছেন, ইহা ঐ বুদ্ধিমান্ মহমুদ উপলব্ধ করিতে পারিল। সেই পর্য্যন্ত সে ঐ প্রণয়িনীর প্রণয়-বিষয়ের কোন কথা কহিয়া আর তাঁহাকে অসুখী করিত না। প্রভু যাহাতে রুষ্ট না হন, সম্যক্ প্রকারে তাহাই করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা, পূর্ব্বে রাজকুমারের সহিত তাহার যেরূপ সদ্ভাব ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল।

মহা ভয়ঙ্কর বিপদের সময় মহমুদ নৃপনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি সকল কালেই ঐ ভৃত্য অনুচররূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মজাহিদ এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া মনে বিবেচনা করিলেন, যে কামিনীর রূপ লাবণ্য আনিদিন-রাত্রি ভাবনা করি, একদণ্ড যাহাকে না দেখিলে আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, সে যে আমাকে কপট প্রেম করে প্রিয়ভৃত্য এমন কথা আমাকে বলিলেই বা কেন। যাহা হউক মহমুদ আমার বিশ্বস্তপাত্র, উত্তমরূপ পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয়ে সহসা তাহার কথা অবহেলন করা উচিত নয়। আত্মীয় ভাবে তাহার সকল উপদেশ আমার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া একদিন তিনি নিজ প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! উদার চরিত্রপ্রযুক্ত কাপট্যভাব কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত

আমাকে ভাল বাসনা! তোমার প্রেম কি সরল প্রেম নহে? তুমি যে আমার যথার্থ ধর্ম্মপত্নী এমন বিবেচনা করা কি আমার ভুল হইয়াছে?”

কামিনী বলিল, প্রাণনাথ! এ কেমন কথা, এমন প্রশ্ন তুমি তো আমাকে কখন জিজ্ঞাসা কর নাই, বুঝিলাম প্রাণ দিলেও পুরুষ জাতির মন পাওয়া দুষ্কর। ভাল, কি কারণে তুমি আমাকে এমন কথা কহিলে!

মজাহিদ।—প্রেয়সি! এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর হইল? আমি যেমন সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমিও তেমনি সংশয়িত-চিত্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতো আমার কথার উত্তর হইল না।

কামিনী।—নাথ! আমি এক জন রাজানুগৃহীত প্রধান আমীরের কন্যা, নিতান্তানুরাগ না হইলে ... মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া কখনই আমি তোমাকে গোপন রূপে বিবাহ করিতাম না। বল তো অপ্রকাশ্য-রূপে তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া আমি এক প্রকার লোকসমাজে কলঙ্কিনী হইয়াছি। অতএব তুমি যে আমার স্নেহবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবে, স্বপ্নেও আমার এমন বিবেচনা হয় নাই। যাহা হউক তুমি রাজরাজেশ্বর, কত রাজকন্যা তোমার জন্য ঈশ্বর আরাধনা করিতেছেন, মনে করতো তুমি আমা-অপেক্ষা কত সুন্দরী পাইবে। কিন্তু কপট প্রণয়িনী বলিয়া আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে আমি জন্মের মত গেলাম, আমার ইহ পরকাল সকলই নষ্ট হইল। তবে রাজকুমার! বিবে-

চনা কর, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমার অধিকার আছে কি না? তুমি কি দেখিয়া আমার প্রতি সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলে, আশংসার কর্ম্ম আমা দ্বারা তো একদিনের জন্যেও হয় নাই।

মজাহিদ।—প্রিয়তমে! তোমার সকল কথাই সত্য, আচার ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্দেহ জন্মায়, এমন কর্ম্ম আমি তোমার একদিনের জন্যেও দেখি নাই।

কামিনী।—প্রাণেশ্বর! তবে এরূপ সন্দেহ করা তোমার পক্ষে বিধেয় হয় নাই। বোধ করি আমার কোন শত্রু তোমার সরল-চিত্তে এই বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, এখন নিষ্কপট-ভাবে সেই শত্রুর নাম আমার সাক্ষাতে বল। কেমন মহারাজ! এরূপ প্রার্থনা করিতে আমার অধিকার আছে কি না।

মজাহিদ।—পদ্মিনি! তোমার বদনপদ্ম অবলোকন করিলে, মনুষ্যজাতির কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী কীট পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকে। অতএব তোমার প্রতি শত্রুত্ব ভাব প্রকাশ করে, এমন নিদ্দয় মনুষ্য আমি তো এক জনকেও দেখি না। আমি শুদ্ধ রহস্য করিয়া তোমায় এই প্রণয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

কামিনী।—প্রাণবল্লভ! আমি তোমার নিমিত্তে বল তো এক প্রকার সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি। এখন স্বরূপ বিষয়ের বিরূপ ভাব দেখিলে আমার অন্তঃকরণে বড়ই দুঃখ হয়। তুমি আমাকে কপটপ্রণয়িনী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিলে আমি এক দিনের নিমিত্তেও জীবন ধারণ

করিতে পারিব না। কি জানি বিরহ যাতনায় আমাকে কোন্ দিন আত্মঘাতিনী হইতে হইবে। দেখ যুবরাজ! যে সূর্য্যের সহবাসে কমল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সেই সূর্য্যের প্রখর কিরণে কমল শুষ্ক হইয়াযায়। আমি তোমার আদরে আদরিণী হইয়াছি, এবং তোমার অনাদরেই প্রাণত্যাগ করিব। এইরূপ কথোপকথন দ্বারা মজাহিদের দৃঢ় প্রতীতি হইল, যে নবাবক-তনয়া যথার্থই তৎপ্রতি অনুরক্তা হইয়াছে. অবলা কুলবালা তাঁহা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। পূর্ব্বে বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহা স্থান পাইল না। চতুরা নায়িকার চাতুর্য্য দ্বারা বিমুগ্ধ নায়কের সকল সন্দেহই একেবারে ভস্মসাৎ হইল।

এমত সময়ে দক্ষিণরাজ্যের অধীশ্বর মহম্মদ শা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইলেন। পিতার পরলোকে যুবরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় রাজ্যের একাধিপতি হইলেন। কিয়দ্দিন দক্ষিণখণ্ডে নৃত্য গীত মহোৎসবাদির ইয়ত্তা রহিল না। যুবরাজ রাজা হওয়াতে প্রধান অপ্রধান সকল লোকেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিল। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজারা তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ করিবার নিমিত্ত রাশি রাশি মহামূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা দ্বারা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিবার নিমিত্ত যে সকল কুমন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিবারিত না হইয়া কেবল কিছুদিনের নিমিত্ত

স্থগিত রহিল। যুবরাজ রাজকোষ হইতে মহামূল্য হীরকাদি বহির্গত করাইয়া প্রাণ-জিঘাংসু প্রেয়সীকে প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনি সর্ব্বে সর্ব্বা, নিবারণ করে এমন কোন ব্যক্তি উপরে নাই। মনোমোহিনীর গুণে বিমোহিত হইয়া রাজকুমার অনেক ঐশ্বর্য নষ্ট করিলেন। প্রভুভক্ত মহমুদ ইহাতে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কি সর্ব্বনাশ! পাপীয়সী রাক্ষসী দ্বারা বুঝি রাজ্য নষ্ট হয়। প্রভু রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঐ পদে পদানত হইয়াছেন, ভাণ্ডার একপ্রকার শূন্য হইল কিছুদিন এইরূপ ব্যবহার করিলে অন্যান্য বিদ্রোহী রাজারা ছলে বলে ইঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব এইবেলা সাবধান করা উচিত। বিশ্বস্ত ভৃত্য কি করে, না৹ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর নিষেধ করিল, সে সুযোগ পাইলেই নিজ সন্দেহ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিত না তথাপি রাজকুমার তাহার কথাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

দুষ্ট-লোকদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কোথায় কি হইতেছে, কে কি বলিতেছে, কে কোন ভাবে কথা কহে, তাহারা সর্ব্বদা এই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। মহমুদের আকার ইঙ্গিত এবং বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া মসাউদ বিবেচনা করিল, যুবরাজের প্রিয়ভৃত্য অবশ্যই আমাদের মনোগত কল্পনা কোন না কোনপ্রকারে উপলব্ধ করিয়া থাকিবে, নতুবা তাহাকে এখন আমি এমন দেখিতেছি কেন? যাহা

হউক, কুমন্ত্রণা প্রকাশ হইলে যুবরাজ আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব এইবেলা সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া মসাউদ পরম বন্ধুর সদৃশ রাজপুত্রের বিশেষ হিত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দ্বারা মহমুদের পূর্ব্ব সন্দেহ ক্রমে দৃঢ়ীকৃত হইতে লাগিল।

একদিন মসাউদ এবং তাহার ভগিনী উভয়ে এক নিভৃত গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া রাজকুমারকে বিনাশ করিবার জন্য পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল। এমত সময়ে রাজভৃত্য মহমুদ বিশেষ কার্য্যানুরোধে ঐ গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইল। সে উপনীত হইয়া হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল না, ভিতরে কি কথা হইতেছে মনঃসংযোগ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহারা ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে ইহার কিছুই জানিত না, অস্ত্রবাহকের পদ-শব্দও তাহাদের কর্ণগোচর হয় নাই; বিরল স্থানে থাকিয়া একান্তচিত্তে দুই জনে কেবল হত্যাবিষয়ে কুমন্ত্রণা করিতেছিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য গোপনভাবে তাহা শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল, আর মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার সন্দেহ অন্যথা হইবার নয়। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা সত্যই দেখিতেছি। এখন কি প্রকারে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করি। প্রণয়িনী মবারক-তনয়ার বিষয়ে কোন কথা কহিতে সে দিন রাজকুমার আমাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়াছেন, এখন কোন্ সাহসেই বা তাঁহার সাক্ষাতে যাইয়া এই ভয়ানক বৃত্তান্ত অবগত করাই, বলিলেই তিনি অত্যন্ত কুপিত হইবেন।

পরমেশ্বর আমাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন, না বলিলে প্রভুর প্রাণ যায়, বলিলে প্রভু বিরক্ত হন। পরন্তু আমি চিরকাল তাঁহার নিতান্তানুগত ভৃত্য, স্বকর্ণে এমন ভয়ঙ্কর বিষয় শ্রবণ করিয়া কি রূপেই বা শিথিল থাকি। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, বিরক্ত হন তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি রাজকুমারের সাক্ষাতে যাইয়া তৎপ্রেয়সীর এই ভয়ানক অপ্রিয় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করাই।

মনে মনে এই স্থির করিয়া একদিন প্রাতঃকালে মহমুদ নৃপতি-মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া কহিল, "মহা-রাজ! করুণস্বভাব প্রভু কখন অনুরক্ত প্রজার কথাতে অসন্তুষ্ট হন না। যদিও হন, তথাপি স্বরূপ বাক্য কথনে সেই প্রজার ভয় করা উচিত নয়। বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই অগ্রে মনুষ্যের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রভুর বিপদ হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া প্রভুভক্ত প্রজা কিরূপে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে। রাজার অমঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল, অগ্রে সতর্ক করিলে যদি সেই অমঙ্গল কোন প্রকারে দূরীকৃত হয়, তবে প্রভুভক্ত লোকদিগের সেই কর্ম্ম করা সাতিশয় বিধেয় বোধ হইতেছে।

মজাহিদ-শা।—মহমুদ! আমি তোমার কথার ভাব বুঝিতে পারি না, নির্ব্বোধের ন্যায় আশংসা-সূচক কথা কহিয়া কেন তুমি আমায় বারম্বার জ্বালায়-তন কর, একদিন আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া কহিয়াছি, প্রেয়সীর বিরুদ্ধে কোন কথা তুমি আমার সাক্ষাতে কহিবে না।

মহমুদ।—ধর্ম্মাবতার! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আপনি যে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা আমি উত্তমরূপে জানি। কিন্তু যে রাজা বাল্যাবস্থা অবধি এ অধীনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বদান্য-স্বভাব হেতু যাঁহাকে তাবল্লোকেই ধন্য ধন্য করে, তাঁহার বিপদ-বার্ত্তা শুনিয়া আমি কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করি। প্রভো! বলিবার কারণ আছে, এইজন্যই বলি, নতুবা ভৃত্য হইয়া কে কোথায় নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহে। সত্য কহিতেছি, মহারাজ! আপনকার বিষম বিপত্তি ঘটিবে।

মজাহিদ-শা।—বৎস্যে মহমুদ! কিজন্য তোমার মনে এমন সন্দেহ হইয়াছে, তুমি যে মত্ত-বারণের ন্যায় বারণ মান না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ বিপত্তি আশঙ্কার মূল কি?

মহমুদ।—মহারাজ! প্রণিধান করুন, সে দিন আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া আমি একাকী তব প্রেয়সীর বাটীতে গিয়া শুনিলাম, আপনি সেখানে নাই, রাজপ্রিয়া একটি নিভৃত গৃহে বসিয়া নিজ ভ্রাতা মসাউদের সহিত কথোপকথন করিতেছে। ইহাতে আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, আসিয়াছি তো প্রভু-মনোমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। কিন্তু দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র আমার কর্ণগোচর হইল, মসাউদ নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "সহোদরে! বিধি বুঝি এত দিনে আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিলেন, বহু চেষ্টা করা গিয়াছে, তথাপি দুরাত্মাকে প্রতিফল দেওয়া হয় নাই,

এখন তো সে আমাদের এক প্রকার করতলস্থিত হই-য়াছে, অনায়াসেই তাহাকে মনোমত শাস্তি প্রদান করিতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মজাহিদ-শা।—সৌম্য! আমার উদ্দেশে তাহারা যে দণ্ডবিধানের কথা কহিতেছিল, ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে? মসাউদের সহিত আমার অত্যন্ত আত্মীয়তা, তাহার ভগিনী মনে জ্ঞানে শয়নে স্বপ্নে আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, আমি তাহার সর্ব্বপ্রকারে চিত্তানুরঞ্জক, অতএব আমার প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুর কথা তাহারা কখনই কহিবে না। বোধ হয় তাহারা অন্য কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিফল দিবার কথা কহি-তেছিল।

মহমুদ।—মহারাজ! মবারক-পরিবারের সহিত আপনকার আন্তরিক সৌহার্দ্দ আছে তাহা আমি উত্ত-মরূপ জানি। কিন্তু জানিলে কি হয়, নৃপতিরা প্রায় ঐশ্বর্য্যভোগে দিন যামিনী অতিবাহন করেন, মানব-জাতির অন্তঃকরণের ভাব বড় একটা বুঝিতে চাহেন না। অনুভব দ্বারা মনের কথা অবধারণ করা কিছু সহজ কর্ম্ম নহে, এশক্তি সকল মানুষের নাই। বদন মণ্ডল দেখিয়া আমি মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, যে ব্যক্তি দর্প করিয়া এমন কথা কহে, তাহার অত্যন্ত ভূল, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখা গিয়া-ছে, কপটী লোকদিগের মুখে এক, মনে এক, তাহারা প্রকাশ্যে যেরূপ ব্যবহার করে, অন্তরে সেরূপ কখনই করে না।

মজাহিদ-শা।—মিত্র অস্ত্রবাহক! কত দিন তুমি

এমন পণ্ডিত হইয়াছ ! কোন্ গ্রন্থদ্বারা তুমি অন্যের মনোগত ভাব অবধারণ করিতে শিখিলে ? বাহ্যিক দৃষ্টে অন্যের চরিত্র জানিতে হইলে, যখন অপর সাধারণ সকলের ভুল হয়, তখন যে তোমার ভুল হইবে না, ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে ?

মহমুদ।—মহারাজ, রহস্য করেন কেন, মানবজাতির চরিত্র আমি উত্তমরূপ বুঝিতে পারি এমন দর্প করিতেছি না। যে স্থলে অন্যের ভুল হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে আমারও অবশ্যই ভুল হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সাবধানের বিনাশ নাই, মনুষ্য নির্বিঘ্নে পরমসুখে কালযাপন করিলেও, সতত সতর্ক থাকিয়া, বিপদ না ঘটে এমত বিহিত চেষ্টা করিবে। প্রভো, প্রাকৃতিক পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আকাশ-বায়ু যেরূপ সাতিশয় স্থির হয়. দিনেক দুদিন বায়ু সঞ্চলন কিছুমাত্র হয় না। পরে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইয়া প্রাণীমাত্রকে দুঃখ দেয়। ধর্ম্মনীতিও সেইরূপ, কোথাও কোন বিপদ আশঙ্কা নাই, মনুষ্য সচ্ছন্দে মনের সুখে কালযাপন করিতেছে, কিন্তু হঠাৎ এমনি ভয়ানক দুঃসময় উপস্থিত হয়, যে পরম মিত্রও শত্রু হইয়া প্রতিকূলাচরণ করে।

মজাহিদ-শা।—সৌনা ! ভাল কথা কহিতেছ, তোমার বাক্য সহসা কোন মতে অগ্রাহ্য করিবার নয়, কিন্তু তদনুসারে চলিতে গেলে যাবজ্জীবন আমাকে একেবারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে, মনের সুখ কিছুমাত্র থাকিবে না। তুমি পরম বন্ধু হইয়া কি-

রূপে আমায় এইরূপ আশংসায় চিরকাল পরিযাপন করিতে কহ। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহার অন্তঃকরণ সতত শূন্য থাকে, কাহারও প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না, সর্ব্বদাই সাশঙ্কচিত্ত, কখন্ কি হইবে, কে কি করিবে, দিবারাত্র এই চিন্তায় যাহার কোমল মন নিরন্তর উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার জীবন ধারণে ফল কি? তাহার পক্ষে এ সংসারে থাকায় না থাকায় সমান, প্রতিবেশী বন্ধুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া যে ব্যক্তি সামাজিক সুখ সম্ভোগ করিতে না পারে তত্তুল্য হতভাগ্য লোক আর কে আছে? আমার বিবেচনায় তাহার পক্ষে মরাই ভাল, বাঁচিয়া কেবল অপরিসীম মনোবেদনা সহ্য করিতে হয়।

মহমুদ।—মহারাজ! প্রভু যাহাতে নিরন্তর অসুখী হইবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কি অনুগত ভৃত্যের কর্ম্ম! আমি আপনাকে সতত সন্দেহান্বিত থাকিতে বলিতেছি না। আমার কথার বিশেষ একটি তাৎপর্য্য আছে, তাহা এই, কোন বিষয় বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আপনি উহা বিশ্বাস-যোগ্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কাহাকেও বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন। নিঃসংশয়চিত্ত হইয়া হঠাৎ কাহাকেও বিশ্বাস বা কাহারও সহিত সৌহার্দ্দ করিবেন না। এত তর্ক বিতর্ক করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই।

মজাহিদ।—সহৃদর অস্ত্রবাহক! তুমি কেমন কথা বলিতেছ, আপনার দৃষ্টান্তে আপনি কেন বিবেচনা

করিয়া দেখ না। তুমি তো আমার বিশ্বস্ত বন্ধু! বিশেষ বিবেচনা এবং পরীক্ষা না করিয়া হঠাৎ কি আমি তোমাকে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম, পরে মহমুদের সহিত কেন সখিতাচরণ করিলাম, এমন কথা আমি কস্মিন্‌কালে কি কাহারও সাক্ষাতে বলিয়াছি?।

দক্ষিণ-দেশাধীশের এই উক্তিতে মহমুদ অপ্রতিভ হইল, রাজবাক্য অলঙ্ঘনীয় বোধ করিয়া সে হঠাৎ স্পষ্টভাবে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না: কিন্তু ভূপতি যে নিঃশঙ্কচিত্তে নিরুদ্বেগে কাল হরণ করেন, কোন মতেই তাহার এমন ইচ্ছা নয়। অতএব প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সে একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, যে কোন প্রকারে হউক প্রভু যাহাতে নিরন্তর সাবধান থাকেন আমি এমন উপায় অন্বেষণ করিব। মনেঃ এই স্থির করিয়া মহমুদ অধীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে রাজন্! ফলের দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় হয়, তেমনি কার্য্য দ্বারা মনুষ্য সৎ বা অসৎ তাহা জানা যাইতে পারে।

মজাহিদ-শা।— ভাল কথা [illegible], কার্য্য দ্বারা মানব জাতির চরিত্র [illegible] হতে পারে, একথা সত্য, তাহার কোন ভুল নাই। তবে মসাউদের প্রতি অবিশ্বাস হয়, এমন কর্ম্ম তো অদ্যাবধি সে কিছুই করে নাই, এখন কি বলিয়া তৎপ্রতি আমি সন্দেহ করিতে পারি।

মহমুদ।—রাজন্! মসাউদ অবিশ্বাসের কর্ম্ম করে নাই; ভাল, বিশ্বাসের যোগ্য হয় এমন কি কর্ম্ম করিয়াছে?

মজাহিদ-শা।—সৌম্য! বিদ্বেষ বশতঃ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাকে বল, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বাল্যাবস্থা অবধি মসাউদ এমন কর্ম্ম কিছুই করে নাই, যাহাতে তাহার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে।

মহমুদ।—মহারাজ! আমি সামান্য কারণের নিমিত্ত এরূপ সন্দেহ করিতেছি না, মসাউদ এবং তাহার ভগিনীকে আমি কতবার গোপনভাবে কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি, আমাকে দেখিয়া আকার ইঙ্গিতে তাহারা কতবার কত ছলনা করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সন্দেহ জন্মে এমন বিষয় আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলুন, প্রাণদণ্ড করেন তাহাও স্বীকার; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহার একটিও মিথ্যা নয়। মবারক-পরিবারদিগের সহিত প্রণয় রাখিলে কখন আপনকার মঙ্গল হইবে না, দক্ষিণ-দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে। উহাদিগের কুমন্ত্রণাতে মহাশয়ের আর যে কত দুর্ঘটনা ঘটিবে তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারি না। আমার কথা প্রণিধান পূর্ব্বক শুনুন বা না শুনুন, কিন্তু আমি আপনকার নিতান্ত অনুগত ভৃত্য, বিশেষ রূপে অনুগৃহীত, যাহাতে আপনকার মন্দ না হয়, প্রাণপণে এমত চেষ্টা করাই আমার বিধেয় হইয়াছে। অতএব সাবধান করিতেছি, আপনি সতর্ক হউন। এক্ষণে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিলাম, মহাশয়ের যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন।

মজাহিদ-শা যদিও বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করিতেন, যদিও তাহার সততার প্রতি তাঁহার কস্মিন কালেও সন্দেহ হয় নাই, যদিও অনুষঙ্গী ভৃত্যকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তথাপি সেই প্রাণসমা প্রেয়সীর বিরুদ্ধে যে কথা কহিয়াছিল, তাহা তিনি আরোপিত এবং ভ্রমাত্মক জ্ঞান করিলেন, এবং নিজ জীবনের বিরুদ্ধে যে কুমন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা নিবারণার্থে কোন উদ্যোগই করিলেন না। মসাউদের ভগিনী রাজার চিত্ত-পুত্তলিকা স্বরূপ, তাহার প্রেম-রূপ জালে মক্ষিকার ন্যায় তিনি একেবারে পরিবদ্ধ হইয়াছেন, প্রাণ গেলেও সে প্রেম-রজ্জু এখন ছেদন করিতে পারেন না। অতএব পরম বন্ধু মহমুদের কথা অবহেলন করিয়া তিনি ঐ শঠ-প্রধানা কামিনীর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভূপাল দিবাভাগে ঐ চতুরা প্রণয়িনীর বাটীতে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, নানাবিধ কথোপকথন করিতেহ দিবাবসান হইল। সায়ংকালে রাজভবনে আসিতে রাজার ইচ্ছা হইল না, অতএব তিনি প্রাণতুল্য প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! অদ্য আমি তোমার বাটীতে নিশাযাপন করিব, তুমি ভৃত্যদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে কহ। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ দুষ্টা নারীর আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না, ভ্রূভঙ্গি এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা রাজার নিকট আপনাকে সে সাতিশয় হর্ষযুক্তা দেখাইল। পিতৃশত্রু নিপাতনের জন্য যে এমত সুযোগ হইয়াছে, মসাউদ তাহার

কিছুই জানে না। অতএব তাহার দুষ্টা ভগিনী তাহার নিকট শীঘ্রহ লোক পাঠাইয়া নৃপতি মহাশয়ের রাত্রে থাকিবার বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করাইল।

মজাহিদ একাকী ভগিনীর বাটীতে নিশাযাপন করিবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া মসাউদ সাতিশয় আহ্লাদিত হইল; ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, চির-সঙ্কল্পিত মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিবার আশয়ে শীঘ্রহ তাহার বাটীতে আগমন করিল। ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া কালসর্পিণীবৎ সেই দুষ্টা নারী এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল।

ভ্রাতঃ! অদ্য মহারাজ আমার আলয়ে যামিনীযাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব এত দিনে বিধি বুঝি আমাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ করিলেন। এক্ষণে কর্ত্ত[illegible]ধন-বিষয়ে তুমি বিশেষ যত্নবান হও।

ভ্রাতা।—সহোদরে! এই বিষয়ের সুযোগের জন্য তুমি আমায় কি করিতে বল?।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! তা আর বলাবলি কি! পিতৃশত্রু মজাহিদ যেন তোমার ছুরিকাতে বিদ্ধ হইয়া শমনসদনে যায়, এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

ভ্রাতা।—সহোদরে! পিতৃহন্তা যদি নির্বিঘ্নে প্রাণে নিহত হয়, তবে সে কর্ম্ম করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়াছে। এখন কি উপায়ে এমত ভয়ানক ব্যাপার সমাধা হইতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দাও।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া আর দুইজন রাজশত্রু তোমার আত্মীয় আমীরকে অনুসন্ধান করিয়া আন। তাহারা যেন আমার বাটী-

তে আসিয়া গোপনভাবে থাকে ! আমি নিশীথ সময়ে উঠিয়া ভূপাল মহাশয়ের শয়নাগারের দ্বার বিমোচন করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে না, অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করত নৃপতিকে যমালয়ে পাঠাইতে পারিবে।

ভ্রাতা।—আমি জানি রাজার বিশ্বস্তভৃত্য অস্ত্রবাহক রক্ষকরূপে সতত তাঁহার সঙ্গেই থাকে। বোধ হয় ভূপাল তোমার গৃহে অদ্য নিশাবঞ্চন করিতে আইলে, সে ব্যক্তিও তাঁহার শয়নাগারের পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে শয়ন করিয়া থাকিবে। অতএব আমাদের এ কর্ম্ম কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! অস্ত্রবাহকের জন্য তোমার এত ভাবনা কেন? সে যাহাতে কিছু না করিতে পারে এমন উপায় করিয়া দিলেই তো হইল। রাত্রিকালে রাজা এবং রাজভৃত্য উভয়ে এখানে ভোজন পানাদি করিবেন, সেই সুযোগে আমি ভৃত্যের খাদ্য দ্রব্যেতে এমন কোন বস্তু মিশ্রিত করিয়া দিব যে দণ্ডেক দুই দণ্ডের মধ্যে সে ব্যক্তি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইবে, তাহার জ্ঞানগোচর কিছুই থাকিবে না। রাজা যদি প্রাণ রক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহাকে ডাকিতে থাকেন, তথাপি সে শুনিতে পাইবে না।

ভ্রাতা।—সহোদরে! যাহাতে অস্ত্রবাহক অস্ত্রশূন্য হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কি তুমি করিতে পার না?।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ মসাউদ! তোমার মত হতবুদ্ধি মনুষ্য তো এই পৃথ্বীতলে আর নাই, তুমি স্ত্রীলোক

অপেক্ষাও মন্দ, এত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছ কেন? যে ব্যক্তি ঔষধ দ্বারা জ্ঞান-রহিত হইল, তাহার অস্ত্র থাকাতেই বা কি ফল! সে তো কোন প্রকারে নিজ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। পিতৃহন্তার নিপাতন-বিষয়ে এমন সুযোগ আর হইবে না, প্রতিদিন তো আমরা রাজাকে মারিতে কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু তোমাদ্বারা এত দিন তাহার উপায় কি হইয়াছে? আমি স্ত্রীলোক হইয়া যখন তোমাকে সাহস দিতেছি, তখন কি তোমার লজ্জা হয় না? যদি ভ্রাতা ভগিনীতে পরে আমাদিগের সম্পর্ক রাখিতে চাহ, তবে এই সুযোগে বিহিত চেষ্টা কর, নতুবা তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত।

নির্দ্দয়া নারীর এই প্রগল্‌ভত বাক্যকৌশলে মসাউদ লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ঘোরতর মধ্য-রাত্রিতে আমি আর দুইজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া নৃপতি মহাশয়ের শয়নাগারে প্রবেশ করিব; তুমি আস্তে আস্তে আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিও।

অতঃপর রাত্রিকালে ঐ দুষ্টা নারী মহমুদের নিমিত্ত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিল। রজনী এক প্রহর হইলে মহারাজ মজাহিদ নিজ প্রেয়সীর সঙ্গে সুখে ভোজন করিতে বসিলেন। অস্ত্রবাহক রাজার পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুঠরীতে বসিয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বাটীর কর্ত্রীর অনুজ্ঞাক্রমে ভৃত্যেরা পৃথক্ এক পাত্রে ঐ ভয়ানক খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিল। সে ব্যক্তি প্রথমাবধি সন্দেহান্বিত ছিল,

স্বর্ণপাত্রে বিবর্ণ এক প্রকার ব্যঞ্জন দেখিয়া সে মনে মনে বিবেচনা করিল; ভাল বোধ হইতেছে না, পাপীয়সী দুষ্টা রাক্ষসী আমার প্রাণবধ সঙ্কল্প করিয়া অবশ্যই এই ব্যঞ্জন-মধ্যে কোন না কোন ঔষধ মিশ্রিত করিয়া থাকিবে। এই সংশয়ে মহমুদ ঐ খাদ্য সামগ্রীর কিছুই খাইল না, পাছে রাজপ্রিয়া জানিতে পারে, এই ভয়ে ঐ সমুদায় ভোজ্যদ্রব্য একটি গবাক্ষ দ্বার দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, এই ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণ সাতিশয় চঞ্চল হইল। প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত লোকের ন্যায় সে একেবারে অস্থির হইয়া নিজ শয্যার উপরিভাগে শয়ন করিতে গেল, কিন্তু কেবল এপাশ ওপাশ করিল নিদ্রা হইল না, কি করে একদৃষ্টে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া রহিল। এইরূপে মহমুদ প্রায় দুই ঘন্টা শয়ন করিয়া আছে, এমত সময়ে রাজার শয়নাগারের মধ্য হইতে ফুস্ ফুস্ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, একেবারে শয্যা হইতে উঠিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ অব্যক্ত শব্দ সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু কে কথা কহিতেছে, এবং কি কথা কহিতেছে, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ অব্যক্ত ফুস্ ফুস্ শব্দ তাহার কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচর হইতে লাগিল। বড় একটা আলোক নাই যে স্পষ্টরূপে দেখে, তথাপি অল্প অল্প মিটমিট্যা আলোক দ্বারা তাহার উপলব্ধ হইল, যে ভূপতির শয়ন গৃহের দ্বারে তিন জন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহমুদ মধ্যরাত্রিতে এই অচিন্তনীয় মনুষ্যাকৃতি দৃষ্টি করিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইল,

উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে সে দেখিতে পাইল রাজপ্রিয়া পাপীয়সী রাজার শয়ন-গৃহের দ্বার বিমোচন করিল। দুরাত্মারা এই সুযোগে অনায়াসে রাজার শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে মহমুদ প্রকম্পিত-কলেবর হইয়া খড়্গ নিষ্কোষ করত নিঃশব্দে তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইল। প্রভুর দ্বারের নিকটে উপনীত হইয়া দেখে, যে, তাঁহার শয্যার নিকট মসাউদ এবং তাহার আর দুইজন অনুচর অস্ত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রাজার জ্ঞানগোচর নাই, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রেয়সী সেই পাপীয়সী বিশ্বাসঘাতকী কালসর্পী গুপ্ত-হন্তাদিগের বন্ধু হইয়া হস্তে একটি প্রদীপ ধারণ করত ভূপতির মস্তক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বস্ত-ভৃত্য মহমুদ নিজ প্রভুকে বিষম বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া আর ক্ষণমাত্র স্থির হইতে পারিল না, অতএব চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, "মজাহিদ-শা! গাত্রোত্থান কর, প্রভো মজাহিদ-শা! গাত্রোত্থান কর, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, দুর্ব্বৃত্ত ঘাতক লোক দিগের দ্বারা আপনি বেষ্টিত হইয়াছেন"। এইরূপ শব্দ করিতেং মহাবীর মহমুদ একজন গুপ্ত-হন্তাকে কাটিয়া একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। গোলযোগের দ্বারা রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, মসাউদ দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। অস্ত্র প্রবে-

শিত করে, বিলম্ব নাই, হৃদয়ের চর্ম্ম প্রায় তদ্দ্বারা স্পর্শ হয়, এমত সময়ে মহাবীর মজাহিদ-শা একেবারে গাত্রোত্থান করিয়া গুপ্ত হন্তার হস্ত জাপটিয়া ধরিলেন। দুঃসাহসী ভূপালের সহিত তুলনা করিতে গেলে, মসাউদ ক্ষুদ্র পতঙ্গ অপেক্ষাও দুর্ব্বল। সেই বিশ্বাসঘাতক দ্বারা আর কি হইতে পারিবে? রাজা বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সেই অস্ত্রে ঐ দুরাত্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, বিনাপরাধে গোপনে নৃপতিকে বধ করিতে গিয়া মসাউদ স্বয়ং নিহত হইল। পাপিষ্ঠ এত কল্পনা করিয়াও রাজার কিছুই করিতে পারিল না। যাহার প্রতি পরমেশ্বর প্রসন্ন থাকেন, মনুষ্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

এক জন গুপ্তহন্তা মজাহিদ কর্ত্তৃক এবং আর এক জন মহমুদ কর্ত্তৃক প্রাণে নিহত হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি প্রাণভয়ে প্রকম্পিত কলেবর হইয়া রাজার শয়নাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর পলায়ন করিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য অস্ত্রবাহক কৃপাণপাণি হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল। দুরাত্মা কতদূর পলাইয়া যাইবে, বীরপুরুষ মহমুদ পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটা ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিল, এবং বলপূর্ব্বক তাহার হস্তস্থিত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া রজ্জুদ্বারা তাহার হস্তপদাদি বন্ধন করিল। দুরাত্মা নিজকৃত পাপকর্ম্মের নিমিত্ত অতীব দুঃখিত হইয়া মনে ২ কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল। মহমুদ তাহার পদ বন্ধনের রজ্জু

ধারণ পূর্ব্বক টানিয়া তাঁহাকে একেবারে রাজসমীপে আনিল।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "রে দুরাত্মন্! কাহার কুমন্ত্রণায় তুই স্বদেশাধিপতির প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছিলি?"

দুরাত্মা উত্তর করিল, "মহারাজ! আমি কাহারও মন্ত্রণা শুনি নাই, আপনার ইচ্ছাতে আপনিই তোমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন ভয়ানক ব্যাপারে সহসা মনুষ্য কখনই প্রবৃত্ত হয় না, কোন না কোন বিশেষ অভিপ্রায় থাকে। তুই কি অভিপ্রায়ে তোমায় মারিতে অসি ধারণ করিয়াছিল।

দুরাত্মা কহিল, মহারাজ! আর অন্য অভিপ্রায় কিছুই নাই, শুদ্ধ উপদ্রবী রাজার হস্ত হইতে আমি ধরণীমণ্ডলকে মুক্ত করিতে চাহি।

যে ধূর্ত্তা রমণীর প্রবঞ্চনা দ্বারা মজাহিদ শার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অঙ্গুলী-দ্বারা প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া গুপ্তহন্তাকে কহিলেন, "অরে পাপাত্মন্! ঐ নারী কি তোদের কর্ম্ম-কর্ত্রী? আমাকে মারিতে ঐ কামিনী কি তোদের আহ্বান করিয়াছিল? গুপ্তহন্তা উত্তর করিল, "না মহারাজ! ও যুবতী নির্দ্দোষা, আপনকার প্রাণ বধ বিষয়ক সঙ্কল্পে উহার কোন সংস্রব নাই।"

পূর্ব্বে দুর্ভগা মবারকতনয়া বিবর্ণা ও লজ্জাতে অধোবদনা হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, গুপ্তহন্তা নৃপতির সাক্ষাতে তাহাকে

নিরপরাধিনী বলিয়া নিবেদন করিলে, তাহার শঙ্কাকুলচিত্ত ক্রমে নিঃশঙ্ক হইয়া উঠিল। মানসিক চাঞ্চল্য উদ্বেগাদি দূরীভূত হইলে মানবের বুদ্ধিশক্তিও বাড়ে। গুপ্তহন্তা মবারক-তনয়াকে নিরপরাধিনী কহিলে ঐ শঠপ্রধানা পাপীয়সী নিজ স্বাভাবিক চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিল না, সে রাজার আশংসা দূর করিবার নিমিত্ত গুপ্তহন্তাদিগের উদ্দেশে কত কটূক্তি প্রয়োগ করিল। আর, হা নাথ! মহমুদ না থাকিলে এখনি আমি তোমায় হারাইয়াছিলাম, কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে এ অধীনীর কি হইত, এইরূপ আক্ষেপসূচক শব্দ করিতে লাগিল।

মসাউদের অনুসঙ্গী ঘাতককামিনীর সততা এবং সারল্য বিষয়ে রাজার সন্দেহ জন্মে এমন কথা কিছুই বলিল না। দুরাত্মার আকার ইঙ্গিত কোন বিষয়ে ভূপাল উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, যে তাঁহার প্রেয়সী মবারকতনয়া এই প্রাণবধরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের মধ্যবর্ত্তিনী আছে। কারণ গুপ্তহন্তা তৎকালে মনেং স্থির প্রতিজ্ঞা করিযাছিল, আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার তথাপি আমি মসাউদের ভগিনীকে এ বিষয়ে কখনই দোষী করিব না। একে তো দেশাধিপতি রাজবধে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ইহ-পর-কাল নষ্ট করিলাম, আবার বিশ্বাসঘাতক হইয়া কেন স্ত্রীহত্যার মূলীভূত হই। তাহা হইলে ঈশ্বরসমীপে আমায় দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। গর্হিত কর্ম্মে যেমন না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তেমনি ফলভোগ করি। সত্য বলি বা মিথ্যা বলি, রাজা আমার প্রাণ রক্ষা কখনই

করিবেন না, তবে যাহাতে পরের অনিষ্ট না হয়, এখন তাহাই করা আমার বিধেয়। মনে মনে এই স্থির করাতে, অধিরাজ বারম্বার কুমন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সে কিছুমাত্র প্রকাশ করিল না, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনি যে এ গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা অম্লানবদনে বারম্বার কহিতে লাগিল।

অনন্তর মজাহিদ শা কুপিত হইয়া আজ্ঞা করিলেন, মহমুদ! দুষ্কর্ম্মকারী গুপ্তহন্তার বড় আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি, তুমি এই পাপাত্মাকে পার্শ্বস্থিত কুঠরীতে লইয়া উহার গাত্রস্থিত চর্ম্ম উন্মোচন কর। রাজার আজ্ঞায় অস্ত্রবাহক ঐ পাপকর্ম্মকারীর গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া তাহার অস্থি এবং মাংসগুলান গবাক্ষদ্বার দিয়া নরদামায় নিক্ষেপ করিল, শৃগাল এবং কুকুর প্রভৃতি মাংসভুক পশুরা রাত্রিকালেই তাহা পরমাহ্লাদে ভোজন করিয়া ফেলিল। দুর্বৃত্ত রাজদ্রোহীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। কোথায় রহিল তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, কোথায় বা তাহাদের প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রাণভয়ে কেহই তাহাদের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে আসে নাই। মন্ত্রপাঠ এবং ক্রন্দনের মধ্যে শুদ্ধ বন্যজন্তুরা কর্কশ শব্দ করিয়া তাহা সমাধা করিতে লাগিল। ভূপাল প্রাতঃকালে মৃত্যুরূপিণী প্রেয়সীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার-কালীন রাজপথের উপরিভাগে গুপ্তহন্তাদিগের শ্বেতবর্ণ অস্থি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

এইরূপে মহমুদ রাত্রিকালে ধর্ম্মে ধর্ম্মে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়া পরদিন প্রত্যূষে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া

দিয়া কহিল, কেমন মহারাজ! এ অধীনের কথা আপনি যে বড় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কি না। এক্ষণে এই ভিক্ষা চাহি, আপনি কালসর্পিণী মবারক-তনয়ার সহিত সংস্রব বিষয়ে নিরস্ত হউন। কিন্তু একবার মোহিনীরূপা কামিনীদিগের কমনীয় লাবণ্য-সরোবরে মগ্ন হইলে শীঘ্র কি তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিশেষ ঐ শঠপ্রধানা যুবতী বিষমিশ্রিত মিষ্টবাক্য দ্বারা মজাহিদ শার চিত্তাপহরণ করিয়াছিল। অতএব অধিরাজ বিশ্বস্ত ভৃত্যের আবেদন শুনিযাও প্রেয়সীর প্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গুপ্তহন্তা মবারকতনয়াকে বারম্বার আমার সমক্ষে নিরপরাধিনী কহিযাছে, বোধ হয় প্রিয়তমা নির্দ্দোষা. সে আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত যে এই কুমন্ত্রণার মূলীভূতা ছিল, কোনমতেই আমার এমন বিশ্বাস হয না। দুষ্টা নারীদিগের ছলনা বুঝা বড় সহজ কর্ম্ম নয়, তাহারা কত ভাবের কত কথা কহিয়া মানবচিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সরলান্তঃকরণ যোষাকুল কখনই তাহা আপনাদের মনে উদ্ভাবন করিতে পারে না। আহা! ঐ ধূর্ত্তাদিগের কুহক বাক্যে ফল-মূলাহারী মুনিদিগেরও মন উল্টিয়া যায়।

দুর্ঘটনার বহু দিবস পরে ভূপাল মহাশয় এক দিন মবারকের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কামিনী কপটমান করিয়া অধোবদনে রহিল। ভ্রমান্ধ পতি মহারাজ বারম্বার তাহাকে সাধ্য সাধনা করিলে, সে নেত্রবারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় সহোদরকে অভি-

সম্পাত করিয়া কহিতে লাগিল, রে দুরাত্মন্ মসাউদ! তোহতে আমার কি সর্ব্বনাশ হইল, কর্ম্মদোষে তুই আপনি মারা পড়িলি, এবং আমাকেও মারিয়া গেলি! গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক আমি রাজমহিষী, যে রাজা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমায় সাতিশয় অনুরাগ করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিগতানুরাগ হই-য়াছে, তুই প্রতিহিংসার পরবশ হইয়া নাথের প্রতি কেন অস্ত্রোত্তোলন করিলি, আমাকে যদি মারিয়া ফেলিতিস তবে ভাল হইত, তাহা হইলে লোক-সমাজে আমি বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া কখনই কলঙ্কিনী হইতাম না। কি পরিতাপ! যাঁহার হস্তে আমি কুল মান সকলই সমর্পণ করিলাম, তিনি আমাকে সকল অনর্থের মূলীভূতা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। এ জীবন ধারণ করাতে আর সুখ কি? ইহ-পর-কাল যদি সকলই নষ্ট হইল, তবে বিষ ভক্ষণ করিয়া আমার প্রাণ পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

রাজা প্রেয়সীর কপট দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই কথা দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন, প্রিয়ে! রোদন করিও না, অকারণে ক্ষুণ্ণা হইয়া কেন ক্লেশ পাও, আমি বিশেষ জানি তুমি কোন অপরাধে অপরাধিনী নহ। আমার প্রতি তোমার অনির্ব্বচনীয় স্নেহ, কোন প্রকা-রে সে স্নেহ তোমার পরিবর্ত্ত হইবার নয়, যোষাকুলের অমূল্য রত্ন-স্বরূপ পরম ধর্ম্ম যে সতীত্ব তাহা রক্ষা করি-বার জন্য যে কামিনী আমার গলে বরমাল্য দিয়াছে, সে কি আমার অহিতার্থ কোন চেষ্টায় প্রবৃত্তা হইতে পারে? না, না, এতাদৃশ অনুরক্ত প্রেয়সীর প্রতি

আমার কোনমতেই কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুন্দরী আর একটী কথা বলি শুন, ভালবাসা না থাকিলে সহজে কেহ কাহারও জন্য ক্ষতি এবং অপমান স্বীকার করে না, তুমি আমার জন্য বলতো এক প্রকার সর্ব্ব-ত্যাগিনী হইয়াছ, ইহাতে স্বজন সমীপে অপরিসীম অপমান এবং ক্ষতি তোমায় সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি আমার যথার্থ ধর্ম্মপত্নী. ইহা না জানিয়া লোক-সমাজে সকলে যে তোমায় কুলটা এবং কলঙ্কিনী কহে, সে কেবল আমারই কারণ। আমি নিজে তোমার সকল অনর্থের মূল হইয়া, তোমাকে কি কখন অশ্রদ্ধা করিতে পারি, তবে বৃথা ভাবনা করিয়া কেন তুমি কষ্ট পাইতেছ।

পতি-মুখে এই কথা শুনিয়া মুগ্ধা নারী করুণ স্বরে কহিল, প্রাণনাথ! তুমি এ অধীনীর প্রতি যে সম্পূর্ণ স্নেহ কর, তাহা আমি বিশেষ উপলব্ধ করিয়াছি। কিন্তু তোমার প্রিয়ভৃত্য অস্ত্রবাহক আমার পরম শত্রু, সে তোমায় আমায় যাহাতে বিচ্ছেদ হয়, এই চেষ্টাই নিরন্তর করিয়া থাকে। আমি স্বপ্নেও তাহার নিকটে কোন বিষয়ে কোন অপরাধিনী নহি, তবে আমার বিরুদ্ধ কথা কহিয়া সে কেন তোমার কর্ণ ভারি করে। প্রাণেশ্বর তোমাকে আমি অধিক কথা আর কি বলিব, কোন্‌দিন তুমি মহমুদের কথা শুনিয়া আমায় পরিত্যাগ করিবে, এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে।

প্রেয়সীর বিষমিশ্রিত প্রিয় বাণী শ্রবণ করিয়া মজাহিদ-শা বিমোহিত হইলেন, সদসৎ জ্ঞান বুদ্ধি

তাঁহার সকলই লোপ পাইল, যথার্থ বিচার না করিয়া তিনি মহমুদকে দোষী জ্ঞান করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কামিনী যাহা বলিতেছে তাহার একটিও মিথ্যা নয়, মহমুদ সর্ব্বদাই আমাকে মবারক-তনয়ার সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে, সর্ব্বদাই আমাকে তাহার বিরুদ্ধ কথা কহিয়া থাকে, অতএব সে যাহাতে আর প্রেয়সীর বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে এমন চেষ্টা পাওয়া আমার বিহিত বোধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া তিনি বিশ্বস্ত ভৃত্য অস্ত্রবাহকের প্রতি ক্রমে অনাদর এবং অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, তৎপ্রতি পূর্ব্বানুরাগ তাঁহার শিথিল হইয়া পড়িল, কোন বিষয়ের কোন কথা কহিলে তিনি ভৃত্যের প্রতি কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে সে ব্যক্তি যে তাঁহাকে বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, ইহা তিনি একদিনের জন্যেও স্মরণ করিলেন না, দুষ্টা স্ত্রীর কুমন্ত্রনার কথা শুনিয়া এমন হিতকারী বন্ধুকে তিনি অনাত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মজাহিদ-শার প্রাণবিনাশক দুর্ঘটনার পর, মাসত্রয়ের মধ্যে মসাউদের ভগিনী তৎপ্রতি অতীব স্নেহ প্রকাশ করিয়া, কখন তাঁহার উপাসনা এবং কখন বা তোষামোদ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিল। রাজা তাহার কপট প্রেমে বিমোহিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রেয়সী আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, আমি তাহার চিত্তপুত্তলিকা স্বরূপ, সে এক দিন আমাকে না দেখিলে পাগলিনী প্রায় হয়। অতএব লোকে যাহা বলে বলুক,

আমি তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমসুখে আছি, কিছুমাত্র আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই ভ্রমে তিনি ভ্রান্ত হইয়া ক্রমে প্রতি রাত্রি প্রেয়সীর মন্দিরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্তা নারী ভূপাল মহাশয়কে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত দেখিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, দুরাত্মা পিতৃহন্তাকে কৌশল এবং ছলনা দ্বারা আমি পরিবদ্ধ করিযাছি। মহমুদ রাজার অন্তঃকরণে আমার বিরুদ্ধ কথা কহিয়া যে সকল সন্দেহ উৎপত্তি করিয়া দিয়াছিল, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর ভাবনা কি, মম সহোদর মসাউদ নানাবিধ যত্ন করিয়াও যে কর্ম্ম সমাধা করিতে পারে নাই, আমি স্বহস্তে এখন সেই কর্ম্ম স্বয়ং নিষ্পাদন করিব। দুরাচার মজাহিদ শা আমার পিতা ভ্রাতা উভয়কেই প্রাণে নিহত করিয়া তাহাদের শোণিতে যেরূপ আপন হস্ত শোণিতাক্ত করিয়াছে, আমিও সেইরূপ তাহার রুধিরে নিজ হস্ত লোহিত বর্ণ করিব।

সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই স্থির কল্পনা করিয়া ঐ শঠপ্রধানা রমণী একদিন রাত্রিকালে নিজশয্যাস্থিত বালিশের নীচে সুতীক্ষ্ণ একখান ছুরিকা লুকাইয়া রাখিল, ভূপাল নিশীথ সময়ে প্রেয়সীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। পাপীয়সী কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা হইয়া, কতক্ষণে রাজা ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হন, শুদ্ধ এই প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ভূপালের চক্ষুর্দ্বয় ভারি হইয়া পড়িল, অঙ্গ অবশ হইল, এবং ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সকলও শিথিল হইয়া পড়িল। দুইদণ্ডের মধ্যে দুর্ভাগ্য নৃপতি প্রাণঘাতিনীর

বিসদৃশ প্রিয়শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া একেবারে ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কালসর্পিণী দেখিল রাজা বাহ্যিকজ্ঞান রহিত হইয়াছেন, শরীরে বড় একটা স্পন্দ নাই, শুদ্ধ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হইতেছে। তখন সে বিবেচনা করিল স্বকার্য্য সাধন বিষয়ে এই প্রথম নিদ্রার সময়ই আমার পক্ষে সুসময় বোধ হইতেছে, এই বেলা আমি শত্রু নিপাতন করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিফল দি। সে বালিশ শুদ্ধ রাজার মস্তকদেশ তুলিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিখান হস্তে ধারণ করিল, তথাপি আসন্নমৃত্যু স্ত্রৈণস্বভাব অবোধ রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

অত্যন্ত হীন অপরাধী হইলেও তাহার প্রাণ বধ করা বড়একটা সহজ ব্যাপার নহে। পরমেশ্বর এই ভয়ঙ্করকর্ম্ম সকল নিবারণ হেতু মানবজাতির অন্তঃকরণে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, পাষাণচিত্ত মনুষ্য হউক না কেন, অকৃত অপরাধে প্রাণদণ্ড করিবার সময় স্বভাবতঃ মানবের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হয়ই হয়। স্বামীর প্রাণ বিনাশের জন্য কুলটা রাজপ্রিয়া ছুরিকাখান হস্তে ধারণ করিলে, তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রকম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ এই দুঃসাধ্য সাধন করিবে, এই ভাবনায় তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। দুঃশীলা কামিনী একবার প্রাণনাশক ছুরিকাখান দেখে, একবার মজাহিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, বারম্বার এইরূপ করিতে করিতে অধিরাজ কর্ত্তৃক

তাঁহার পিতা এবং সহোদরের মৃত্যু তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইল। ইহাতে সে ব্যাকুলা হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, প্রতিফল দিবার বাসনায় যখন আমি নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছি, যখন মানসম্ভ্রম সকলই আমার বিনষ্ট হইয়াছে, যখন কত কল্পনা করিয়াছি তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না, তখন আর সেই কর্ম্ম নিষ্পাদনে বিলম্ব করা বিধেয় নয়। দুষ্টা আরও মনে করিল, যথার্থ পতি বলিয়া আমি রাজনন্দনকে বিবাহ করি নাই কেবল প্রতিফল দিবার জন্যই আমি গোপনভাবে যুবরাজের পাণিগ্রহণ করিয়াছি। অতএব লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অপরাধিনী হইয়াছি না হইতে আছে, মজাহিদ শার প্রাণ বিনাশ করিয়া এখন প্রতিজ্ঞা সাধন করাই কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বৃত্তা বিশ্বাসঘাতিনী এই স্থির করিয়া একেবারে দক্ষিণাধীশের বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকাখান বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মর্ম্মবেদনায় ভূপাল একেবারে চকিত হইয়া নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখেন, ফিনিক দিয়া তাঁহার হৃদয়সরোজ হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতেছে, সমুদায় শয্যাটা একেবারে রক্তবর্ণ, তাঁহার প্রাণনাশিকা প্রিয়তমা শোণিতাক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নয়ন মুদিত করিয়া ছুরিকাখান তাঁহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিয়াছে। ইহাতে ঐ মহাবলবান্ বীরপুরুষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া একেবারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, আর সযত্নে নিজ বক্ষঃস্থল হইতে ভয়ঙ্কর নাশক অস্ত্রখান উৎপাটন করিয়া দুর্ব্বৃত্তা কামিনীর বক্ষঃস্থলে তাহা প্রবেশিত করাইয়া দিলেন। ওরে দুরাত্মা এতদিনে আ-

মার প্রতিজ্ঞা সাধন হইল, এই শব্দ করত পাপীয়সী শয্যা হইতে ভূমিতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা যাতনাতে শয্যার উপরিভাগে ক্ষণকাল ছট ফট করিয়া প্রাণঘাতিনী প্রিয়তমার উপরিভাগে পড়িলেন। মরণকালে মজাহিদ-শা নেত্রবারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "স্বাভিলাষ সাধনের নিমিত্ত কখন কোন লোক যেন হিতকারী বন্ধুর সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য না করে। কুলটা স্ত্রীর বিষসদৃশ কপট প্রেমে পরিবদ্ধ হইয়া লোকে যেন ব্যভিচার দোষে দূষিত না হয়। যে নারী ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া পরপুরুষে রতা হয়, তাহাকে যেন কোন ব্যক্তি প্রাণান্তেও বিশ্বাস না করে। বিবাহের পূর্ব্বে উত্তম রূপ চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া কোন লোক যেন পরিণয় সম্বন্ধে পরিবদ্ধ না হয়। আহা! কুলটাকে পত্নী জ্ঞান করিয়া আমার এই দশা হইল। হে মহাত্মন্ হিতকারি বন্ধো মহমুদ! তোমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ হয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিও, জন্মে২ তোমার সদৃশ বন্ধু যেন প্রাপ্ত হইতে পারি"। এই রূপ অনুতাপ করণানন্তর মজাহিদ শা অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমাত্মন্! আমি নানাবিধমতে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, এখন কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমার পাপ মার্জ্জনা কর"। এই প্রার্থনা করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলেন।

সমাপ্ত।